চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

Sister
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 5 September, 2020 ■ আগরতলা, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২০ ইং ■ ১৯ ভাদ্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ধসে পড়েছে ভারতের অর্থনীতি খরচ কমাতে গুচ্ছ সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : খরচ বাঁচাতে অত্যন্ত তৎপর কেন্দ্র। তাই আপাতত সরকারি খরচে কোনও অনুষ্ঠান না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে যতটা সম্ভব কম কনসালটেন্ট রাখার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও আগে থেকে অনুমতি না নিয়ে কোনও নতুন পদ সৃষ্টি করা যাবে না বলেও জানিয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রক।

করোনা কালে কার্যত ধসে পড়েছে ভারতের অর্থনীতি। ৬৮ দিনের লকডাউনের ফলে প্রথম ত্রৈমাসিকে জিডিপি সংকুচিত হয়েছে ২৩ শতাংশ। ইতিমধ্যেই পুরো বছরে ফিসক্যাল ডেফিসিটের যা হিসেব ছিল, সেটা ছাড়িয়ে গিয়েছে। সেই কারণেই বাধ্য হয়ে রাশ টানতে হচ্ছে কেন্দ্রকে। এর জন্য শুক্রবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকের তরফ থেকে বিস্তারিত ফিরিস্তি দেওয়া হয়েছে কীভাবে খরচ বাঁচানো যায়, তার ওপর। অর্থমন্ত্রক জানিয়েছে সরকারি সম্পদের ওপর এই মুহূর্তে যা চাপ ও বর্তমান আর্থিক হাল যেমন, সেখানে অত্যাবশক নয় এমন খরচের ক্ষেত্রে কাটছাঁট করার প্রয়োজন আছে। সেই মর্মে কেন্দ্র জানিয়ে দিয়েছে যে বাইরে থেকে আনা পাতায় কোনও বই, নথি ছাপানো যাবে না, যদি না সেটা বিদেশে ভারতীয় হাইকমিশন করে। সরকারি খরচে কোনও অনুষ্ঠান আপাতত না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যদি একান্তই করতে হয়, তাহলে সেটা খুব ছোটো করে করতে হবে।

কেন্দ্রীয় সরকারি মন্ত্রক ও তাদের অন্তর্গত দফতররা যেসব কনসালটেন্ট নিয়োগ করে, এবার তার ওপরেও রাশ টানতে চাইছে মোদী সরকার। কোন দফতরের কতজন কনসালটেন্ট আছে ও আদৌ তার প্রয়োজন আছে কিনা, সেটা রিভিউ করে দেখতে হবে। যতটা সম্ভব কম কনসালটেন্ট রাখার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।এছাড়াও আগে থেকে অনুমতি না নিয়ে কোনও নতুন পদ সৃষ্টি করা যাবে না বলেও জানিয়ে দিয়েছে অর্থমন্ত্রক।

প্রসঙ্গত, ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রকোপ থামছেই না। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৩৯ লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-সংক্রমণ। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩৯,৩৬, ৭৪৮-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে করোনায় আরও সাতজনের মৃত্যু, নতুন করে আক্রান্ত ৬৯১

নিজস্ব প্রতিনিধি,আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে অরও সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৯১জন। এদিন আক্রান্তের সর্বোচ্চ রেকর্ড হয়েছে রাজ্যে।

সংবাদে প্রকাশ শুক্রবার রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে ৩৭৯৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে এন্টিজেন এর মাধ্যমে। তাতে ৫১২ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। অন্যদিকে আরটিপিসিআরে ১৩৭৫ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ১৭৯ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। এদিন মোট ৫১৭২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ৬৯১ জনের রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। এই ৬৯১ জনের মধ্যে উত্তর জেলায় ৮৬, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দ্রুত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করলে পাঁচ শতাংশ ছাড়

কোভিড-১৯ জনিত পরিস্থিতিতে রাজ্যে ২০২০-২১ আর্থিক বছরে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি না করার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর।। কোভিড-১৯ জনিত পরিস্থিতির কারণে ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরী কমিশন রাজ্যে ২০২০-২১ আর্থিক বছরের জন্য বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ২০১৪ সাল থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে হারে বিদ্যুৎ মাশুল কার্যকর রয়েছে তাই বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজ দুপুরে আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরী কমিশনের চেয়ারম্যান এস রাধাকৃষ্ণান এই তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি জানান, সমগ্র দেশ এবং রাজ্য কোভিড-১৯ জনিত কারণে এমন এক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে চলেছে যা অভূতপূর্ব। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির বিচার বিশ্লেষণ করে কমিশন ভোক্তাদের রিলিফ দেবার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কমিশনের চেয়ারম্যান জানান, বিদ্যুতের বিল পরিশোধ না করার জন্য গত কয়েকমাসে কোন ভোক্তারই বিদ্যুৎ লাইন ছিন্ন করা হয়নি। উপরন্তু যে সমস্ত ভোক্তা দ্রত বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করবেন তাদের পাঁচ শতাংশ ছাড় দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন। ম্যানুয়েলী অথবা যারা ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড, ইউ পি আই, ভীম, ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং, মোবাইল ব্যাঙ্কিং, মোবাইল ওয়েনেট ইত্যাদির মত ডিজিটাল মোডে যারা বিদ্যৎ বিল পরিশোধ করে থাকেন তাদের সবার ক্ষেত্রেই এই পাঁচ শতাংশ ছাড় কার্যকর হবে। চেয়ারম্যান এস রাধাকৃষ্ণান বলেন, কোভিড-১৯ জনিত পরিস্থিতির কারণে যখন অধিকাংশ এলাকাতেই বিল করা এবং অর্থ সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে সে সময় কমিশনের এই সিদ্ধান্তে টি এস ই সি এল-এ অর্থ রাশির যোগান বাড়বে। সমস্ত ক্ষেত্রের ভোক্তাদের পাঁচ শতাংশ ছাড় দেবার পাশাপাশি ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরী কমিশন আজ কফি ও রাবার বাগানের ভোক্তাদের ক্ষেত্রেও দ্রত বিল পরিশোধ করলে দশ শতাংশ ছাড় দেবার কথা ঘোষণা করেছে। প্রি-পেইড মিটার ব্যবহারকারীদের উৎসাহিত করার জন্য সমগ্র বিদ্যৎ বিলের উপর সব স্তরের ভোক্তাদের পাঁচ শতাংশ ছাড় দেবার কথাও কমিশন আজ ঘোষণা করেছে। হার্ডকপির পরিবর্তে কোন ভোক্তা বিদ্যৎ বিলের ডিজিটাল কপি ব্যবহার করলে সে ক্ষেত্রে ভোক্তাকে গো-গ্রীণ পদক্ষেপের অঙ্গ হিসাবে ১০ টাকা ছাড় দেওয়া হবে।

ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরী কমিশনের চেয়ারম্যান এস রাধকৃষ্ণান বলেন, ত্রিপুরায় সর্বশেষ বিদ্যুৎ মাশুল পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছিল ২০১৪ সালে। এই সময়ের পর থেকে গ্যাসের দাম অনেক বেড়েছে। কিন্তু কোভিড-১৯ জনিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাব্রুমে ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট স্থাপন নিয়ে সচিবালয়ে উচ্চ পর্যায়ের সভায় মুখ্যমন্ত্রী

বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে পণ্য বাজারজাতকরণের নতুন পথ খুলে যাবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সভাপতিত্বে আজ সচিবালয়ে আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্টের সম্পসারণ ও উন্নয়ন এবং সাব্রুমে ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট স্থাপনের বিষয়ে এক উচ্চ পর্যায়ের সভা অনুষ্ঠিত হয়।সভায় সাবমে ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট স্থাপনের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সাব্রুমে আই সি পি স্থাপন হলে ত্রিপুরার সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক কার্যকলাপ আরও বদ্ধি পাবে।

তাতে ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিরও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির বিভিন্ন উৎপাদিত পণ্য বহুবিধ পরিবহণের মাধ্যমে বাংলাদেশ সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে বাজারজাত করণের নতুন পথ খুলে যাবে। পাশাপাশি সাব্রুমে আই সি পি স্থাপন হলে রাজ্যে গ্যাস ভিত্তিক ও রাবার ভিত্তিক শিল্প এবং বস্ত্র ও সার শিল্পের মতো বড় শিল্প স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

সভায় ল্যাণ্ড পোর্ট অথরিটি অব ইণ্ডিয়ার চেয়ারম্যান আদিত্য মিশ্র সচিত্র প্রতিবেদনের মাধ্যমে সাব্রুমে ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট স্থাপন বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে বলেন, সাব্রুমে মোট ৪৯.০৭৮ একর এলাকা নিয়ে ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্টটি স্থাপন করা হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মক এই প্রকল্পের জন্য ৩৬৫ কোটি টাকার অনুমোদন দিয়েছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় জমি ল্যাণ্ড পোর্ট অথরিটি অব ইণ্ডিয়ার নিকট হস্তান্তর করলেই টেণ্ডার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। শ্রী মিশ্র আরও জানান, সাব্রুমে ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্টে কালচারেল হাব, কার্গো টার্মিনাল, প্যাসেঞ্জার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকা ধর্ষণের দায়ে যুবককে দশ বছরের সশ্রম কারাদন্ডাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া মহকুমার উত্তর ভারতচন্দ্রের এক যুবককে নাবালিকা ধর্ষণের দায়ে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সাজা প্রাপ্ত যুবকের নাম বাপন দত্ত ওরফে প্রণব।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়২০১৮ সালের ১৬ই ডিসেম্বর রামঠাকুর পাড়ার নাবালিকা ছাত্রী প্রাইভেট শিক্ষকের বাড়িতে পড়তে যাচ্ছিল। প্রাইভেট শিক্ষকের বাড়ি থেকে সে আর বাড়িতে ফিরে আসেনি। রাস্তা থেকে বাপন দত্ত ওরফে প্রণব তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।এ ব্যাপারে বিলোনিয়া থানায় অভিযোগ তপন দত্ত ওরফে প্রণবের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ যথারীতি এই মামলায় অভিযুক্ত বাপন দত্তকে গ্রেপ্তার করে। নাবালিকা ছাত্রীটিকে

গ্রাম পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সদস্যকে হত্যার হুমকি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর।। ঊনকোটি জেলার শ্রীনাথ পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েত সদস্য আব্দুল সত্তারকে প্রানে মারার হুমকি দেয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে আব্দুল ছাত্তার ইরানি থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেছেন।থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করার পরও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।তাতে রীতিমতন প্রাণসংশয় পড়েছেন পঞ্চায়েত সদস্য আব্দুল ছাত্তার। বিষয়টি তিনি কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের এনেছেন।কংগ্রেসের নির্বাচিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক দুর্ঘটনায় গুরুতর দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৪ সেপ্টেম্বর।। শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত জোলাইবাড়ী বাইপাস রোড়ে বাইক ও স্কুটির সংঘর্ষে আহত এক মহিলা। জানাযায় আহত মহিলা টি আর ০৮ এ ৫৫৮০ নাম্বারের পালসার বাইকে উনার এক সহকর্মীর সঙ্গে অফিসে যাচ্ছিলেন। জানাযায় বাইকটি টি আর ০৩ ই ৯৮৬৬ নাম্বারের এটকি স্কুটির সঙ্গে সংর্ঘহয়। এতে করে মহিলা বাইকথেকে জাতীয় সড়কে ছিটকে পরেযায়। জাতীয় সড়কে ছিটকে পরাতে মহিলা গুরুতর আহতহয়। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় লোকজন ও পথচারীরা আহত মহিলাক ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে জোলাইবাড়ী প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়েযায়। সেখানে কর্তব্যরত চিকৎসক আহত মহিলার অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে গোমতী জেলা হাসাপাতলে স্থানান্তরিত করে। জানাযায় আহত মহিলা দক্ষিণ জোলাইবাড়ীর বাসিন্দা। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বাড়ছে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা/চড়িলাম, ৪ সেপ্টেম্বর।। উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহাকুমার বাগবাসা উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগর মহাকুমার বাগবাসা আউটপোস্ট এর অধীন জইথাং এডিসি ভিলেজের ব্যাপ্টিস্ট চার্চ এর প্রধান কার্যালয়ে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। গতকাল গভীর রাতে চোরের দল ব্যাপ্টিস্ট চার্চ এর প্রধান কার্যালয়ে হানা দেয়।

ব্যাপটিস্ট চার্চ এর প্রধান কার্যালয়ে হানা দিয়ে দুটি ল্যাপটপ এবং নগদ ২৭ হাজার টাকা হাতিয়ে নিয়ে যায় চোরের দল। এ ব্যাপারে শুক্রবার সকালে বাগবাসা আউটপোস্ট সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করেন ব্যাপ্টিস্ট চার্জের কর্মকর্তারা। ঘটনার খবর পেয়ে বাগবাসা আউটপোস্ট এর পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৩৪ জন ডাক্তার ও ৪৯ জন স্টাফ নার্স নিয়োগ করল রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর।। কোভিড-১৯ সংক্রমণ মোকাবিলায় রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে ৩৪ জন চিকিৎসক ও ৪৯ জন স্টাফ নার্স নিয়োগ করেছে। আরো ১৫ জন নতুন চিকিৎসক নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

করোনা সংক্রমণ প্রতিহত করতে রাজ্য মসিভা আগরতলা পুর নিগম এলাকায় আগামী শনি ও রবিবার অর্থাৎ ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর জনতা কার্ফ জারি করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বশেষ নির্দেশিকা অনুসারে লকডাউন বা জনতা কার্ফ জারি করতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে অনুমোদন নিতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এ বিষয়ে কোনও সবুজ সংকেত না আসায় আগরতলা পুর নিগম এলাকায় আগামী শনি ও রবিবার জনতা কার্ফ জারি করা হচ্ছে না। শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ আজ মহাকরণের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক

কোভিড-১৯

সম্মেলনে এই সংবাদ জানান। তিনি রাজ্যে কোভিড-১৯-এর সর্বশেষ অবস্থা তুলে ধরে সাংবাদিকদের জানান, রাজ্য সরকার কোভিড-১৯ মোকাবিলায় সচেষ্ট রয়েছে। গত ২ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব জিবি হাসপাতাল পরিদর্শনকালে ডাক্তার ও নার্সদের সঙ্গে কোভিড-১৯ জনিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন এবং চিকিৎসা পরিষেবা আরও উন্নত করার ক্ষেত্রে প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশ দেন।

শিক্ষামন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, রাজ্যে বর্তমানে অ্যাক্টিভ কনটেইনমেন্ট জোন রয়েছে ১৪১টি। বিভিন্ন কোভিড-১৯ কেয়ার সেন্টারে মোট ৪,৯৪৯ জন করোনা রোগী রয়েছেন। হোম আইসোলেশনে আছেন ৩,২৮২ জন। করোনায় এখন পর্যন্ত মারা গেছেন ১২৯ জন। এরমধ্যে পশ্চিম জেলায় ৭২ জন, সিপাহীজলা জেলায় ১৩ জন, খোয়াইয়ে ৯ জন, গোমতীতে ১৭ জন, দক্ষিণ জেলায় ৪ জন, ধলাইয়ে ৫ জন, ঊনকোটিতে ৩ জন ও উত্তর জেলায় ৬ জন মারা যান। গত ১০ দিনে মারা যান ৫০ জন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লাউগাঙের গভীর জঙ্গলে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ধর্মনগরে নিজ বাড়িতে ফাঁসিতে আত্মঘাতী যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার থানার লাউ গাও গ্রাম পঞ্চায়েতে গভীর জঙ্গলে এক ব্যক্তি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম নয়ন পাল। কিছু লোকজন জঙ্গলে লাকড়ি সংগ্রহ করতে গেলে মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। তারপরও তারা বিষয়টি শান্তিরবাজার থানার পুলিশকে জানান।জঙ্গলে এক ব্যক্তির মৃতদেহ

পড়ে থাকার খবর পেয়ে শান্তির বাজার থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। সেখানথেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করা। স্থানীয় লোকজনরা মৃতদেহটি শনাক্ত করেছেন।তার নাম নয়ন পাল।এটি আত্মহত্যা নাকি তাকে হত্যা করে মৃতদেহটি জঙ্গলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশ প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর এ বিষয়ে নিশ্চিত ভাবে বলা যাবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।এদিকে মৃতদেহ উদ্ধারের সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরের বড়ুয়া কান্দি গাওসভার ৬ নং ওয়ার্ডে এক যুবক আত্মহত্যা করেছে। আত্মঘাতী যুবকের নাম মিন্টু ধর। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাচার বাণিজ্য ঘিরে বক্সনগরে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর।। পাচার বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনায় সিপাহী জলা জেলার বক্সনগর দুধপুকুর এলাকায় সংঘর্ষে তিনজন গুরুতর ভাবে আহত হয়েছে। আহতদের প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাদের অবস্থা সঙ্কটজনক হয় সেখান থেকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে বৃহস্পতিবার রাতে বক্সনগর এর দুধপুকুর এলাকায় পাচার বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।ওমর গোষ্ঠীর মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটে তিনজন গুরুতর ভাবে আহত হন এবং আরো বেশ কয়েকজন অল্পবিস্তর আহত হয়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এখনো সীমান্ত এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। ফেয়ার যেকোনো সময় এলাকার পরিস্থিতি রক্তাক্ত হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পুলিশ এবং বিএসএফ জওয়ানরা পরিস্থিতির দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছে।ইলিশ মাছ পাচার এবং নেশা সামগ্রী পাচারকে কেন্দ্র করে এই রক্তাক্ত সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে বলে স্থানীয় সূত্রের খবর।

উল্লেখ্য দুধ পুকুর সীমান্ত এলাকা দিয়ে প্রতিনিয়ত নেশাজাতীয় সামগ্রী সহ বিভিন্ন সামগ্রী পাচার হচ্ছে। বিএসএফ জওয়ানরা টহল দিলেও তাদের চোখে ধুলো দিয়ে এ ধরনের পাচার বাণিজ্য প্রতিনিয়ত চলছে। পাচার বাণিজ্য কে কেন্দ্র করে গত কয়েকদিন ধরে দুটি কষ্টের মধ্যে মতভেদ চলছিল। বৃহস্পতিবার রাতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অনুপ্রবেশকালে সাব্রুম সীমান্তে ধৃত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর।। সাব্রুমের মনুঘাট সীমান্তে বাংলাদেশ থেকে ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশের সময় ১ ব্যক্তিকে আটক করেছে বিএসএফ জওয়ানরা। আটক ব্যক্তির নাম চিত্ত দেবনাথ। বাড়ি সাব্রুম থানা এলাকার জলেফা।বিএসএফের জওয়ানরা তাকে আটক করে সাফরন থানার পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে।সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশ থেকে আসা ওই ব্যক্তি অসুস্থ হওয়ায় পুলিশ তাকে সাবরুম হাসপাতালে ভর্তি করেছে। জানা গেছে ওই ব্যক্তি১৮ বছর আগে বাংলাদেশে চলে গিয়েছিল। বাংলাদেশ একটি দোকানে কাজ করতো ওই ব্যক্তি। জলে পায় তার স্ত্রী সন্তান রয়েছে। অসুস্থ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে করোনায় আক্রান্ত ও মৃত্যুর ভয়ংকর চিত্র সামনে এনে সরকারের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ সুদীপ বর্মনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে করোনা সংক্রমণে পাশাপাশি মৃত্যুও পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে। গত এপ্রিল মাস থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৫০০৯ জন। জুলাই মাসে আক্রান্ত হয়েছে ৩৮৮৮ জন। আগস্ট মাসে আক্রান্ত হয়েছে ৭১৬৩ জন। গত ২৮ আগস্ট থেকে ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৪১ করোনা আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু হয়েছে।

রাজ্যে করোনা সংক্রমণ হার জাতীয় স্তরে সমান। আগরতলা পুর নিগম এলাকায় সংক্রমণে হার জাতীয় স্তরে থেকেও তিনগুণ বেশি। যা এক কথায় সংক্রমণ আগরতলা পৌর নিগম এলাকা মুম্বাই দিল্লি মতো রাজ্যকে ছাপিয়ে গেছে। আর পূর্বের ১৪ মাসের অভিজ্ঞতা নিয়ে বর্তমানে করোনা সংক্রমণের পরিস্থিতি নিয়ে মোকাবিলার বিষয়ে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাথে ফোনে এবং মোবাইল ফোনে এবং

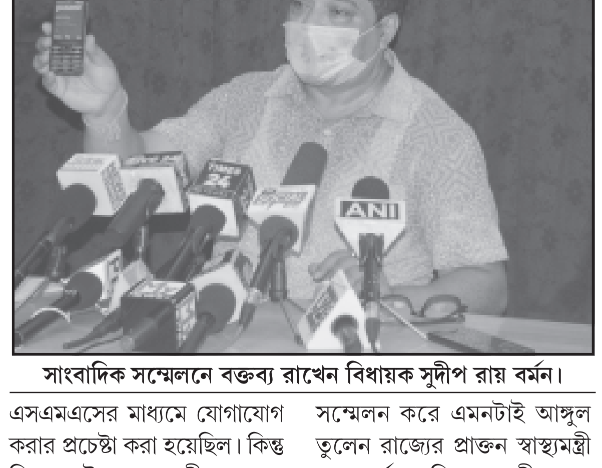

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।

এসএমএসের মাধ্যমে যোগাযোগ করার প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু কিছুতেই স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাড়া মিলেনি। অথাৎ স্বাস্থ্য মন্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। আগরতলা প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই আঙ্গুল তুলেন রাজ্যের প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন। মানুষ জিবি হাসপাতাল থেকে সঠিকভাবে পরিষেবা পাচ্ছে না। বছর দুয়েক পূর্বে প্রধান রেফারেল জিবি হাসপাতালের উপর মানুষের যে ভরসা ছিল। তা এখন হারিয়ে ফেলেছে মানুষ। বর্তমান কোভিড পরিস্থিতিতে পরিষেবার মারাত্মক অভাব রয়েছে হাসপাতালে। যাদের পরিষেবার অবনতির বিষয়টি দেখার কথা তারা মহাকরণে বসে একের পর এক সার্কুলার দিয়ে দায়িত্ব খালাস করে চলছে।

যাদের হাতে দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে তারা সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করছে কিনা সেটা কে দেখবে এমনটাই প্রশ্ন তোলেন প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রী বর্মন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার আইনের হুমকি দিয়ে দমিয়ে রাখা হচ্ছে। আর মানুষের কাছে যাতে দৈনন্দিন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ৩২১ ◘ ৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ইং ◘ ১৯ ভাদ্র ◘ শনিবার ◘১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সেবা ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ

চিকিৎসক ,নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা সেবা ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াই চিকিৎসা পরিষেবার দায় দায়িত্ব কাঁধে তুলিয়া নেন। নিজের জীবন বাজি রাখিয়া চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করিয়া থাকেন চিকিৎসক নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা। সে কারণেই সমাজের কাছে তাহারা শ্রদ্ধার পাত্র। চিকিৎসকদের রীতিমতো ঈশ্বরের সমতুল্য হিসেবেই গণ্য করিয়া থাকেন মানুষ।করোনাভাইরাস সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতে চিকিৎসক নার্স এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য কর্মীদের পরিষেবা নিঃসন্দেহে শ্রদ্ধার দাবি রাখে। প্রত্যেক স্বাস্থ্যকর্মী জীবন বাজি রাখিয়া করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলায় কাজ করিয়া চলিতেছে ন। গোটা বিশ্বেই তাহাদের এই পরিষেবা শ্রদ্ধা হিসেবে পরিগণিত হইতেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হইলো একাংশের চিকিৎসক এবং নার্সদের গাফিলতির কারণে গোটা ব্যবস্থাপনা কলঙ্কিত হইতেছে। রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবি বর্তমানে করোনা চিকিৎসার হাসপাতাল হিসেবে চিহ্নিত হইয়াছে। জিবি হাসপাতাল এর বেশ কয়েকটি ওয়ার্ল পার্শবর্তী ক্যান্সার হাসপাতালে স্থানান্তর করা হইয়াছে।ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতাল স্টেট হাসপাতাল হিসেবে মর্যাদা লাভ করিয়াছে।স্টেট হাসপাতালেও বেশ কয়েকটি নতুন নতুন ওয়ার্ড চালু করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করা হইয়াছে। রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রভূত উন্নতি সাধন করিবার জন্য রাজ্য সরকারের প্রাসাদ বিন্দুমাত্র গাফিলতি রহিয়াছে বলা যাইবেনা।কিন্তু পরিতাপের বিষয় হইলো রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবি এবং স্টেট হাসপাতাল ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালে বিনা চিকিৎসায় এবং চিকিৎসার গাফিলতিতে রোগীর মৃত্যুর ঘটনা ঘটিয়া চলিতেছে। বিষয়টি খুবই দুর্ভাগ্যের।গত বুধবার রাজ্যের প্রধান হাসপাতাল জিবিতে ৩ দিন বয়সের এক শিশুর বিনা চিকিৎসায় মৃত্যুর অভিযোগ উঠিয়াছে। একথা অনস্বীকার্য যে, যেকোন মৃত্যুই বেদনাদায়ক এবং দুঃখের। কিন্তু একথাও ঠিক যে, কোন মৃত্যু মানুষকে শুধু দুঃখ-ই দেয় না , মানুষের মনকে নাড়া দিয়া যায়। জিবি হাসপাতালে তিন দিন বয়সী শিশুর মৃত্যুর ঘটনা এই ধরনের ঘটনার নজির। যাহা মানুষের হৃদয়কে নাড়া দিইয়াছে। এই মৃত্যুর ঘটনা ঘিরিয়া বিভিন্ন মহলে নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে।

হাসপাতালে শিশুমৃত্যু দেশের নতুন কোন ঘটনা নয়। নানা অসুখ-বিসুখে অপুষ্টিতে শিশুমৃত্যু প্রতি নিয়ত ঘটিয়া চলিয়াছে। তাহা অবশ্যই মানিয়ে নিতে হইবে।কিন্তু হাসপাতালে চরম গাফিলতি, স্বাস্থ্যকর্মী, চিকিৎসকদের চরম অবহেলা ,উদাসীনতা ,কাণ্ডজ্ঞানহীনতা কোনোভাবেই মানিয়ে নেওয়া যাইবে না। এই ধরনের মৃত্যু ঘটিয়ে তাহাকে মৃত্যু বলা যাইবেনা। এই ধরনের ঘটনা খুনেরই নামান্তর। কেননা অঙ্কুরেই শিশুর ভবিষ্যৎ স্বপ্ন সবকিছু ধুলিস্যাৎ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।গাফিলতির কারণেই যদি হাসপাতালে শিশুর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহা হইবে মারাত্মক অপরাধ।

রাজ্যের প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবি এবং স্টেট হাসপাতাল ইন্দিরা গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালে বিনা চিকিৎসায় এবং চিকিৎসার গাফিলতিতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটিলেও এইসব বিষয়ে দপ্তরের কর্মকর্তা বক্তব্য রীতিমতো দায়সারা।উদ্বেগজনক। দপ্তরের কর্মকর্তারা নিজেদের দায়িত্ব জন্যই এই ধরনের কৌশল গ্রহণ করিয়া থাকেন।

করোনা আক্রান্তের ফ্ল্যাটে তালা প্রতিবেশীর

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : করোনা আবহে স্বাস্থ্য বিধি মানার পাশাপাশি বারবার মানবিক হওয়ার আবেদন জানানো হচ্ছে বিভিন্ন মহলের তরফে। কিন্তু শহর জুড়ে অমানবিকতার ছবিই উঠে আসছে ক্রমশ। এবার কলকাতার কেষ্টপুরের অভিজাত এক আবাসনে করোনা আক্রান্তের ফ্ল্যাটে তালা লাগিয়ে দিলেন অন্য আবাসিকেরা। পাশাপাশি তাঁর বাড়ির সদস্যরা বাইরে বেরোলে করোনা ছড়াতে পারে এই কথা ভেবে হেনস্থা করা হল তাঁদেরও।

পেশায় ল ক্লার্ক করোনা আক্রান্তের স্বামী ওই নিগৃহীত ব্যক্তির অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে আবাসনেরই বাসিন্দা দীপ সেনগুপ্ত এসে ফ্ল্যাটের গেটে তালা মেরে যায়। শুক্রবার সকালে ঘুম থেকে উঠে তাঁরা দেখেন ফ্ল্যাটের গেটে বাইরে থেকে তালা মারা। এরপর তিনি আবাসনের নিরাপত্তারক্ষী ও কমিটিকে গোটা বিষয়টি জানান। কিন্তু বেশ কিছু সময় কেটে গেলেও কেউ তালা না খোলায় তিনি সমস্যায় পড়েন। এরপরেই তিনি ১০০ নম্বরে ডায়াল করে পুলিশে খবর দেয়। এরপর নিউটাউন থানার পুলিশ এসে তাঁদের উদ্ধার করেন। সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখে ওই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারকে ডেকে তালা খোলানো হয়। কিন্তু তালা মারার ঘটনায় অভিযুক্ত ওই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারকে আটক বা গ্রেফতার করা হয়নি। জানা গিয়েছে, ওই ল”ক্লার্কের স্ত্রী-র গত শুক্রবার কোভিডের উপসর্গ দেখা দিলে পরীক্ষা করা হয়, তাতে পজিটিভ রিপোর্ট আসে। এরপর স্ত্রীকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে তিনি আই সি ইউ-তে রয়েছেন। এরপরে পরিবারের বাকি সদস্যদের করোনা পরীক্ষা করালে ওই ব্যক্তির মা'র পজিটিভ রিপোর্ট আসে। আপাতত তিনি হোম আইসোলেশনে রয়েছেন। এমত অবস্থা আবাসনের বাসিন্দা দীপ সেনগুপ্ত ফ্ল্যাটে তালা মেরে চলে যায়। এরপরেই শুক্রবার সকালে এই ঘটনা ঘটে।

খুচরো বাজারে আলুর দাম ২৭টাকা বেঁধে দিল নবান্ন

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বেশ কয়েকদিন ধরে আলুতে হাত ছোঁয়ালেই ছ্যাকা খাচ্ছে ক্রেতারা। আলুর চড়া দামে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে ক্রেতাদের। ইতিমধ্যেই শহরের বিভিন্ন বাজারে হানা দিয়েছে ইবি। আলুর দাম কমাতে খুচরো বাজারে আলুর দাম বেঁধে দিল নবান্ন। চন্দ্র থেকে জ্যোতি আলু কেনা প্রায় দায় হয়ে উঠেছে শহরবাসীর। আর তাই এবার আলুর দাম নিয়ন্ত্রণে কড়া রাজ্য।

রাজ্য সরকারের তরফে নির্দেশিকা জারি করে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে পাইকারি ব্যবসায়ীরা ২২ টাকায় প্রতি কেজি হিসাবে আলু কিনে ২৫ টাকায় খুচরো ব্যবসায়ীদের বিক্রি করবেন। আর, খুচরো বাজারে সাধারণ মানুষকে ২৭ টাকা দরে বিক্রি করতেই হবে। অন্যদিকে সুফল বাংলার স্টলগুলিতে কেজি প্রতি ২৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে জ্যোতি আলু। কিন্তু বাজারে আলুর চড়া দামে কপালে ভাঁজ শহরবাসীর। তাই বিক্রেতাদের হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে ইডির তরফে। হিন্দুস্থান সমাচার /পায়েল

মালদায় মিড ডে মিলের চাল চুরির অভিযোগে আটক স্কুলের অশিক্ষক কর্মী

মালদা, ৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মালদায় মিড ডে মিলের চাল চুরির অভিযোগ আটক স্কুলের এক অশিক্ষক কর্মীর বিরুদ্ধে। এই ঘটনা ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় মালদা থানা এলাকায়। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মালদা থানার পুলিশ।শুক্রবার সকালে পুরাতন মালদা পৌরসভার অন্তর্গত ৫ নম্বর ওয়ার্ডের আহ্লাদমুনি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে এই ঘটনাটি ঘটে। বিদ্যালয়ের এক অশিক্ষক কর্মী সাত সকালেই টোটোতে করে মিড ডে মিলের চাল পাচার করছিলেন বলে অভিযোগ। সেই সময় গ্রামবাসীরা হাতেনাতে ধরে ফেলেন স্কুলের ওই অশিক্ষক কর্মীকে। হাতেনাতে চাল নিয়ে ধরে পরে যাওয়ার পর যদিও ওই স্কুলকর্মীর দাবি, স্কুলের চালের মান খারাপ থাকায় ডিলারের কাছে ওই চাল ফেরৎ নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু এই এলাকার বাসিন্দা এবং প্রাক্তন কাউন্সিলার জানান, অত্যন্ত গোপনে খুব সকালে সকলের নজর এড়িয়ে কেন এই চাল ফেরৎ পাঠানো হচ্ছিল। দিনের বেলায় করলে সমস্যা তো কিছুই ছিল না। পুরো ঘটনার তদন্তের দাবি জানিয়েছেন ওই কাউন্সিলর-সহ এলাকাবাসী।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার কফিনে শেষ পেরেক

ড: নারায়ণ চক্রবর্তী

রাজ্যের শিক্ষায় দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন ধীরে ধীরে ঢুকলেও গত কয়েক বছরে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাটাই ভেঙে পড়েছে জ্জ আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থা ত্রিস্তরীয় । প্রাথমিক বা বুনিয়াদী, মাধ্যমিক, ও উচ্চশিক্ষা যা সাধারণ ও কারিগরী প্রযুক্তি । এর প্রতিটি বিভাগই বিশেষজ্ঞ দ্বারা পরিচালন করার কথা । কিন্তু আশির দশক থেকে যে শিক্ষাঙ্গনে নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক আনুগত্য যোগ্যতার মাপকাটি হতে শুরু করে তা গত নয় দশ বছরে এই আনুগত্যের বহর শুধু যে বৃদ্ধি করিয়েছে তা নয়, যোগ্যতার যে মাপকাটি বিশ্বজনীন তাও আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। ফলে, অকর্মণ্যতা ও দুর্নীতি শিক্ষাবিভাগে রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে । এতে একদলীয় আনুগত্যপূর্ণ, ''অনুপ্রেরণা'' নামক গণতন্ত্রে মন্ত্রী-সান্ত্রী সহযোগে সাধারণ সময়ে চলে যাচ্ছিল । কিন্তু বাদ সাধলো ''করোনা'' অতিমারী । এর প্রকোপে যে দেশব্যাপী লকডাউন শুরু হলো তাতে প্রথমেই শিক্ষাঙ্গন স্তব্ধ হলো । তারপর শিক্ষার প্রবহমান ধারাকে সচল রাখার চেষ্টা করার মতো যোগ্য কোন কান্ডারী না থাকায় আমাদের রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার হাল দাঁড়ালো ঝঞ্জাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রে মাস্তুলভাঙ্গা জাহাজের মত । প্রথমে আসা যাক স্কুল শিক্ষায় । ক্যাডরায়ান ও আনুগত্যয়ন এই দুইয়ের প্রভাবে গত চল্লিশবৎসরাধিক কালে সরকারী ও সরকারপোষিত স্কুলগুলির উৎকর্ষতা নষ্ট হওয়ার পেছনে সরকারী দলের মদত অনেকাংশে দায়ী । সঙ্গে শিক্ষাদান একটি পণ্যে পরিণত হওয়ার কারণে প্রাইভেট স্কুলগুলির রমরমা এই সময়েই শুরু হয় । গত চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছরে মুড়ি মুড়কির মত ''ইংলিশ মিডিয়াম'' প্রাইভেট স্কুল গজিয়ে উঠেছে জ্জ সরকারী স্কুলের দৈন্যদশা ও অনুশাসন হীনতার পাশাপাশি এইসব স্কুলগুলির চকচকে চেহারা ও ডিসিপ্লিন অভিভাবকদের আকর্ষণ করতে শুরু করে । ধীরে ধীরে এইসব স্কুলে শুধু উচ্চমধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তই নয়, এমনকি নিম্নবিত্তরাও তাদের সন্তানদের ভর্তি করতে শুরু করলেন । নিচু ক্লাসে ইংরেজি শিক্ষা বন্ধ করে সরকারী স্কুলের যে গঙ্গাজলি যাত্রা বামফ্রন্ট সরকার শুরু করেছিল, বর্তমান সরকারের আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্য ও দুর্নীতি তার কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দিলো।

এইসব প্রাইভেট স্কুলগুলি ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের সাথে অপ্রকাশিতব্য কারণে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলে । অত্যন্ত কম মাইনে দিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ করে । সঙ্গে এদের টাকা আদায়ের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগে বীতশ্রদ্ধ অভিভাবকেরা এতো সব মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল উপযুক্ত বিকল্প না থাকার কারণে । তারপর করোনা ও লকডাউনের সময়ে স্কুলগুলি অনলাইন শিক্ষা শুরু করলো । এই প্রক্রিয়া একটি হাস্যকর রকমের বিরক্তি উৎপন্ন করলো । যে শিশুরা ইন্টারনেট কি জানেনা তাদের ওয়েবিনারে পড়ানো শুরু হলো । ফল, বাড়িতে অভিভাবকরা ওয়েবিনার থেকে বাচ্চাদের পড়া জেনে নিয়ে তাদের চিরাচরিত পদ্ধতিতে সেই পড়া প্রস্তুত করতে লাগলেন । একটু উঁচু ক্লাসের ছাত্ররা নিজেরা এ কাজ করতে পারলেও তা ক্লাসরুম শিক্ষার সফল পরিপূরক নয় । এর জন্য ইন্টারনেটের খরচ বাড়লো। তাছাড়া ইন্টারনেট সমস্যাও সাংঘাতিক । তারপর এলো স্কুলের ফিস বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পিত লুট । কিভাবে ? প্রথমে ডেভেলপমেন্ট ফির নামে বাৎসরিক বা মাসিক টাকা - কার ডেভেলপমেন্ট কেউ জানে না । একটা মোটা টাকা অ্যানুয়াল ফী - এটা কিসে লাগে ? সঙ্গে টিউশন ফী, লাইব্রেরি ফী, ল্যাবরেটরি ফী ইত্যাদি জ্জ সাকুল্যে বেশ মোটা টাকা । শিক্ষা যখন বাণিজ্যিক, সরকারের এক্তিয়ার আছে এর ব্যাখ্যা চাওয়ার । কোন অলিখিত কালো চুক্তির কারণে সরকার তা করে না । এতদিন এতে বিশেষ আপত্তি না থাকলেও এখন করোনা লকডাউন পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের জীবিকায় টান পড়েছে । ফলে, নিজেদের রোজগার কোমর পর এই বকলমে ''লুট'' এর বিরুদ্ধে দিকে দিকে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে । স্কুল কতৃর্পক্ষ একটি ক্ষেত্রেও তাদের এই ফী নেয়ার সপক্ষে কোন যুক্তি দেখতে পারেনি । পক্ষান্তরে, অভিভাবকরা সঠিক যুক্তিতে বলেছেন, স্কুল বন্ধ তো মেইনটেনেন্স ফী, লাইব্রেরি ফী ইত্যাদি কেন থাকবে ? পশ্চিমবঙ্গের এমন কোন প্রাইভেট স্কুল জানা নেই যারা অ্যানুয়াল ফী ও ডেভেলপমেন্ট ফির সঠিক ব্যাখ্যা ও সঠিক হিসেব জানিয়েছেন।

করোনা পরিস্থিতে অন্যান্য রাজ্যে এমন ফী নেয়া সরকারী আদেশে বন্ধ হলেও আমাদের রাজ্যে তার কোন সফল ইঙ্গিত নেই । স্কুলের ফী চাইলেও বহু প্রাইভেট স্কুল তাদের স্টাফ এবং টিচারদের মাইনে কমিয়ে দিচ্ছেন । এই শিক্ষকদের আর্থিক দুর্বলতার সুযোগে এদের উপর অত্যাচারের প্রতিকার তো দূরের কথা, সরকার নীরব থেকে এই শিক্ষা মাফিয়াদের পরোক্ষে সমর্থন যুগিয়ে চলেছেন । এবার আসি পরীক্ষা প্রসঙ্গে । সরকারের ভূমিকা দেখে বিংশ শতাব্দীর চলচিত্রের নামকরা কয়েকজন কমেডিয়ানকে মনে পরে যায় - যারা সবকিছুতেই চটজলদি সিদ্ধান্ত নিতো আবার সঙ্গে সঙ্গে তা পরিবর্তন করতো । আসলে কিছুই জানতো না বলে কিছুই করতো না । বারবার ভার্চুয়াল, সেমী-ভার্চুয়াল, নন-ভার্চুয়াল মিটিং, সিদ্ধান্ত চলতেই থাকে - সিদ্ধান্ত পাল্টাতেই থাকে । উচ্চ মাধ্যমিকের যে পরীক্ষাগুলো হয়নি তার তারিখ অনেক টালবাহানার পর ঘোষিত হলো । কিন্তু লকডাউন মেনে কিভাবে তা সম্ভব তার কোন পরিষ্কার পরিকল্পনার ব্যাখ্যা পাওয়া গেল না । অতঃপর পরীক্ষা বাতিল হল। পরীক্ষার গড় নম্বর প্রকাশের পর দেখা গেল ভাষা বিষয়েও বহু ছাত্র পুরো নম্বর পেয়েছে! শিক্ষাঙ্গনে প্রশাসনিক সিদ্ধান্তহীনতায় ক্ষতিগ্রস্থ সমাজ । ছাত্ররা হতাশাগ্রস্থ । অভিভাবকরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় । সবশেষে আসি উচশিক্ষায় সেখানে অবস্থা আরো ডামাডোলের । ডিগ্রী কলেজ, পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজ এবং তাদের দুই কন্টোলার - উচশিক্ষা দপ্তর ও বিশ্ববিদ্যালয় । বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার এখন পরপর সরকারী আদেশবলে পুরোপুরি অস্তমিত । উপাচার্যরা উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী ও সচিবের আজ্ঞাবহ ভৃত্যমাত্র । তারা রাজনৈতিক অঙ্গুলি হেলনে চালিত হন জ্জ এর সবচেয়ে বোরো কারণ উপাচার্য চয়নে রাজনৈতিক, দলীয় আনুগত্যে শুধু প্রাধান্যই পায়না, একমাত্র বিচার্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে । লকডাউনের এই কঠিন সময়ে যখন যোগ্য প্রশাসক ও আমলার প্রয়োজন তখন উপাচার্যবৃন্দ তাদের ইউনিয়ন গঠন করে মন্ত্রী ও দলীয় নেতাদের তোষণে ব্যস্ত - সিদ্ধান্তগ্রহনের সিদ্ধান্তহীনতায় উচ্চশিক্ষায় ডামাডোলের এটি একটি প্রধান কারণ । কেন্দ্রীয় বোর্ড তাদের বোর্ড পরীক্ষার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে তা কার্যকর করলেও রাজ্য একেক বার একেক রকম নির্দেশ জারি করছে । এখন প্রায় সব উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে পরীক্ষার CBCS সিস্টেম চালু আছে । এতে teaching hour কমানোর বিশেষ সুযোগ নেই । CBCS এ ১৫ ু ও non-CBCS এ ২০ ু র বেশি সময় কমানোর সুযোগ নেই । টেকনিকাল বিষয়গুলিতে lab - hours G workshop - hours আছে । অপরিকল্পিতভাবে লকডাউনে সবজায়গা খোলা থাকলেও সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠদান স্থগিত শুধু অনলাইন ক্লাস চলছে জ্জ কারিগরী শিক্ষা, চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন ও নথত্ন - ত্নথন্ত্রত্ম বিষয়গুলির ক্লাসের ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি কি তা জানার সৌভাগ্য রাজ্যবাসীর এখনো হয়নি জ্জ জানা যায়নি সরকারের অধীনে কর্মরত উপাচার্যদের মতামতও জ্জ তাদের ইউনিওনের নেতা বলেছেন সরকার টাকা দেন তাই তারা সরকারের রাজনৈতিক নেতাদের মেনে চলবেন জ্জ আচার্য এখনো ঠুঁটো জগন্নাথ জ্জ শুধু ''মাননীয়া'' ও তার ''চাকর বাকররা'' কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা দিলেও তা মানবেন না জ্জ শিক্ষা সম্পর্কে এই সরকারের মনোভাব তখনি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যখন বিভাগীয় মন্ত্রীমহোদয় ঔদ্ধত্যের সাথে বলেন ''আমরা টাকা দিই তাই ওরা (শিক্ষকরা) আমাদের কথা শুনতে বাধ্য'' । সেইদিনই বোঝা গিয়েছে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থা এ রাজ্যে অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিতদের ক্রীড়নক মাত্র জ্জ এখানে একজন স্কুলের গন্ডি না পেরোনো নেতা শিক্ষিকার গায়ে জলের জগ ছুড়ে মারেন । তার শাস্তি দূরের কথা, শিক্ষামন্ত্রীর আশেপাশে তার উপস্থিতিই বেশি চোখে পরে জ্জ কলেজে ভর্তির সময় প্রিন্সিপাল হেনস্তা যে শাসকের মদতে ভর্তি দুর্নীতি চালানোর একটা অঙ্গ আর এর কুশীলব শাসক আশ্রিত একশ্রেণীর সমাজবিরোধী যারা শাসকদলের ছাত্র সংসদের ''নেতা'' তা ভুক্তোভোগীমাত্রই হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন।

পশ্চিমবঙ্গে গত প্রায় কুড়ি বছর ধরে অপরিকল্পিত ভাবে প্রচুর প্রাইভেট শিক্ষা সংস্থা - বিদ্যালয়, কলেজ, কারিগরী শিক্ষা ও বিশ্ববিদ্যালয় সকল স্তরে গড়ে উঠেছে । এদেরকে সরকারী-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বীকৃতি ও দেয়া হচ্ছে । AICTE ও NAAC এবং UGC ইন্সপেকশন এর সময় কিভাবে এরা accredition পায় তাও স্বচ্ছ নয় জ্জ এদের অনেকেরই infrastructure এর দৈন্যদশা, এদের শিক্ষকদের মধ্যে যোগ্যতার ফারাক বিস্তর, সরকার বা UGC নির্ধারিত বেশির ভাগ শিক্ষকই পাননা । শিক্ষকদের বেতন অনিয়মিত, চাকুরীর কোন স্থিরতা নেই । কিন্তু বিপুল অর্থের বিনিময়ে ছাত্র ভর্তি অব্যাহত । এদের বেশিরভাগই ডিগ্রী বিক্রির আইনি প্রতিষ্ঠান । সরকারের প্রত্যক্ষ মদত ছাড়া এগুলো চলতে পারেনা । যদি এদের মানোন্নয়নে সরকারের বিন্দুমাত্র আগ্রহ থাকতো তবে সরকারী হস্তক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী ছিল । সত্যি কথা বলতে কি, কোন শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধু অনলাইন শিক্ষাদান সম্পূর্ণ শিক্ষা হতে পারেনা । এতে শিক্ষা- প্যাকেজ বিপণন হতে পারে কিন্তু শিক্ষার মানোন্নয়ন দূরের কথা - মান ধরে রাখাও সম্ভব নয় । হাসপাতাল খোলা, আউটডোর চলছে । চিকিৎসক, ডাক্তাররাও আসছেন । শুধু ছাত্রদের ক্লাস বন্ধ । এই শিক্ষাবর্ষে কিভাবে শিক্ষা ক্যালেন্ডার শেষ করবেন সে সম্বন্ধে উপাচার্যদের কাছ থেকে কোন স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়নি জ্জ যদি অনিশ্চয়তার দোহাই দিয়ে তাদের সবকিছু বন্ধ রাখার কথা মানতে হয়, তখনও অনেক প্রশ্ন রয়ে যাবে জ্জ আমাদের রাজ্যের পড়ুয়াদের আর্থসামাজিক অবস্থা ও ইন্টারনেট সিগনালের অনিশ্চয়তার কথা মাথায় রেখে পাশ্চাত্য দুনিয়ার ১০০ ু নেট নির্ভর কোর্স করতে যাওয়া বালখিল্য মূর্খামি মাত্র । পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাটাই অবিন্যস্ত হয়ে পড়েছে জ্জ এমনকি Higher Education Council যা ডওঙ্খ র বয়ানে একটি স্বশাসিত সংস্থা, সেটিরও মাথায় মন্ত্রীমহোদয় তার সচিব ও আরো non - academic অভিজ্ঞতাহীন মানুষজন বসে আছেন জ্জ

এই অপরিণামদর্শী, যোগ্যতাহীন চাটুকারীর দল রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থার গঙ্গাজলি যাত্রা সম্পূর্ণ করার পথে জ্জ এই শিক্ষাব্যবস্থার পুনরুজ্জীবনের জন্য সর্বস্তরে আমূল সংস্কার প্রয়োজন জ্জ এই মুহূর্তে তা গ্রহণ করার আগ্রহ আছে কি ? পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার মানকে একসময় দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা অনুসরণ করত। এখন এই রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা অন্যদের কাছে হাসির ও করুণার উদ্রেক করে। শিক্ষার মানের পুনরুজ্জীবনের প্রথম ও প্রধান শর্ত রাজনীতি মুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা।

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক

জিডিপি গিয়েছে রসাতলে আর ভগবান নিদ্রায়

শুভঙ্কর দাস

করোনা সংকট এবং পূর্ব লাদাখে চিনা আগ্রাসনের মধ্যেই জিডিপির -২৩.৯ শতাংশের পতন নিয়ে উদ্বিগ্ন জনগণ।চলতি আর্থিক বর্ষে প্রথম ত্রৈমাসিক জিডিপির হার নেমে দাঁড়িয়েছে ---২৩.৯ শতাংশে। কৃষি বাদে দেশের বিভিন্ন আর্থিক ক্ষেত্রেও পতন লক্ষ্য করা গিয়েছে।শিল্পক্ষেত্রে পতন হয়েছে -৩৮.১ শতাংশ, উৎপাদনে পতনের হার নেমে দাঁড়িয়েছে -৩৯.৩ শতাংশ, পরিষেবা ক্ষেত্রে পতন -২০.৬ শতাংশ। বাণিজ্য এবং হোটেল শিল্পে আরো ভয়াবহ। সেখানে পতনের হার -৪৭ শতাংশ।শুধুমাত্র কৃষিতে ৩.৪ শতাংশ।

দেশের এই বেহাল আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে কংগ্রেস। ইতিমধ্যেই রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বডরার মত নেতা নেত্রীরা নিজেদের টুইট বার্তায় দেশের বেহাল আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে সরব হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য্য জানিয়েছেন, বিমুদ্রাকরণের কারণে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।দেশের অর্থনীতি ভয়ানক ধ্বংসাত্বক পর্যায়ে রয়েছে। ভ্রান্ত কেন্দ্রীয় নীতি এবং অব্যবস্থা তার সঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণ পণ্য উৎপাদন না করার জন্যই এই ব্যর্থতা শিকার দেশ। আর্থিক গতিবিধি কমে আসায় একটা বড় কারণ।চাহিদা রয়েছে কিন্তু পণ্যের উৎপাদন নেই।প্রশাসন উৎপাদনের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি।সেই কারণে এই আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছে।

জিডিপির এই মাত্রাতিরিক্ত পতন শুধুমাত্র ভারতের নয় বিশ্বের একাধিক উন্নত দেশগুলিকেও আক্রান্ত করেছে।ব্রিটেনে জিডিপির পতন হয়েছে -২০.৪ শতাংশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে -৯.৫ শতাংশ, জাপানে -৭.৬ শতাংশ, ইতালিতে -১২.৪ শতাংশ।বিশ্ব অর্থনীতির এই বিপর্যয়ের দিকে আলোকপাত করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিজেপি সহসভাপতি রীতেশ তিওয়ারি জানিয়েছেন, এমন পরিস্থিতি একমাত্র ভারতে শুধুমাত্র ভারতে নয় গোটা বিশ্বই এই কঠিনতম আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে চলেছে।অতিমারির (প্যানডেমিক) কথাটার অর্থ যদি কংগ্রেস জানত তবে তারা এই ভাবে বিরোধিতা করত না।জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে নিজেদের অভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্য নোংরা রাজনীতি করে চলেছে কংগ্রেস। জিডিপির আকারের সমান কত শতাংশ ঋণ সরকারের কাছে রয়েছে তাকে ডেপথ টু জিডিপি বলা হয়। এখানে ঋণের পরিমাণ যদি বেড়ে যায় তবে তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে বাধ্য। জিডিপির আকারে যদি ঘাটতি দেখা দেয় তবে সেই আনুপাতিক হারে ঋণ বেড়ে যাবে। আগের নেওয়ার ঋণ বেড়ে যাবে।বিশ্বব্যাংকের এক রিপোর্ট অনুযায়ী জিডিপির আকারের ৭৭ শতাংশ যদি ঋণের ওপর নির্ভরশীল হয় তবে আর্থিক বৃদ্ধি শ্লথ হতে শুরু করে।এরপর থেকে যত ঋণ নেওয়া হবে ততবেশি জিডিপির অনুপাতে আর্থিক বৃদ্ধি ১. ৭ শতাংশ করে কমতে শুরু করবে।২০২০-২১ অর্থ বর্ষে ভারতীয় স্টেট ব্যাংকের জুলাইয়ের রিপোর্ট অনুযায়ী জিডিপি অনুপাতে ঋণের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৭.৬ শতাংশ।ফলে সহজেই অনুমেয় দেশের আর্থিক পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ পর্যায়ে রয়েছে।এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতির প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান অজিতাভ রায়চৌধুরী জানিয়েছেন, দেশ দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার পর্যায়ে নেই। কারণ ভারতের অর্থনৈতিক আয়তন অনেক বেশি বৃহৎ। দেশের অর্থনীতিকে পুনরায় চাঙ্গা করতে হলে অভ্যন্তরীণ গতিশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে।মানুষের মধ্যে অনিশ্চয়তার উৎকণ্ঠা তৈরি হয়েছে।আজ খরচ করলে কাল কি হবে।নিজের আয় বা মাইনে নিয়ে ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত বলে মনে করছে মানুষ। তাই ক্রয় ক্ষমতা অনেক কমে গিয়েছে।মানুষের হাতে টাকা দিলেই যে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই।স্বল্প সুদের বিনিময়ে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে ঋণের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে।এমনকি বাড়ি-গাড়ি তে স্বল্প সুদের বিনিময় ঋণ দেওয়া হচ্ছে।তবুও অনিশ্চয়তার মেঘ কাটছে না।ফলে নীতিনির্ধারকদের উচিত দেশের পরিকাঠামোগত উন্নয়নে বেশি মনোনিবেশ করা। বিদেশি বিনিয়োগ শুধুমাত্র শেয়ার মার্কেটে নয়। সর্বস্তরে এই বিনিয়োগকে নিয়ে যেতে হবে। সর্বোপরি কর্মসংস্থান তৈরি করতে হবে। কি করে মানুষ কাজ পায় তা নিয়ে ভাবতে হবে।উৎপাদনশীলতাকে বাড়াতে হবে। তা না হলে অর্থনীতির চাকা ঘুরবে না। শ্রীরামপুর কলেজের অর্থনীতির অধ্যাপক দিব্যেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, দেশের এই নেতিবাচক পতনে অবাক হওয়ার কিছু নেই।এমনটা হওয়ারই ছিল। যে সময়ের জিডিপি প্রকাশ করা হয়েছে সেই সময় লকডাউনের জেরে কারখানা উৎপাদন সহ আর্থিক গতিবিধি সমস্ত কিছু স্তব্ধ ছিল। ফলে আগের পর্যায়ে যেতে সময় লাগবে।কোন সচল বস্তু দুম করে বন্ধ হয়ে গেলে যা পরিণতি হয় এ ক্ষেত্রে তাই হয়েছে।শুধু পণ্য আমদানি-রপ্তানি নয় এর পাশাপাশি অর্থনীতির মূল উপাদান শ্রমজীবী মানুষের পর্যাপ্ত পরিমাণে অভাব রয়েছে। ট্রেনের চাকা ঘুরলে এই অভাব দূরীভূত হবে।ভারতের বর্তমান অবস্থা দেউলিয়া নয়।মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রেট ডিপ্রেশন এবং জাপানে এটম বোমা বিস্ফোরণের পরেও এই দুই দেশ আর্থিকভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। নেগেটিভ থেকে জিরোতে নিয়ে যেতে হবে।দুই বছরেরও বেশি সময় লাগবে আগের জায়গায় পৌঁছতে।

দেশের জিডিপি যে এমন পর্যায়ে যাবে তার আভাস সম্ভবত জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে দিয়েছিলেন নির্মলা সীতারমণ।দৈব ইচ্ছার জন্যই এমনটা হচ্ছে বলে জানিয়েছিলেন তিনি। এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা নরেন চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তার থেকে বাস্তব পরিস্থিতি আরো খারাপ জায়গায় রয়েছে। বহু মানুষ কর্মহীন হতে চলেছে। ট্রেনের চাকা সচল হলেও কর্মহীন হয়ে পড়বে বহু মানুষ।এমনকি তারা বকেয়া মাইনে পাবে কিনা সন্দেহ রয়েছে।পরিষেবা এবং উৎপাদন শিল্পে ধস নামবে।মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিম্নবিত্ত পরিণত হবে।আসলে করোনা এবং অর্থনৈতিক বেহাল দশা নিয়ে কোন অকাট্য নীতি নির্ধারণ করতে পারেনি সরকার। পিএম কেয়ার ফান্ডে এমন আর্থিক পরিস্থিতির মধ্যেও বিপুল পরিমাণ অর্থ জমা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি জানিয়েছেন, যারা অর্থ দান করেছে তাদের নাম প্রকাশে আনা হোক। গোটা পরিস্থিতি নিয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, করোনা সংকটের আগে থেকেই দেশের অর্থনীতির ঝিমিয়ে ছিল। ফলে এখানে অস্বাভাবিকত্ব এর কিছু নেই।মহামারীর মত পরিস্থিতি দেখা দিলে জনবহুল রাষ্ট্র অর্থনীতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব অনেক বেশি পড়ে । উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে ভারত।যেখানে জনসংখ্যা কম সেখানে অর্থনীতির ওপর নেতিবাচক চাপ কম পড়বে।কিন্তু এর মধ্যেও দেশের কৃষি ব্যবস্থা আশার আলো দেখিয়েছে।এবছর ভাল বৃষ্টিপাতের ফলে আমন চাষের ফলন অতিরিক্ত জমিতে ৮ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।দেশবাসীর না খেতে পেয়ে মারা যাবে না। কিন্তু আর্থিক পরিস্থিতি পুনরুদ্ধার করতে দুই বছরেরও বেশি সময় লাগবে। পিএম কেয়ার ফান্ড সম্পর্কে বিশ্বনাথ বাবু জানিয়েছেন, বহু দাতাই এমন রয়েছেন যারা নিজেদের আদর্শ এবং মূল্যবোধের কারণে নাম প্রকাশ্যে আনতে চায় না।তাদের সেই ইচ্ছাটা সম্মান করা উচিত।অন্যদিকে কংগ্রেস যেটা দাবি করেছে সেখানেও যুক্তি রয়েছে। প্রশাসনের উচিত কোন কোন রাজ্য থেকে পিএম কেয়ার ফান্ডে কত শতাংশ অর্থ জমা পড়েছে তার হিসেব প্রকাশ্যে আনা।প্রশাসনের স্বচ্ছতা যত বেশি প্রকট হবে ততো বেশি ভালো প্রশাসনিক পরিষেবা পাওয়া যাবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতি আস্থাশীল থাকার কারণে বহু সাধারণ মানুষ পিএম কেয়ার ফান্ডে আর্থিক সাহায্য করেছেন।প্রসঙ্গত জিডিপি পতনের আগের থেকে দেশের অর্থনীতি নিয়ে বহুবার সরব হয়েছে প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস।

গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক তথ্য প্রকাশের না আনার জন্য কেন্দ্রের বিরুদ্ধে বারংবার সরব হয়েছে তারা। ৪৫ বছরের সর্বোচ্চ বেকারত্বের হার নিয়েও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছিল দেশের রাজনীতিতে।অন্যদিকে মেক ইন ইন্ডিয়া, আত্মনির্ভর ভারত যে দেশের অর্থনীতিকে উন্নতির জায়গায় নিয়ে যেতে ব্যর্থ হয়েছে তারও পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে।প্রশ্ন উঠছে বিমুদ্রাকরণ নিয়েও।এমন পরিস্থিতিতে নীতি নির্ধারকদের অর্থনীতির হাল ধরতে হবে।ভগবানের সেখানে কোনো ভূমিকা নেই।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শান্তিরবাজারে তপশীলি জাতি মোর্চা উদ্যোগে রক্তদান শিবির। শুক্রবার ছবি- নিজস্ব।

শিক্ষাঋণ পাবেন অসমের শিক্ষার্থীরা, সরকারি সাহায্য পাবেন আট লক্ষ চা শ্রমিক, ঘোষণা অর্থমন্ত্রী হিমন্তের

গুয়াহাটি, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সরকারি সাহায্য এবং আবারও শিক্ষা ঋণ পাবেন অসমের শিক্ষার্থীরা। এছাড়া ফের সরকারি আর্থিক সহায়তা পাবেন রাজ্যের আট লক্ষাধিক চা-শ্রমিক। ঘোষণা করেছেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। মন্ত্রী জানান, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে শিক্ষার্থীদের জনেয পুনরায় ঋণ প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু করেছে রাজ্য সরকার।

শুক্রবার দিশপুরে জনতা ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে অর্থ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা জানান, কোনও ছাত্রছাত্রী শিক্ষার জন্য ঋণে টাকা নিলে সরকার ৫০ হাজার টাকা ভরতুকি দেবে। ইতিমধ্যে ১,৫৪৫ জন সুবিধাভোগী ঋণ নিয়ে এই সাহায্য পেয়েছেন। গত বছর এই প্রকল্পের সূচনা করা হলেও কোভিড অতিমারির জন্য চলতি বছরে প্রকল্পের কার্যসূচি শুরু করা যায়নি বলেও জানান মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

তিনি জানান, ইতিমধ্যে পূর্ববর্তী ৫,৫৪৭টি অনুমোদিত আবেদন রাজ্য সরকারের হাতে আছে। আরও জানান, যে সব শিক্ষার্থী আগে আবেদন করতে পারেননি তাঁরা ন্দ্রন্দ্রন্দ্র.খন্ন্দ্খদ্ধুদ্রখদ্রত্বত্রনদ্রখদ্রন্স্থদ্র ওয়েবসাইটে উপলব্ধ সংশ্লিষ্ট ফর্ম পূরণ করতে পারবেন। এছাড়া আগে যাঁরা আবেদন করতে পারেননি তাঁরাও প্রত্যেকে ৫০ হাজার টাকা সরকারি ভরতুকির সুযোগ পাবেন।

এ বছরের বাজেটে এই প্রকল্পের জন্য ২৫ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। মন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ৭ অক্টোবর থেকে ১০ অক্টোবরের মধ্যে এই প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ রিলিজ করে দেওয়া হবে। নতুন করে আবেদনকারী প্রার্থীদের ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে আবেদন করতে হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী ড় শর্মা।

এদিকে, চা বাগানের শ্রমিকদের জন্য বিশেষ প্রকল্প পুনরায় সূচনা করা হয়েছে বলে জানান অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব। তিনি আরও বলেন, এই প্রকল্পটি হচ্ছে ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের চা বাগানের ধন পুরস্কার মেলা প্রকল্প। ২০১৭-১৮ সালে ৬ লক্ষ ৩৩ হাজার ৪১১ জন চা শ্রমিকের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছিল। প্রতিটি অ্যাকাউন্টে আড়াই হাজার টাকা করে প্রদান করেছিল সরকার। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে ৭,১৫,৯৭৯ জন পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল চা বাগানে অ্যাকাউন্টধারী শ্রমিকের সংখ্যা। তখনও একইভাবে আড়াই হাজার টাকা জমা হয়েছে। ২০১৯-২০ সালে এই প্রকল্পের কাজকর্ম হয়নি বলেও জানান মন্ত্রী। জানান, ২০২০-২১ অর্থ বছরে ৩ হাজার টাকা পর্যন্ত ওই সকল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সংখ্যা ৭,১৫,৯৭৯ থেকে ৮ লক্ষ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে ১০০ শতাংশ চা শ্রমিকে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলার লক্ষ্য রাখা হয়েছে। এ বছর ধন পুরস্কার মেলা প্রকল্পের জন্য ২৫০ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরের ১৫ নভেম্বরের মধ্যে এই টাকা চা শ্রমিকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা হবে বলেও জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

অসমে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বেশ কয়েকজন নেতা কোভিডে আক্রান্ত, এবার সংক্রমিত সাংসদ দিলীপ

গুয়াহাটি, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সহ রাজ্যের বিজেপি, কংগ্রেস, অগপ সমেত অন্যান্য রাজনৈতিক দলের বেশ কয়েকজন নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী অতিমারি কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। এবার অতিমারি করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন মঙ্গলদৈয়ের সাংসদ বিজেপি নেতা দিলীপ শইকিয়া। গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তিনি সোয়াবের নমুনা পরীক্ষা করাতে দিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার রাতে প্রকাশিত রিপোর্টে তাঁর শরীরে কোভিড পজিটিভ ধরা পড়েছে।

টুইট বার্তায় তিনি নিজেই এ কথা জানিয়েছেন। এই কয়দিন তাঁর সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তাঁদের সবাইকে আইসোলেশনে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন সাংসদ শইকিয়া। এদিকে বিজেপির আরেকজন, যোরহাটের সাংসদ তপন কুমার গগৈও বুধবার রাতে কোভিড-এ আক্রান্ত হয়েছেন। এর আগে বিজেপির রাজসভার সদস্য কামাখ্যাপ্রসাদ তাসাও কোভিড-১৯-এ আক্রান্ত হয়েছিলেন। রাজ্যের বিজেপি মন্ত্রিসভার পার্বত্য উন্নয়ন মন্ত্রী সুম রংহাংও কোভিডে আক্রান্ত।

এদিকে বিজেপি সরকারের শরিক দল অগপ-র বরিষ্ঠ নেতা তথা তেজপুরের বিধায়ক বৃন্দাবন গোস্বামী এবং তাঁর স্ত্রী কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। বর্তমানে তাঁরা গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ইতিমধ্যেই রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ সমেত ২৫ জন বিধায়ক কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। তবে বর্তমানে তরুণ গগৈয়ের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গেছে। কোভিড আক্রান্ত ২৫ জন বিধায়কের মধ্যে ১৩ জনই বিজেপির, ৩ জন কংগ্রেসের, অগপ-র ৪ জন, এআইইউডিএফ-এর ৩ জন বিপিএফ-এর একজন এবং একজন নির্দল বিধায়ক কোভিডে আক্রান্ত। এর আগে রাজ্যের নিখিল ভারত মহিলা কংগ্রেসের সভাপতি তথা শিলচরের প্রাক্তন সাংসদ সুস্মিতা দেবও কোভিডে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

গত ২৪ ঘণ্টায় শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আরও একজনের মৃত্যু

শিলচর (অসম), ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর মিছিল অব্যাহত রয়েছে বরাক উপত্যকায়। গত ২৪ ঘণ্টায় শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। সব মিলে এখন পর্যন্ত ১০৯ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে বরাক উপত্যকায়। তাঁদের মধ্যে ৪২ জন রোগীর মৃত্যুর কারণ করোনা বলে জানিয়েছে স্টেট ডেথ অডিট কমিটি।

শিলচর মেডিক্যাল কলেজের উপাধ্যক্ষ ডা ভাস্কর গুপ্ত সংবাদ মাধ্যমকে জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় শিলচর মেডিক্যাল কলেজে ১৪৩ জনকে স্ক্যান করা হয়েছে। ৯৫৪ জনের আরটি-পিসিআরের মাধ্যমে টেস্ট করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত আরটি-পিসিআর টেস্ট করা হয়েছে মোট ৮৯ হাজার ৬৬৪ জনের। গত ২৪ ঘণ্টায় ৯৭ টি স্যাম্পল পজিটিভ এসেছে। এছাড়া এই সময়কালে ভরতি হয়েছেন ১৬ জন রোগী। ডিসচার্জ করা হয়েছে ২২ জনকে। বর্তমানে শিলচর মেডিক্যাল কলেজের কোভিড ওয়ার্ডে ১৮১ জন রোগী রয়েছেন। আইসিইউতে ১৩ জন রোগী রয়েছেন। বর্তমানে ২ জন রোগী ভেন্টিলেশন সাপোর্টে আছেন। আইসিইউ এবং ওয়ার্ড মিলে ২২ জন রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক। ৫৪ জন রোগীকে অক্সিজেন দিয়ে রাখা হয়েছে। সর্বমোট ১,৬৭৮ জন কোভিড রোগী ভরতি হয়েছেন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। ১,৩৮৮ জনের ছুটি হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৭০ জন ডনার প্লাজমা দান করেছেন। ১৩২ রোগীকে এখন পর্যন্ত প্লাজমা দেওয়া হয়েছে।

পার্শ প্রতিক্রিয়া নেই রুশ টিকায়, দাবি বিশ্লেষকদের

মস্কো, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কোভিড সমস্যা সমাধানের পথে বড় সাফল্য পেল রাশিয়ার তৈরি ভ্যাক্সিন। প্রথম দফার পরীক্ষায় প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবীর শরীরে কোনও গুরুতর পার্শ প্রতিক্রিয়া ছাড়াই অ্যান্টিবডি গড়ে তুলতে সফল হয়েছে 'স্পুটনিক ৫,' বলছেন বিশ্লেষকরা। পাশাপাশি, মানবশরীরে উপস্থিত রোগ প্রতিরোধকারী 'টি সেল'-এও সাড়া জাগাতে সফল হয়েছে রুশ ভ্যাক্সিন।

জানা গিয়েছে, রাশিয়ার দুই হাসপাতালে আয়োজিত ভ্যাক্সিন ট্রায়ালে অংশগ্রহণ করেছিলেন ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়েসি ৭৬ জন স্বেচ্ছাসেবী। ট্রায়ালে ব্যবহার করা হয় দুই ভাবে বিভাজিত একটি ভ্যাক্সিন যাতে দুটি পৃথক অ্যাডিনোভাইরাস উপস্থিত ছিল। ভাইরাসগুলি আসলে সাধারণ সর্দি-কাশি সৃষ্টিকারী প্যাথোজেন, যার সাহায্যে মানবশরীরে প্যাথোজেনটি প্রবেশ করানো হয়।

গবেষকরা মৃদু ও মাঝারি মাত্রার করোনা ভাইরাস থেকে সেরে ওঠা মোট ৪,৮১৭ ব্যক্তির থেকে কনভ্যালেসেন্ট প্লাজমা সংগ্রহ করেন এবং ভ্যাক্সিন পরবর্তী প্রতিরোধ ক্ষমতার সঙ্গে মানুষের শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরোধ ক্ষমতা তুলনা করে দেখেন। দেখা গিয়েছে, ভ্যাক্সিনপ্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবকদের দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অন্যদের তুলনায় বেশি মাত্রায় উপস্থিত।

এদিকে, দ্বিতীয় দফার ট্রায়ালে প্রথমে ৪০ জন স্বেচ্ছাসেবককে বরফে জমানো ভ্যাক্সিন প্রয়োগ করা হয় এবং তার ২১ দিন পরে তাঁদের কয়েক জনকে ঠান্ডা করে শুকানো ভ্যাক্সিন দেওয়া হয়। দেখা গিয়েছে, দ্বিতীয় দফায় টিকা নেওয়া স্বেচ্ছাসেবকের শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা অন্যদের তুলনায় বেশি তৈরি হয়েছে। প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবীর শরীরে ভ্যাক্সিন প্রয়োগের ২৮ দিনের মধ্যে টি-সেল সাড়া দিয়েছে। উল্লেখ্য, কোভিড ভ্যাক্সিন আবিষ্কারের ঘোষণা করার পরে বিশ্বজুড়ে সমালোচিত হয়েছে রাশিয়া। সমালোচকরা দাবি করেন, যথাযথ পরীক্ষা না করেই বাজারে ভ্যাক্সিন ছাড়ার ফন্দি এঁটেছে মস্কো। এই সমালোচনার মুখে পড়ে তার ভ্যাক্সিনের জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির অপেক্ষায় রয়েছে রাশিয়া।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী করেছিলেন মুকুল রায়, পদ থেকেও সরাবেন তিনি : বিস্ফোরক কৈলাস বিজয়বর্গীয়

কলকাতা,৪ সেপ্টেম্বর (হি স):করোনা আবহের মাঝে রাজ্যে গণতন্ত্র নেই, গণতন্ত্র লুট হচ্ছে এই অভিযোগ তুলে শুক্রবার পথে নেমেছে বিজেপি। মেয়ো রোডে "গণতন্ত্র বাঁচাও" বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করছে বিজেপি। এরই মাঝে মুকুল রায়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ কৈলাস বিজয়বর্গীয়। "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী করেছিলেন মুকুল রায়, মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকেও তাঁকে সরাবেন মুকুল রায় "গণতন্ত্র বাঁচাও" বিক্ষোভ থেকে বিস্ফোরক বিজেপির রাজ্য পর্যবেক্ষক কৈলাস বিজয়বর্গীয়।

এই প্রসঙ্গে কৈলাস বিজয়বর্গীয় বলেন, "বাংলা রাজনীতির চাণক্য মুকুল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী করেছিলেন মুকুল রায়। মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকেও তাঁকে সরাবেন মুকুল রায়"। আজ শুক্রবার ৪ সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্য জুড়ে পালন হচ্ছে "গণতন্ত্র বাঁচাও" কর্মসূচি বিজেপির। রাজ্য জুড়ে ৮১ টি বিডিও অফিসের সামনে ধর্নায় বসেছে বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। এবার থেকে এই দিনটি "গণতন্ত্র বাঁচাও" দিবস হিসাবে পালন করবে। মেয়ো রোডেও বিজেপির "গণতন্ত্র বাঁচাও" বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করে বিজেপি। হিন্দুস্থান সমাচার/পায়েল/ কাকলি

অসমে শনি ও রবিবারের সাপ্তাহিক লকডাউন এবং নৈশ কার্ফিউ প্রত্যাহার

গুয়াহাটি, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আগামীকাল থেকে শনি ও রবিবারের সাপ্তাহিক লকডাউন প্রত্যাহার করেছে অসম সরকার। পাশাপাশি চলমান নৈশ কার্ফিউও প্রত্যাহর করা হয়েছে। শুক্রবার বিকেল ৩.৪১ মিনিটে তাঁর অফিশিয়াল টুইট আপডেটে সরকারি সিদ্ধান্তের এই খবর দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব কুমার সঞ্জয় কৃষ্ণ।

তবে রাজ্যের জনসাধরণকে কোভিড প্রটোকল সর্বতোপ্রকারে মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যসচিব কুমার সঞ্জয়। সমগ্র দেশে আনলক প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর অসমে করোনার প্রকোপ বাড়ছে দেখে সপ্তাহের প্রতি শনি ও রবিবার লকডাউন জারি করা হয়েছিল। সঙ্গে জারি করা হয়েছিল নৈশ সান্ধ্যআইন।

ডিমা হাসাওয়ে প্রথম করোনা-আক্রান্ত যুবতীর মৃত্যু

হাফলং (অসম), ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কোভিড-১৯-এ সংক্রমিত হয়ে প্রথম মৃত্যুর ঘটনা ঘটল ডিমা হাসাও জেলায়। ডিমা হাসাও জেলার শিল্পনগরী হিসেবে পরিচিত উমরাংসোর বাসিন্দা বছর ২৫-এর যুবতী সোনিয়া সাহার মৃত্যু ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে। গত ২৯ আগস্ট সোনিয়া সাহা নামের এই যুবতী দিল্লি থেকে উমরাংসো ফিরে আসার পর কোভিড টেস্ট হয়েছিল। টেস্টে সোনিয়ার দেহে কোভিড ১৯-এর উপস্থিতি ধরা পড়ে। ওই দিনই তাঁকে হাফলং সরকারি হাসপাতালে কোভিড ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়।

সোনিয়ার শরীরে প্রচণ্ড রক্তশূন্যতা ছিল। ফলে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকলে গত ১ সেপ্টেম্বর উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু ডাক্তারদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে নিয়তির কাছে হার মেনে বৃহস্পতিবার রাতে তরতাজা যুবতী সোনিয়া সাহা পরলোকে পাড়ি দেন।

উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের অধীনস্থ স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইএম স্যামুয়েল সাংসন জানান, ডিমা হাসাও জেলায় কোভিড ১৯-এ আক্রান্ত হয়ে এই প্রথম মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে।

এদিকে ডিমা হাসাও জেলার জেলাশাসক পল বরুয়া কোভিড১৯-এ আক্রান্ত হওয়ার পর তাঁর সরকারি বাসভবন সহ এর আশপাশ এলাকাকে কন্টেনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ওই এলাকায় স্বাস্থ্য ও জরুরিকালীন সেবার বাইরে কোনও লোকের আসা যাওয়া, যানবাহন চলাচল ও কন্টেনমেন্ট জোনে সভা সমিতির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে জেলা প্রশাসন। ডিমা হাসাও জেলায় প্রতিদিনই কোভিড১৯-এ আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে।

বিলাসীপাড়ায় পুলিশি অভিযানে উদ্ধার ১৩টি গবাদি পশু

ধুবড়ি (অসম), ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নিম্ন অসমের ধুবড়ি জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অব্যাহত গবাদি পশু পাচারের অবৈধ ব্যবসা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার রাতে ধুবড়ি জেলার অন্তর্গত বিলাসীপাড়ার বুক চিরে ধাবিত গৌরাং নদীতে বানিয়াপাড়া ছটপুজোর ঘাটে অভিযান চালায় পুলিশ। ওই অভিযানে ৬-টি গরু এবং ৭-টি মোষ মিলেয়ে পুলিশের অভিযানকারী দল মোট ১৩টি গবাদি পশু উদ্ধার করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, যন্ত্রচালিত নৌকায় করে গরু ও মহিষগুলি পাচারের চেষ্টা করছিল পাচারকারীরা। তবে পুলিশ গবাদি পশুগুলোকে উদ্ধার করতে সক্ষম হলেও চোরা কারবারের সঙ্গে জড়িত কাউকে এখন পর্যন্ত ধরতে পারেনি। বিলাসীপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার জানান, নৌকাটিতে চারজন পাচারকারী ছিল। কিন্তু রাতে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে তারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, ধুবড়িতে পুলিশের কড়া অভিযানের পরও জেলায় এখন অবধি গবাদি পশু পাচারের অবৈধ ব্যবসা বন্ধ করা যায়নি। গত প্রায় দু মাসে ধুবড়ির ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে হাজারের বেশি গরু, মহিষ এবং নানা ধরনের নেশাদ্রব্য উদ্ধার করেছে পুলিশ ও বিএসএফ।

শরীরে জ্বর, ফের হাসপাতালে ভর্তি ডি কে শিবকুমার

বেঙ্গালুরু, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কোভিড-১৯ ভাইরাসকে ইতিমধ্যেই পরাজিত করেছেন, কিন্তু ফের শরীরে জ্বর। শরীরে জ্বর থাকায় বেঙ্গালুরুর জয়ানগরের একটি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন কর্ণাটক কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি ডি কে শিবকুমার। শুক্রবার ডি কে শিবকুমার নিজেই জানিয়েছেন, শরীরে জ্বর থাকায় বেঙ্গালুরুর জয়ানগরের বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি।

গত ২৫ আগস্ট ডি কে শিবকুমার নিজেই জানিয়েছিলেন, তিনি কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন। এরপর ভর্তি হন বেঙ্গালুরুর একটি বেসরকারি হাসপাতালে (সুগুনা হাসপাতাল)। চিকিৎসার পর করোনা-মুক্ত হয়েছিলেন ডি কে শিবকুমার। কিন্তু, শরীরে জ্বর থাকায় ফের হাসপাতালে ভর্তি হলেন তিনি।

পুদুচেরিতে মৃত্যু বেড়ে ২৮০, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে করোনা-সংক্রমিত ১৬,১৭২

পুদুচেরি, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পুদুচেরিতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হল আরও ২০ জনের। এছাড়াও এক ধাক্কায় রাজ্যে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৫৯১ জন। ফলে পুদুচেরিতে করোনায় মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২৮০ এবং ১৬,১৭২। ১৬ হাজার ১৭২ জনের মধ্যে ইতিমধ্যেই ১০,৬৭৪ জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

পুদুচেরির স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার সকাল দশটা পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ২০ জনের এবং আক্রান্ত হয়েছেন ৫৯১ জন, এই সময়ে সুস্থ হয়েছেন ৩৯৫ জন। পুদুচেরিতে এখনও পর্যন্ত ৮০, ২০১টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে, তার মধ্যে ৬২,৬৫৪টি নেগেটিভ।

পুলিশ দিবস উপলক্ষে এবার গান লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর (হি স): করোনা সংক্রমনের হাত থেকে শহরবাসীকে বাঁচাতে ক্রমাগত লড়ে চলেছে পুলিশ। করোনাকে ভয় না পেয়ে নিজের জীবন বাজি রেখে শহরবাসীর সেবায় রত পুলিশ। আর তাই পুলিশকর্মীদের শ্রদ্ধা জানাতে পুলিশ দিবসের ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবার পুলিশ দিবস উপলক্ষে গান লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিছুদিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন এবার থেকে প্রতিবছর ১ সেপ্টেম্বরে পালিত হবে পুলিশ দিবস। সেই অনুযায়ী সবকিছু ঠিক থাকলেও প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণে ছুটি ঘোষণা করায় চলতি বছর সেই পরিকল্পনা পিছিয়ে আসে। ঠিক হয়,এই বছর ৮ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার পুলিশ দিবস পালন করা হবে।

পশ্চিমবঙ্গে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত ২৯৭৮ জন

কলকাতা, ৪সেপ্টেম্বর(হি.স): রাজ্যে বিগত কয়েকদিনে আক্রান্তের সংখ্যা একই জায়গায় ঘোরাফেরা করলেও কিছুতেই কমছে না মৃত্যুর সংখ্যা ।বেশ কয়েকদিন যাবত ৫৫ এর উপরেই রয়েছে করোনা আক্রান্তের মৃত্যু। গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ৫৮ জন ।এই পর্যন্ত রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৩৪৫২জনের ।এদিকে শুক্রবার একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ২৯৭৮ জন। গত এক দিনে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩৩০৫জন। এদিন সুস্থতার হার তাই বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৪.৪৮শতাংশ। অতএব রাজ্যে এখন সক্রিয় চিকিৎসাধীন, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ২৩,৬৫৪ জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১লাখ ৭৪হাজার ৬৫৯জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ১লাখ ৪৭হাজার ৫৫৩জন।

গত ২৪ ঘন্টায় কলকাতায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪২২ জন। পাশাপাশি ওই ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন ৪৭৩জন। কলকাতায় একদিনে মৃত্যু হয়েছে ১৭ জনের। তবে উত্তর ২৪ পরগনার সংক্রমণ ক্রমেই উদ্বেগ বাড়াচ্ছে। এই জেলায় এক দিনে আক্রান্তের সংখ্যা ৫৭২। যেখানে সুস্থ হয়েছেন ৫২১ জন।এদিনের রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী জানানো হয়েছে এমনটাই।

যদিও এদিন নমুনা পরীক্ষাও হয়েছে সর্বাধিক। গত ২৪ ঘন্টায় নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৪৫হাজার ৬২০টি। পরীক্ষিত নমুনার ৮.৪৫শতাংশ মানুষের দেহে সংক্রমনের হদিস মিলেছে।

এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ২০লাখ ৬৬হাজার ৪০৪টি। এখন রাজ্যে ৭১টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশে করোনায় প্রাণ হরাল আরও ২৯ জন, মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৪ হাজার ৪১২ জন

ঢাকা, ৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বাংলাদেশে গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে আরও ২৯ জনের। ফলে এখনও পর্যন্ত প্রাণ হারিয়েছেন ৪ হাজার ৪১২ জন। নতুন করে আরও এক হাজার ৯২৯ জনের শরীরে মারণ ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। ফলে দেশে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ লক্ষ ২১ হাজার ৬১৫ জন। এই মুহূর্তে করোনায় মৃতের নিরিখে বিশ্বে বাংলাদেশের স্থান ২৯ তম আর আক্রান্তের নিরিখে ১৪ তম।

শুক্রবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের পক্ষ থেকে স্বাস্থ্য বুলেটিনে জানানো হয়েছে, 'গত ২৪ ঘন্টায় দেশজুড়ে নতুন করে আরও ১৩ হাজার ৭৩টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত মোট ১৬ লক্ষ ৫ হাজার ১১১টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। নয়া নমুনা পরীক্ষায় এক হাজার ৯২৯ জনের শরীরে মারণ ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে। আরও ২৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ২২১ জন। মোট করোনা জয়ীর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২ লাখ ১৬ হাজার ১৯১ জন।' হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

ইজরায়েলের বিমানের জন্য নিজেদের আকাশসীমা উন্মুক্ত করে দিল বাহরাইন

রিয়াধ, ৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : 'ইজরায়েলের জন্য নিজেদের আকাশপথ খুলে দিল বাহরাইনও। ফলে ইজরায়েলের বিমানগুলি বাহরাইনের আকাশসীমা ব্যবহার করতে পারবে। শুক্রবার বাহরাইনের বিমান পরিবহণ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের অনুরোধে এই অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

ইজরায়েলের বিরুদ্ধে 'শত্রুতামূলক' মনোভাব থেকে ক্রমশই পিছু হঠছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৌত্যের ফলে ইজরায়েলের সঙ্গে শান্তিচুক্তির পথে হেঁটেছিল সংযুক্ত আরব আমিরাত। কয়েকদিন আগেই ইজরায়েল ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে চলাচলকারী বিমানের জন্য নিজেদের আকাশসীমা উন্মুক্ত করে দিয়েছিল সৌদি আরব। আর শুক্রবার 'শত্রু: 'ইজরায়েলের জন্য নিজেদের আকাশপথ খুলে দিল বাহরাইনও।

প্রসঙ্গত, গত কয়েক দশক ইজরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার দিকে ঝুঁকেছে বাহরাইন সরকার। কিন্তু আরব দুনিয়ায় একঘরে হয়ে যাওয়ার ভয়ে ইহুদি দেশটির সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করার মতো সাহস দেখাতে পারেনি। কিন্তু গত মাসখানেক ধরেই পরিস্থিতি বদলেছে। এক সময়ে ফিলিস্তিনের সঙ্গে ইজরায়েলের 'লড়াইয়ে' আরব দুনিয়ার যে সব দেশ ফিলিস্তিনের পাশে দাঁড়িয়েছিল, তারা ক্রমশই মনোভাব বদলাচ্ছে। সংযুক্ত আরব আমিরাত ইতিমধ্যেই ইজরায়েলের সঙ্গে শুধু শান্তিচুক্তিই সম্পন্ন করেনি, গত সোমবার থেকে দুই দেশের মধ্যে বিমান চলাচলও শুরু হয়েছে। এবার বাহরাইনও আকাশপথ খুলে দেওয়ায় ইজরায়েল থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতে আকাশপথে যাতায়াতে বেশ কয়েক ঘন্টা বাঁচবে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

তেলেঙ্গানায় করোনায় মৃত্যু বেড়ে ৮৬৬, সক্রিয় রোগী ৩২,৯৯৪ জন

হায়দরাবাদ, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): তেলেঙ্গানায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ফের অনেকটাই বাড়ল। তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২,৪৭৮ জন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও ১০ জনের, বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ২,০১১ জন। ফলে তেলেঙ্গানায় কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হল, যথাক্রমে-১,৩৫,৮৮৪ এবং ৮৬৬। শুক্রবার সকালে তেলেঙ্গানা সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, তেলেঙ্গানায় নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২,৪৭৮ জন এবং মৃত্যু হয়েছে আরও ১০ জনের। রাজ্যজুড়ে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১,০২,০২৪ জন। বুধবার রাত আটটা পর্যন্ত সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৩২,৯৯৪ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ৬২,৫৪৩টি স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছে।

২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৮৩৪ জনের, ব্রাজিলে করোনায় মৃত বেড়ে ১২৪, ৬০০

রিও ডি জেনেইরো, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ব্রাজিলে ধীরে ধীরে কমছে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ, অন্তত এমনটাই মনে করছেন সেই দেশের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা। তবে, ল্যাটিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিলে মৃত্যু ও আক্রান্তের সংখ্যা থামছেই না। বাড়তে বাড়তে ব্রাজিলে করোনায় মৃত্যুর সংখ্যা ১২৪, ৬০০-এ পৌঁছে গিয়েছে। ব্রাজিলে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪.০৪ মিলিয়নের বেশি মানুষ।

ব্রাজিল সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৮৩৪ জনের। ফলে ব্রাজিলে মৃত্যুর সংখ্যা ১২৪,৬০০-এ পৌঁছে গিয়েছে। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৪৪,০০০ জন, সবমিলিয়ে ব্রাজিলে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৪.০৪ মিলিয়ন ছাড়িয়ে গিয়েছে।

ব্রাজিলে সর্বপ্রথম কোভিড-১৯ ভাইরাসের সন্ধান মিলেছিল ২৬ ফেব্রুয়ারি। তারপর থেকেই শুরু, আগস্ট মাসের শেষ পর্যন্ত ব্রাজিলে দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা কখনও ৮০০, কখনও আবার হাজারের বেশি ছিল এবং আক্রান্তের সংখ্যাও ছিল ৪০ হাজারের বেশি।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ফুসফুসের জন্য উপকারী খাবার

কিছু খাবার রয়েছে যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর পাশাপাশি ফুসফুস সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।কোভিড-১৯'য়ের কারণে ফুসফুস আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই ফুসফুসের সুস্থতার দিকে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে ফুসফুস সুস্থ রাখতে সহায়তা করে এমন কয়েকটি খাবার সম্পর্কে জানানো হল। হলুদ: নিয়মিত হলুদ খাওয়া শ্বাসযন্ত্রে বাতাস চলাচল সংক্রান্ত জটিলতা দূর করে। এতে আছে কারকিউমিন যা ফুসফুস প্রাকৃতিকভাবে পরিষ্কার করে এবং শরীর থেকে বিষাক্ত উপাদান দূর করে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। হলুদ কাঁচা বা গুঁড়া করে দুধের সঙ্গে মিশিয়ে পান করলে রোগ বালাই দূরে থাকে। গ্রিন টি: শ্বাসযন্ত্র সুস্থ রাখতে গ্রিন টি বেশ কার্যকর। এটা উপকারী পলিফেনল সমৃদ্ধ। এছাড়াও এর প্রদাহনাশক উপাদান ফুসসসের প্রদাহ কমায়। শ্বাসযন্ত্রের নানান সমস্যার মধ্যে ক্রনিক ব্রংকাইটিস ও এম্ফেসিমা অন্যতম। এম্ফেসিমার কারণে শ্বাস প্রশ্বাসে সমস্যা বা 'শর্ট বেথ' দেখা দেয়। গবেষণায় দেখা যায়, দৈনিক দুই কাপ গ্রিন টি খাওয়া এই ধরনের সমস্যার ঝুঁকি কমায়।পুদিনার চা: এর রয়েছে নানা ঔষুধি গুণ। গরম পুদিনার চা মিউকাস, প্রদাহ ও গলা ব্যথা দূর করে। পুদিনার চা ফুসফুসের সংক্রমণ এবং নিউমোনিয়ার কারণে জমে থাকা শ্লেষ্মা, প্রদাহ ও গলা ব্যথা দূর করতে পারে।

আদা: ঠাণ্ডা ও কাশির ঘরোয়া সমাধান। এর প্রদাহরোধী উপাদান শ্বাসযন্ত্র থেকে বিষাক্ত উপাদান দূর করে। এতে রয়েছে ভিটামিন ও নানা রকম খনিজ- পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, বিটা-ক্যারটিন ও জিংক। কয়েকটি গবেষণায় দেখা গেছে আদা ফুসফুসের ক্যান্সারের কোষ দূর করতে সাহায্য করতে পারে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে মৌসুমি ঠাণ্ডা ও সংক্রমণ দূর করতে আদার চা বিশেষ উপকারী।রসুন: রসুনে রয়েছে অ্যালিসিন, যা শক্তিশালী অ্যান্টিবায়োটিক উপাদান সমৃদ্ধ। এটা শ্বাসপ্রশ্বাসের সংক্রমণ কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করে এবং ফুসফুসের শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা দূর করে। এছাড়াও এটা প্রদাহ কমায় এবং হাঁপানি ও ফুসফুসের ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়।

সহজেই তৈরি করুন সন্দেশ

সন্দেশ খেতে ইচ্ছে করলে রন্ধনশিল্পী তাসনুভা মাহমুদ নওরিনের রেসিপিতে সহজেই তৈরি করতে পারেন।সন্দেশ বানাতে লাগবে: এক লিটার দুধের ছানা। চিনি স্বাদ মতো। আস্ত এলাচ ২টি। ঘি ১ টেবিল-চামচ। গুঁড়া দুধ ২ টেবিল-চামচ।ছানা তৈরি: ১ লিটার ফুল ফ্যাট বা পূর্ণ ননী যুক্ত তরল দুধ জ্বাল দিন। দুধ জ্বাল দেওয়ার সময় বার বার নেড়ে দিতে হবে যেন উপরে সর বসে না যায়।দুধ ফুটে উঠলে চুলা বন্ধ করে ৩-৪ কাপ টক দই দিয়ে ভালো মতো মিশিয়ে নিন।

আবার চুলা ধরিয়ে কম আঁচে চামচ দিয়ে হালকাভাবে নাড়তে হবে। আস্তে আস্তে দুধ ছানা হতে শুরু করবে।দুধ ও ছানার পানি যখন আলাদা হয়ে আসবে তখন ১ গ্লাস ঠাণ্ডা বরফ পানি ঢেলে দিয়ে চুলা বন্ধ করে দিন।সুতির কাপড়ে ছানাটা নিয়ে আবার পানি দিয়ে আলতো হাতে ধুয়ে নিন। হাতে নিয়ে জোরে চেপে পানি বের করার দরকার নেই। ছানার কাপড়টা মুড়িয়ে ঝুলিয়ে রেখে দিন, তাতেই ছানার বাকি পানি বের হয়ে যাবে।যখন ছানার পানি পড়া একদম বন্ধ হয়ে যাবে তখন ছানা প্লেটে নিয়ে আলতো হাতে মথে নিন। তবে খেয়াল রাখতে হবে খুব জোরে জোরে নয় শুধু ছানার দানাগুলো ভেঙে ছানাটা মিশে গেলেই হবে।সন্দেশ তৈরি: ছানার দলাগুলো আগে হাতে মথে নিন। প্যানে ঘি গরম করে ছানা, এলাচ, গুঁড়া দুধ, চিনি দিয়ে নাড়তে থাকুন। সবকিছু মিশে আঠালো হয়ে আসলে এলাচ তুলে ফেলে ঘি ব্রাশ করা বাটিতে নিয়ে বিছিয়ে ঠাণ্ডা করুন। সন্দেশের আকারে কেটে পরিবেশন করুন।

কোভিড-১৯: বিশ্বের এক-পঞ্চমাংশ মানুষ 'বেশি ঝুঁকিতে'

বিশ্বের প্রায় ১৭০ কোটি বা এক-পঞ্চমাংশ মানুষের অন্তত একটি দীর্ঘস্থায়ী স্বাস্থ্য সমস্যা আছে যা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হলে তাদের গুরুতর অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি অনেক বাড়িয়ে দিতে পারে; ব্রিটিশ এক মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত নিবন্ধে এসেছে এমন তথ্য।ল্যানসেট গ্লোবাল হেলথ-এ সোমবার প্রকাশিত ওই গবেষণায় বলা হয়েছে, ইউরোপের মতো তুলনামূলকভাবে বেশি বয়স্ক মানুষের অঞ্চলে এবং আফ্রিকার মতো এইচআইভি/এইডস-এর উচ্চ প্রবণতার অঞ্চলে করোনাভাইরাস মহামারীর ঝুঁকি বেশি।

জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বে ৮০ লাখের বেশি মানুষের মধ্যে করোনাভাইরাস শনাক্ত করা গেছে। মারা গেছে ৪ লাখ ৩৬ হাজারের বেশি। বিভিন্ন দেশের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, মৃতদের সিংহভাগই বয়স্ক মানুষ।

১৮৮টি দেশের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে গবেষকরা ধারণা পেয়েছেন, বিশ্বে সত্তরোর্ধ জনসংখ্যার ৬৬ শতাংশ ডায়াবেটিস, হৃদরোগ বা ফুসফুসের রোগের মতো কোনো না কোনো দীর্ঘমেয়াদী রোগে ভুগছেন। তারা নতুন করোনাভাইরাসের সংস্পর্শে এলে অনেক বেশি ঝুঁকিতে থাকবেন।অন্যদিকে কাজ করতে সক্ষম এমন বয়সীদের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী রোগ আছে ২৩ শতাংশের। আর ২০ বছরের কম বয়সীদের ক্ষেত্রে তা ৫ শতাংশ।

ওই নিবন্ধের অন্যতম লেখক লন্ডন স্কুল অফ হাইজিন অ্যান্ড ট্রপিকাল মেডিসিনের অ্যান্ড্রু ক্লার্কের মতে, এই সংখ্যাগুলো লকডাউনের বিধিনিষেধ শিথিল করার পথে থাকা দেশগুলোর কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করতে পারে। "দীর্ঘমেয়াদী স্বাস্থ্য সমস্যা থাকা মানুষদের সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা নিতে পরামর্শ দিতে অথবা ভবিষ্যতে টিকা দেওয়ার জন্য তাদের অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে এটি কাজে লাগানো যায়।"

মহামারীর প্রথম থেকেই গবেষকরা জানতেন, কোনো রোগ থাকলে বয়স্কদের করোনাভাইরাসের স্বাস্থ্যঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়। তবে ড় ক্লার্কের মতে, এখন আরও ভালোভাবে সংখ্যাগুলো নিয়ে ধারণা পাওয়া যাবে।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের স্বাস্থ্য দপ্তরগুলো থেকে তথ্য নিয়ে গবেষকরা ১১টি ক্যাটাগরিতে দীর্ঘমেয়াদী রোগগুলোকে ফেলেছেন যেগুলো থাকলে কোভিড-১৯ এ কেউ গুরুতর অসুস্থ হতে পারেন।

অটোইমিউন ডিসঅর্ডারে আক্রান্ত ব্যক্তিরাও এই তালিকায় আছেন, যারা নিয়মিত ইমিউনোসাপ্রেসিভ ওষুধ খান। কেমোথেরাপির মত চিকিৎসা নেওয়া রোগীরাও তালিকায় আছেন।

এ গবেষণায় যে ধারণা পাওয়া গেছে, তাতে করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে বিশ্বের প্রায় ৪ শতাংশ মানুষ বা প্রায় ৩৪ কোটি মানুষের হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন হতে পারে।

কোনো দীর্ঘমেয়াদী রোগ নেই এমন সুস্থ বয়স্ক ব্যক্তিদের ঝুঁকির কথা এ গবেষণায় বিবেচনা করা হয়নি। দারিদ্র্য ও স্থূলত্বের মতো ঝুঁকির কারণগুলোও বাদ রাখা হয়েছে।

বিশের নিচে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অর্ধেক: গবেষণা

২০ বছর বা তার বেশি বয়সের মানুষদের তুলনায় শিশু এবং কিশোর বয়সীদের করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি প্রায় অর্ধেক বলে তথ্য এসেছে এক গবেষণা নিবন্ধে।লন্ডন স্কুল অফ হাইজিন অ্যান্ড ট্রপিকাল মেডিসিনের এপিডিমিওলজিস্টদের ওই গবেষণা মঙ্গলবার নেচার মেডিসিন জার্নালে প্রকাশিত হয় বলে সিএনএন জানায়।রোগের ঝুঁকি এবং বয়সের সঙ্গে এর সম্পর্ক বের করতে সংক্রমণ মডেল ব্যবহার করা হয়েছে এই গবেষণায়।গবেষকরা বলছেন, সমীক্ষায় ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সীদের মধ্যে ২১ শতাংশের ক্ষেত্রে কোভিড-১৯ এর ক্লিনিকাল লক্ষণগুলো প্রকাশ পেতে দেখেছে তারা। ৭০ বছর বা এর বেশি বয়সীদের ক্ষেত্রে এই হার প্রায় ৬৯ শতাংশ।চীন, জাপান, ইতালি, সিঙ্গাপুর, কানাডা এবং দক্ষিণ কোরিয়ার মহামারী সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে গবেষকরা বলছেন, সংক্রমিত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসা শিশু-কিশোরদের কোভিড-১৯ হওয়ার ঝুঁকি অপেক্ষাকৃত কম এবং আক্রান্ত হলে তাদের অবস্থা কম গুরুতর হতে পারে।কোভিড-১৯ নিয়ে এখনও অনেক বিষয় বিজ্ঞানীদের অজানা। তবে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্টোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি) বলছে, কিছু শিশু করোনাভাইরাসে অসুস্থ হয়ে পড়লেও এখন পর্যন্ত আক্রান্তদের বেশিরভাগই প্রাপ্তবয়স্ক।

সিডিসি জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত শিশুদের সাধারণত মৃদু উপসর্গ থাকে।

করোনাভাইরাসের বিস্তার রোধে বিশ্বজুড়ে স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ইউনেস্কো ধারণা করছে, প্রায় ১৯০টি দেশে স্কুল বন্ধ হওয়ার কারণে ১৫০ কোটির বেশি শিক্ষার্থী অর্থাৎ বিশ্বের ৯০ শতাংশ শিক্ষার্থী ঘরে আটকে আছে।এখন বিশ্বজুড়ে লকডাউনের বিধিনিষেধ শিথিল হতে শুরু করার সাথে সাথে সরকার এবং বিশেষজ্ঞরা বোঝার চেষ্টা করছেন কীভাবে এবং কখন শিশুদের শ্রেণিকক্ষে ফিরিয়ে আনা যায়।নিবন্ধের লেখকরা বলছেন, অ্যাসিম্পটোমেটিক রোগীদের জন্য সংক্রমণ ছড়ানো নিয়ে আরও গবেষণা করা দরকার; তবে বাচ্চাদের মধ্যে সংক্রমণ রোধের পদক্ষেপগুলোয় এতে সামান্য প্রভাব পড়তে পারে - বিশেষত যদি অ্যাসিম্পটোমেটিক রোগীদের থেকে সংক্রমণ কম হয়।সমীক্ষায় বলা হয়েছে, শিশুদের মধ্যে নতুন করোনাভাইরাসের সংক্রমণের ঝুঁকি কম থাকা নিয়ে সরাসরি প্রমাণের ক্ষেত্রে মিশ্র ফল পাওয়া গেছে। তবে এটি সত্য হলে সামগ্রিকভাবে বিশ্বে কম সংক্রমণ হতে পারে।যেসব দেশের জনসংখ্যার গড় বয়স কম, সেসব দেশে মাথাপিছু কোভিড-১৯ রোগীর সংখ্যা কম হতে পারে।

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংক্রামক রোগ ও এপিডিমিওলজির অধ্যাপক মার্ক উলহাউস বলেন, "গবেষকরা দেখতে পেরেছেন যে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের সংক্রমণের ঝুঁকি কম এবং সংক্রমিত হলে লক্ষণগুলো দেখানোর সম্ভাবনাও কম। তবে তারা সংক্রমন ছড়ানোর ক্ষেত্রেও অন্যদের চেয়ে কম কিনা তা গবেষকরা নির্ধারণ করতে পারেননি।"সায়েন্স মিডিয়া সেন্টারকে তিনি বলেন, "এর ফলে কোভিড-১৯ এর বিস্তারের ওপর স্কুল বন্ধের প্রভাবের সঠিক মূল্যায়ন করা কঠিন হয়ে পড়েছে।"

যখন তখন ওষুধ খাচ্ছেন পরিনাম জানেন তো !

আমাদের ব্যস্ত জীবনে নিজেকে নিয়ে ভাবার সময় খুব কম। এদিক সেদিক আপনাকে দৌড়াতে হয়, শরীরের দিকে একমদই যত্ন হয় না। অনিয়ম আর বেখেয়ালে শরীর ভেঙে পড়তে থাকে, বিভিন্ন ব্যথা, জড়তা শরীরে বাসা বাঁধে। খাওয়া-ঘুম সময়মতো এবং পর্যাপ্ত হয় না বলেই শারীরিক সমস্যা চলতেই থাকে। সমস্যা হলো, ভুগতে ভুগতে ভাবলেন আপনি তো পিছিয়ে পড়ছেন। তখনই মনে হলো আপনার চিকিতসা দরকার। চিকিতসকের কাছে যেতে হলে সময় দরকার, টাকাপয়সাও খরচ করতে হবে। আর চিকিতসক যে ওষুধ দেবে তা তো আপনিও জানেন। ফলে কী করলেন, নিজেই ফার্মেসি থেকে কিনে ইচ্ছামতো পাতাভরে ওষুধ খেয়ে ফেললেন। হয়ত সুস্থবোধ হলো, ফলাফলটা কী হলো সেটা কি ভাবলেন?এই যে না বুঝে শুনে ব্যথা হলে, জ্বর হলে, সর্দিকাশি বা উচ্চরক্তচাপে নিজে ওষুধ কিনে খাওয়ার অভ্যাস আমাদের অনেকেরই। যখন তখন যেকোনো ওষুধ খেয়ে বসলে রোগ না কমে বরং বেড়ে যেতে পারে। একজন চিকিতসকই ভালো করে বলতে পারবেন যে কোন ওষুধের কী কাজ, সেটা কাকে কখন দেওয়া যাবে। নিজে ওষুধ খেলে এসব বিবেচনা করা সম্ভব নয়। তাই পার্শপ্রতিক্রিয়ার আশঙ্কাও বেশি। ব্যথার ওষুধ না জেনে খেলে শরীরের অন্দরে বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। এই ওষুধই কখনো বিষ হয়ে ধরা দেবে, টের পাবেন না।কী কী সমস্যা হতে পারেআমরা ভাবি ভিটামিন "এ" বা কৃমির ওষুধ নিজে থেকে খেলে বুঝি কিছু হয় না। কিন্তু এগুলোর মতো সাধারণ ওষুধ গর্ভের শিশুর মারাত্মক ক্ষতি করে। লিভারের রোগীর জন্য প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ হতে পারে মারাত্মক ক্ষতির কারণ।মোটা হয় না বলে অনেকেরই অনেক কষ্ট থাকে। মোটা হওয়ার জন্য স্টেরয়েড ওষুধ খান অনেকে। এর ফলে মারাত্মক কুশিং সিনড্রোমে (কর্টিসল হরমোনের নিয়ন্ত্রণহীন বৃদ্ধির ফলে উদ্ভূত সকল সমস্যা) আক্রান্ত হন। এটা বয়ে বেড়াতে হয়। আবার হুট করে চিকিতসকের পরামর্শ ছাড়া এই ওষুধ বন্ধ করে দিলেও অনেক বিপদ হতে পারে।গ্যাস্ট্রিকের সমস্যায় আন্দাজে দিনের পর দিন ওষুধ খেয়েই চলেছেন। কিন্তু সাধারণ গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ ওমিপ্রাজল না বুঝে এক বছরের বেশি খেলে অস্টিওপোরোসিস বা হাড় ক্ষয়ের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এছাড়া এটি পাকস্থলীতেও সমস্যা করতে পারে। আলসার, ডায়রিয়ার মতো সমস্যা বেশি হয় আপনার অজান্তেই।জ্বর-সর্দি আর গায়ে ব্যথায় প্যারাসিটামল সবাই খায়। প্যারাসিটামলের মূল নাম এসিটামিনোফ্যান, বড় কোনও পার্শপ্রতিক্রিয়া নেই। কিন্তু যখন তখন বেশি করে খেলে এটি যকৃত অকার্যকর করে দিতে পারে। যাদের আগে থেকে যকৃতে সমস্যা আছে, মদ্যপান বেশি করেন, অন্যান্য ওষুধ খান- তাঁদের জন্য এই প্যারাসিটামল বিপর্যয় আনতে পারে। বিভিন্ন ব্যথার রোগীরা নিয়মিত ব্যথানাশক খান। এতে কিডনি বিকল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। ব্যথানাশকে পাকস্থলীর আলসার হয়, রক্তক্ষরণও হতে পারে।হাড় ক্ষয় কমাতে আর হাড় মজবুত করতে ক্যালসিয়াম খাওয়ার প্রবণতা আমাদের রয়েছে। বিশেষ করে মধ্যবয়স্ক ও বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে। কিন্তু ক্যালসিয়াম দীর্ঘদিন খাওয়ার ফলে হৃদরোগ-স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়তে পারে, কিডনিতে পাথরও হতে পারে।আবার এমন অনেক ধরনের ওষুধ আছে যেগুলো না বুঝে খেলে রক্তচাপ বেড়ে যায়, স্ট্রোকের সম্ভাবনা বাড়ে। এছাড়াও এমন অনেক ওষুধ আছে যেগুলো না জেনে খেলে অ্যালার্জি হতে পারে।মাথায় রাখুন কিছু বিষয়১. বিশেষ অবস্থায় (যেমন গর্ভাবস্থায়, লিভার বা কিডনির রোগে) সাধারণ ওষুধ বা প্রেসক্রিপশন ছাড়া পাওয়া যায়, তাও চিকিতসকের পরামর্শেই ব্যবহার করতে হবে। শুধু ফার্মাসিস্টের কাছ থেকে ওষুধ কেনা উচিত। কেনার সময়ে আগে মেয়াদ দেখে নিন।২. চিকিতসক ওষুধের যে নিয়ম বলে দেবেন (কতটুকু ওষুধ খেতে হবে, সেটা কতক্ষণ পরপর, কতদিন খেতে হবে, খাবার আগে না পরে খাবেন) তা মেনে ওষুধ খাবেন। ব্যবস্থাপত্র ছাড়াও সেটা অন্য কোথাও আপনার বোঝার সুবিধার্থে সহজ করে লিখে রাখুন। অন্যের সাহায্য নিতে পারেন।

নারী সৈনিকদের নিরাপত্তা সচেতনতার আন্দোলনে সালমা হায়েক

তাঁর অনেক ভক্ত মনে করেন, এই গ্রহের সবচেয়ে রূপবতী নারীর নাম সালমা হায়েক। গত রোববার নিজ আঙিনায় সবুজ পাতাদের সঙ্গে সেলফি পোস্ট করেছিলেন মেক্সিকান-আমেরিকান এই তারকা। ইনস্টাগ্রামে ওই ছবিতে তাঁর রূপের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠতে দেখা যায় ভক্তদের। বেশির ভাগের মত, সালমা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধার। তাঁর মেকআপ লাগে না। কেউবা মন্তব্য করেছেন, তিনি একজন সুন্দর মনের মানুষও বটে।গত শতকের নব্বইয়ের দশক থেকে হলিউড মাতিয়েছেন সালমা হায়েক। তাঁর গ্ল্যামার ও অভিনয় কাঁপিয়েছে বিশ্বকে। ৫৩ বছর বয়সেও তাঁর সৌন্দর্য এতটুকু মলিন হয়নি। বিকিনি পরে সাগরপাড় থেকে ছবি তুলে এখনো ভক্তদের সেটা জানান দেন তিনি।অভিনয় ও সৌন্দর্য ছাপিয়ে সালমা প্রকৃত অর্থেই সুন্দর। ঘরে বসে বেকার সময় পার করছেন না তিনি। অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য মানুষকে উদ্দীপ্ত করছেন। নিরুদ্দেশ মার্কিন নারী সৈনিককে ফিরে পাওয়ার ঐক্যে ঘর থেকে যুক্ত হয়েছেন তিনি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সোচ্চার হয়েছেন ওই তরুণীকে ফিরিয়ে দেওয়া ও নারী সৈনিকদের নিরাপত্তায় সচেতনতার আন্দোলনে। ওই তরুণীর তথ্য, ছবিসহ প্ল্যাকার্ড হাতে প্রচারণা চালাচ্ছেন সালমা হায়েক।গত ২২ এপ্রিল টেক্সাস থেকে নিরুদ্দেশ হন ২০ বছরের তরুণী ভানেসা গুলেন। তিনি মার্কিন সেনাবাহিনীতে সৈনিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।সালমার মতো আরও অনেক তারকাই তাঁকে ফিরে পাওয়ার জন্য কাজ করছেন। ভানেসার বোন মাইরা গুলেন এ জন্য একজন আইনজীবী খুঁজছেন, যা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। প্রায় সব স্তরের মানুষ ভানেসার জন্য এ ব্যয় করতে একজোট হচ্ছেন।

ত্রিপুরা চা মজদুর ইউনিয়ন শ্রম কমিশনারকে ডেপুটেশান দেয়। শুক্রবার। ছবি- নিজস্ব।

‘স্বয়ম’ : দুই লক্ষ যুবক-যুবতীর জন্য এক হাজার কোটি টাকার প্রকল্প ঘোষণা অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : রাজ্যের ২ লক্ষ যুবক-যুবতীকে অন্তর্ভুক্ত করে এক হাজার কোটি টাকার প্রকল্প ঘোষণা করেছেন অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। ‘স্বয়ম’ প্রকল্পের মাধ্যমে যুবক-যুবতীরা শর্তসাপেক্ষ লাভ করতে পারবেন ৫০ হাজার টাকা। শুক্রবার দিশপুরে জনতা ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য দিয়েছেন অর্থমন্ত্রী ড় শর্মা।

সংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রী জানান, ২ লক্ষ যুবক-যুবতীকে সন্নিবিষ্ট করে একটি প্রকল্প আজ থেকে কার্যকর করা হয়েছে। তিনি জানান, সংশোধিত বা পুনরুজ্জীবিত ‘স্বয়ম’ অর্থাৎ ‘স্বামী বিবেকানন্দ ইয়ুথ এমপাওয়ারমেন্ট যোজনা’র মাধ্যমে আগামী ৩ মাসে রাজ্য সরকার ১ হাজার কোটি টাকা খরচ করার পরিচল্পনা গ্রহণ করেছে। তিনি আরও বলেন ব্যাঙ্কের উপর নির্ভর না করে রাজ্য সরকার এই অর্থ ধীরে ধীরে রিলিজ করবে। এই প্রকল্পে ২ লক্ষ যুবক-যুবতীদের ৫০ হাজার টাকা সাবসিডি চিপ, রেহাই বাবৎ পুঁজি দেওয়া হবে। এই অর্থ সরকারকে ফিরিয়ে দিতে হবে না। প্রতি বছরই এই প্রকল্প চলবে।

১ সেপ্টেম্বরের আগে আত্মসহায়ক গোট (এসএইচজি) বা জয়েন্ট ক্লাইভেলিটি গ্রুপে বা বিকল্প কোনও ধরনের প্রচেষ্টা যে সকল ব্যক্তি শুরু করেছেন তাঁদের এই অর্থরাশি দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব। বলেন, যে সকল গ্রুপ সামগ্রিকভাবে কাজ করে আসছে তাদের গ্রুপের মাধ্যমে অর্থ প্রদান করা হবে। ১০ জনের গ্রুপ হলে পাঁচ লক্ষ টাকা, ২০ জনের গ্রুপ হলে ১০ লক্ষ এবং পাঁচ জনের গ্রুপ হলে আড়াই লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। অর্থাৎ প্রতি ব্যক্তির ভাগ্যে ৫০ হাজার টাকা করে পড়বে, জানান তিনি।

এছাড়া, আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর একটি পোর্টাল চালু করবে রাজ্যের অর্থ বিভাগ। সেই পোর্টালে বিভিন্ন গ্রুপের সদস্যরা আবেদন করতে পারবেন বলেও জানিয়েছেন মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তিনি আরও বলেন, এক্ষেত্রে গ্রুপগুলোর ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং সদস্যদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর থাকতে হবে। আগেও এমন উদ্যোগ তাঁর দফতর চিন্তাভাবনা করেছিল। বর্তমানে এ বিষয়ে অর্থ দফতর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নিরীক্ষণ করবে এবং এক্ষেত্রে জেলাশাসকের কার্যালয় সহযোগিতা করবে। উল্লেখ্য, এই প্রকল্পের আবেদনপত্র পূরণ করার পর সেই আবেদনপত্রগুলো সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকের কার্যালয়ে পাঠানো হবে।

মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব স্পষ্ট করে বলেন, কোনও রাজনৈতিক ব্যক্তি জেলা পর্যায়ের কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেন না। এছাড়া আবেদনপত্র জমা করার পর মনোনীত গ্রুপগুলোকে তিন দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে, জানান মন্ত্রী ড় শর্মা। তার পর রাজ্য সরকারের যে কোনও বিভাগের অধীনে যুবকরা একটা ব্যবসার প্রস্তাবিত প্রকল্প জমা করতে পারবেন। প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্টে টাকা জমা করা হবে। তবে গ্রুপের সভাপতি ও সম্পাদকের হাতে প্রথমে ৩০ হাজার টাকা দিতে হবে। এই শর্ত রক্ষা করতে না পারলে পরের ২০ হাজার টাকা লাভ করতে পারবে না আত্মসহায়ক দলগুলো বলে সাংবাদিকদের জানান অর্থমন্ত্রী।

ডিমা হাসাওয়ে প্রভাত ডিব্রাগেডে অপহরণ কাণ্ডে জড়িত দুই দুষ্কৃতকারীকে জালে তুলেছে পুলিশ

হাফলং (অসম), ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় প্রভাত ডিব্রাগেডে অপহরণ কাণ্ডে জড়িত দুই দুষ্কৃতকারীকে জালে তুলেছে পুলিশ। শুক্রবার ডিমা হাসাও জেলার পুলিশ সুপার জয়ন্ত সিং তাঁর সরকারি কার্যালয়ে আযোজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই খবর দিযেছেন।

পুলিশ সুপার সিং জানান, মাইবাং মহকুমার কালাচান্দ চান্দপুর নগরের বাসিন্দা বছর ২০-এর যুবক প্রভাত ডিব্রাগেডেকে গত ২১ আগস্ট দুষ্কৃতকারীরা অপহরণ করে নিয়ে যায়। এই অপহরণের পর পুলিশ দুষ্কৃতীদের ধরতে অভিযান শুরু করে। অভিযানে দুই দুষ্কৃতকারীকে পুলিশ গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। পুলিশ সুপার বলেন, ধৃত দুই দুষ্কৃতকারী পুলিশি জেরায় স্বীকার করেছে, প্রভাত ডিব্রাগেডেকে অপহরণের সঙ্গে তারা জড়িত। তবে এই অপহরণের সঙ্গে যুক্ত আরও দুই দুষ্কৃতীর খোঁজে পুলিশ অভিযান অব্যাহত রেখেছে বলে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান পুলিশ সুপার সিং।

তিনি বলেন, এই অপহরণ কাণ্ডের মূল অভিযুক্ত গ্রেফতার হওয়ার তিন দিন পরই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়। বর্তমানে হাফলং সরকারি হাসপাতালের কোভিড ওয়ার্ডে কড়া পুলিশি প্রহরার মধ্যে চিকিৎসাধীন রয়েছে সে। পুলিশ সুপার জয়ন্ত সিং জানিয়েছেন, পুলিশি তদন্তে এখন পর্যন্ত যে তথ্য সামনে এসেছে তা থেকে মনে হচ্ছে, প্রেমঘটিত কারণেই প্রভাতকে অপহরণ করা হয়েছে। পুলিশ সুপার বলেন, ধৃত দুই দুষ্কৃতকারী স্বীকার করেছে, অপহরণ করে প্রভাতকে তারা অর্ধমৃত অবস্থায় আরও দুই দুষ্কৃতকারীর কাছে সমঝে দেওয়া হয়েছিল। তাই এবার ওই দুই দুষ্কৃতকারীর খোঁজে পুলিশ অভিযান অব্যাহত রেখেছে। তবে পুলিশ সুপারের সন্দেহ, প্রভাত ডিব্রাগেডেকে খুন করে জঙ্গলের ভিতর মৃতদেহ কোথায় লুকিয়ে রেখেছে এরা।

এদিকে সন্তোষ হোজাই অপহরণ ও খুনের মামলা নিয়ে সাংবাদিকরা পুলিশ সুপার জয়ন্ত সিংকে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, হারাঙ্গাজাওয়ের ঠিকাদার সন্তোষ হোজাইয়ের অপহরণ ও খুনের তদন্ত করছে এখন সিআইডি। তাই তদন্ত কতদূর এগিয়েছে সে সম্পর্কে সিআইডিই ভালো বলতে পারবে। সাংবাদিক সম্মেলনে পুলিশ সুপার ঠিকাদার পাঠানজিৎ জারামবুসাকে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের অতিথিশালায় নিয়ে গিয়ে মারধর করার যে অভিযোগ উঠেছে এবং ঠিকাদার পাঠানজিৎ জারামবুসা পার্বত্য পরিষদের সিইএম দেবোলাল গারলোসা ও পরিষদ সদস্য রতন জারামবুসার বিরুদ্ধে হাফলং থানায় মামলা দায়ের করেছে এ নিয়ে পুলিশ নিরপেক্ষ তদন্ত অব্যাহত রেখেছে বলেও জানান পুলিশ সুপার জয়ন্ত সিং।

কাশ্মীরে এনকাউন্টারে নিকেশ দু”জন জঙ্গি, আহত সেনা অফিসার ও এসপিও

শ্রীনগর, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কাশ্মীরে জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী, উত্তর কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে দু”জন জঙ্গি। বারামুল্লা জেলার পাট্টান এলাকার ইয়াদিপোরা গ্রামের ঘটনা। জঙ্গিদের সঙ্গে গুলির লড়াই চলাকালীন আহত হয়েছেন একজন সেনা অফিসার ও স্পেশাল পুলিশ অফিসার (এসপিও)। ওই সেনা অফিসার ও এসপিও-কে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জঙ্গি গতিবিধির খবর পাওয়ার পর শুক্রবার সকালে পাট্টান এলাকার ইয়াদিপোরা গ্রামে অভিযান চালায় সেনাবাহিনী, সিআরপিএফ এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের যৌথ বাহিনী। তল্লাশি অভিযান চলাকালীন সুরক্ষা বাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে শুরু হয় গুলির লড়াই। গুলির লড়াইয়ে আহত হন সেনাবাহিনীর একজন মেজর ও এসপিও। ওই এলাকায় সাধারণ নাগরিকরাও আটকে পড়েছিলেন, তাঁদের নিরাপদে উদ্ধার করার পর ফের শুরু হয় অভিযান। পরে সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে দু”জন জঙ্গি। নিহত সন্ত্রাসবাদীর নাম ও পরিচয় জানা যায়নি।

আলুর মতই উর্ধ মুখী ডিমের দাম

কলকাতা, ৪সেপ্টেম্বর(হি. স.): বাজারে আলুর পাশাপাশি বাড়ছে ডিমের দামও। খুচরো বাজারে প্রতি পিস ডিমের দাম ৬ টাকা। তবে শুধু শহরতলী নয় পশ্চিমবঙ্গ তথা গোটা দেশ জুড়েই ডিমের দাম বাড়ছে। গত কয়েকদিনে দেশে ডিমের দাম হোলসেল মার্কেট এই পাঁচ টাকা ছুঁয়েছে। আনলক ৪ পর্বে আরও বেশি করে খুলছে দোকানপাট। চাহিদা বাড়ছে জিনিসের। আর সেই সঙ্গে দামও বাড়ছে শাক সবজি সহ ডিমের। তবে আমফানের পরে বাংলায় ডিমের উৎপাদন ২০ থেকে ৩০ লক্ষ কমে গেছে। এদিকে পশ্চিমবঙ্গে প্রতিদিন ডিমের চাহিদা প্রায় আড়াই লক্ষ।এই ঘাটতি ডিম আসে অন্ধ্রপ্রদেশ তেলেঙ্গানা থেকে। দেশজুড়ে ডিমের দাম বাড়ার পাশাপাশি পশ্চিম্বঙ্গেও বাড়ছে ডিমের দাম। দেখা যাচ্ছে আগস্টের শেষের দিকে কলকাতা হোলসেল মার্কেট প্রতি ১০০ টি ডিমের দাম ছিল ৪৬৪ টাকা। ৩০ শে আগস্টে সেই দাম পৌঁছয় ৪৭৫ টাকায়। ৩১ আগস্ট ৪৮৩ টাকায়। এরপর টানা তিন দিন ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৪৮৩ টাকা প্রতি ১০০ টি ডিমের দাম ছিল হোলসেল মার্কেটে। কিন্তু গতকাল বৃহস্পতিবার ৩ সেপ্টেম্বর সেই দাম পৌঁছয় ৪৮৪ টাকায়। শুক্রবার অবশ্য কিছুটা কমে দাম ৪৬০ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

কলকাতা এগ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক কাজল দত্ত জানাচ্ছেন, আনলক পর্বে দোকান খুলতেই কিছুটা চাহিদা বাড়তেই ডিমের দাম বেড়েছে। ফাস্টফুড ও রেস্তোরাঁ সব নিয়মিত খোলা থাকলে ডিমের দাম আরও অনেকটা বাড়ত। পশ্চিমবঙ্গে উৎপাদনের থেকে ডিমের চাহিদা দেড় গুণ বেশি। তবে পুজোর আগে সেভাবে ডিমের দাম কমার কোন সম্ভাবনা নেই বলেও জানান তিনি। হিন্দুস্থান সমাচার/মৌসুমী / কাকলি

১৩ ঘণ্টা পর উদ্ধার হল করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত প্রাক্তন পুলিশকর্মীর দেহ

সোনারপুর, ৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : সারাদিন টালবাহনার পর অবশেষে উদ্ধার হল করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত প্রাক্তন পুলিশ কর্মীর দেহ। ১৩ ঘন্টা পর শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ স্বাস্থ্য দফতরের কর্মীরা দক্ষিণ ২৪ পরগণার সোনারপুর থানার চম্পাহাটির রাইপুরের বাড়ি থেকে উদ্ধার করেন মেঘনাদ নস্কর নামে বছর পঁয়ষট্টির ওই ব্যক্তির মৃতদেহ।

এদিন সকাল থেকেই টাল বাহনা চলছিল। বেশ কয়েকদিন ধরে অসুস্থ ছিলেন তিনি। গত ১ সেপ্টেম্বর তাঁর করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসে। নিজের বাড়িতেই চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। অবশেষে শুক্রবার সকাল ৬ টা নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর থেকেই দেহ ঘরের মধ্যে পড়েছিল। স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ সহ বাড়ির সকল সদস্যরা ঘরের বাইরে উঠানে বসেছিলেন। সকাল থেকে তাঁরা বারে বারে সোনারপুর থানা, বিডিও সহ প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের আধিকারিকদের সাথে যোগাযোগ করেন। সকাল থেকেই প্রতিবেশীরা মানসিক ভাবে ওই পরিবারের পাশে থাকলেও করোনা আক্রান্ত হওয়ায় তাদের কাছে কোনও সাহায্য পৌঁছে দিতে পারেননি। তবে বিভিন্ন দফতর, থানায় যোগাযোগে তাঁরা সাহায্য করেছেন। কিন্তু কোথাও থেকে সঠিক ভাবে তাদের এ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ, পাশাপাশি দীর্ঘক্ষণ ধরে তাদেরকে ভুল পথে পরিচালনা করা হয়েছে বলে অভিযোগ। অবশেষে মেঘনাদ বাবুর ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া হয় স্বাস্থ্য দফতরের তরফ থেকে।

সংক্রমণ রুখতে বাংলাদেশিদের প্রবেশের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি মালয়েশিয়া সরকারের

কুয়ালালামপুর, ৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসকে ‘ঢাল’ করে এবার বাংলাদেশিদের প্রবেশের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করল মালয়েশিয়া সরকার। আর এই নিষেধাজ্ঞা জারির ফলে মালয়েশিয়ার বিভিন্ন সংস্থায় কর্মরত প্রায় লক্ষাধিক বাংলাদেশি শ্রমিকের ভবিষ্যত অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। বাংলাদেশিদের প্রবেশের উপরে নিষেধাজ্ঞার কথা ঘোষণা করে মালয়েশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইসমাইল সাবরি ইয়াকুব। মালয়েশিয়ার প্রতিরক্ষা বলেন, ‘করোনাভাইরাসের ধাক্কা সামলাতে যেসব দেশে এখন পর্যন্ত দেড় লাখের বেশি করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে, সেসব দেশের নাগরিকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।’ গত মঙ্গলবারই ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইনসের নাগরিকদের দেশে প্রবেশের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল মালয়েশিয়া সরকার। আর তার ৪৮ ঘন্টা বাদে এদিন বাংলাদেশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ব্রাজিল, স্পেন, ফ্রান্স, ইতালি, সৌদি আরব এবং রাশিয়ার নাগরিকদের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। দেশটির জাতীয় সংবাদমাধ্যম ‘বের্নামার’ জানিয়েছে, বাংলাদেশ সহ যে সব দেশের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে, আগামী ৭ সেপ্টেম্বর থেকে সেই সব দেশের বাসিন্দারা মালয়েশিয়ায় প্রবেশ করতে পারবেন না। শুধু কর্মজীবি কিংবা পর্যটকরাই নয়, যাদের মালয়েশিয়ার নাগরিকত্ব রয়েছে তারাও ঢুকতে পারবেন না। মালয়েশিয়া সরকারের এই নিষেধাজ্ঞার ফলে সবচেয়ে বেশি বিপদে পড়বে বাংলাদেশিরাই।

রিয়া ও শৌভিকের বাড়িতে এনসিবি-র তল্লাশি, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক স্যামুয়েল

মুম্বই, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): অভিনেত্রী রিয়া চক্রবর্তীর মুম্বইয়ের বাসভবনে হানা দিল নার্কোটিক্স কন্টোল ব্যুরো (এনসিবি)-এর একটি টিম। সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু রহস্যে মাদক-যোগের তদন্ত করতেই শুক্রবার সকালে রিয়া ও শৌভিকের বাড়িতে এনসিবি-র অফিসাররা গিয়েছিলেন, সঙ্গে ছিলেন মুম্বই পুলিশের অফিসাররা। তল্লাশি চালানো হয় রিয়া ও তাঁর ভাই শৌভিকের বাড়িতে। পরে শৌভিককে নিয়ে যাওয়া হয় এনসিবি-র অফিসে। সুশান্তের বাড়ির ম্যানেজার স্যামুয়েল মিরান্ডার বাড়িতেও এ দিন সকালে এনসিবি-র অপর একটি দল তল্লাশি চালিয়েছে।

এই তল্লাশির পর স্যামুয়েল মিরান্ডাকে বাড়ি থেকে তুলে নিজেদের অফিসে নিয়ে গিয়েছে তদন্তকারী অফিসাররা। মাদকযোগের ব্যাপারে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদের জন্যই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে নার্কোটিক্স কন্টোল ব্যুরো (এনসিবি)। এনডিপিসি আইন, ১৯৮৫-র অধীনে স্যামুয়েলকে আটক করা হয়। প্রসঙ্গত, সুশান্ত সিং রাজপুত মামলায় শৌভিক এবং স্যামুয়েলকে তলব করেছিল এনসিবি।

৭ বেড়ে রাজস্থানে মৃত্যু ১,১০২ জনের, করোনা-সংক্রমিত ৮৬,৯৬৫

জয়পুর, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাজস্থানে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। মরুরাজ্যে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৭৩৮ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। নতুন করে ৭৩৮ জন আক্রান্ত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৮৬,৯৬৫। শুক্রবার সকালে রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রাজস্থানে নতুন করে ৭৩৮ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে এবং মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের।

আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি ও ইন্টার-ডিসিপ্লিনারি পিএইচ.ডিকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি এবিভিপির

শিলচর (অসম), ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি এবং ইন্টার-ডিসিপ্লিনারি পিএইচ.ডিকে অবিলম্বে স্বীকৃতি প্রদানের দাবি সংবলিত একটি স্মারকপত্র উপাচার্য দিলীপচন্দ্র নাথের হাতে তুলে দিয়েছে ছাত্র সংগঠন এবিভিপি-র আসাম বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিট। স্মারকপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগ যেমন আইন (ল), শিক্ষা (এডুকেশন), প্রযুক্তিবিদ্যা (স্কুল অব টেকনোলজি) মূল বিষয় ছাড়াও অন্যান্য বিষয়েও পাঠ্যক্রমের অখণ্ড অঙ্গ এবং সম্ভাবনাময় গবেষণা ক্ষেত্র বিদ্যমান।

উল্লেখ্য, আইন বিভাগে আইনের বিষয় ছাড়াও বিভিন্ন বিষয় অর্থাৎ সমাজতত্ত্ব, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইংলিশ, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে পড়ানো বাধ্যতামূলক। প্রযুক্তিবিদ্যা বিভাগে প্রযুক্তিবিদ্যা বিষয় ছাড়াও পদার্থবিদ্যা, ইংলিশ পড়ানো আবশ্যক। শিক্ষা বিভাগে রসায়নবিদ্যা, গণিত প্রভৃতি বিষয় পড়ানো হয়ে থাকে। ওই সব বিভাগে ইউজিসি-র নিয়মাবলী অনুযায়ী স্থায়ী অধ্যাপকরা নিজেদের তত্ত্বাবধানে পিএইচ.ডি গবেষণা করার সম্পূর্ণ যোগ্যতা পূরণ করার পরও পিএইচ.ডি সংক্রান্ত স্বীকৃতি পাওয়ার বিষয় অনেক দিন থেকে আটকে রয়েছে। তাই গবেষণামূলক উচ্চ শিক্ষার প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগ বলে স্মারকপত্রে উল্লেখ করেছে এবিভিপি।

বলা হয়েছে, দেশের বড়মাপের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এ রকম মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি ও ইন্টার-ডিসিপ্লিনারি বিষয়ে শিক্ষাদানকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। ২০২০-এর নতুন শিক্ষা নীতির ৩০ এবং ৩১ নম্বর পৃষ্ঠায় স্পষ্টভাবে মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি ও ইন্টার-ডিসিপ্লিনারি শিক্ষাদানের কথা উল্লেখ রয়েছে। উপরন্তু এই মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি ও ইন্টার-ডিসিপ্লিনারি পিএইচ.ডি বাস্তবায়ন হলে অনেক গবেষক গবেষণার সুযোগ পাবেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার মাধ্যমে সমাজ, দেশ গঠন তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ও খ্যাতি অর্জনে সুবিধা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এবিভিপি শাখার সভাপতি রাজদীপ ঘোষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের এবিভিপি ইনচার্জ সুচরিতা রায়, সাগর বাসতলা, তারাশঙ্কর গোস্বামী প্রমুখ উপাচার্যের কাছে দাবি জানিয়েছেন, আগামী ৭ সেপ্টেম্বর অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল-এর বৈঠকে এই বিষয়কে প্রধান্যের সঙ্গে যেনে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়।

অসমে করোনাক্রান্তদের খাদ্য সরবরাহে হাজার কোটির কেলেঙ্কারি, মনোজ বৈদ ও তাঁর ফার্মের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি প্রদীপের

শিলচর (অসম), ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বরাক উপত্যকার সহ অসমে করোনা নিয়ে হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারি হয়েছে বলে অভিযোগ করার পরও সরকার বা প্রশাসন এ সম্পর্কে কোনও জবাব দিতে পারেনি। করোনার নামে কেন্দ্রীয় সরকার কত টাকা সসহয়তা করেছে এবং রাজ্য সরকার কোন কোন খাতে কত টাকা খরচ করেছে তার পরিচ্ছন্ন হিসাব জনসমক্ষে প্রকাশ করার দাবি জানিয়েও লাভ হয়নি। এতেই প্রমাণিত, করোনার নামে হাজার কোটি টাকার কেলেঙ্কারি হয়েছে। বরাক উপত্যকায় কয়লা, বার্মিজ সুপারি, বালি-পাথরের সিন্ডিকেটে জড়িত ব্যক্তিরাই বর্তমানে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে খাদ্য সরবরাহ করছে। সিন্ডিকেটের পাণ্ডারা তাদের ঘনিষ্ঠদের দিয়ে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, হোম কোরেন্টাইন বা কনটেইনমেন্ট জোনে খাদ্য সরবরাহ করার নামে ব্যাপক দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। কথাগুলো ক্ষোভের সঙ্গে সংবাদ মাধ্যমের কাছে তুলে ধরেছেন সারা কাছাড় হাইলাকান্দি করিমগঞ্জ ছাত্র সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি তথা আইনজীবী প্রদীপ দত্তরায়।

প্রদীপ বলেন, হোম কোয়ারেন্টাইনে সরবরাহকৃত ২, ০০০ টাকার খাদ্যসামগ্রীর প্যাকেটে কোটি কোটি টাকার কেলেঙ্কারি হয়েছে বলে ইতিমধ্যে অভিযোগ উঠেছে। যাঁরা এই প্যাকেটগুলো পেয়েছেন তাঁদের বক্তব্য, প্যাকেটে ২,০০০ টাকার খাদ্য ও পণ্য সামগ্রী ছিল না। যে সব সামগ্রী দেওয়া হয়েছে তা অতি অল্প এবং অবশ্যই নিম্নমানের। ওই প্যাকেটগুলিতে ১,০০০ টাকার সামগ্রী থাকার সম্ভাবনাও কম বলে অভিযোগ করেছেন প্রাপকরা। ওই সব প্যাকেট সরবরাহকারী মনোজ বৈদ এবং তার ফার্ম কোটি কোটি টাকার কেলেঙ্কারি করেছে। মনোজ বৈদ ফার্ম একদিকে সরকারকে ঠকিয়েছে, অন্যদিকে জনসাধারণের সঙ্গে প্রতারণাও করেছে। অথচ এত সবের পরও জেলা প্রশাসন কিংবা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কেন কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না তা ভাববার বিষয় বলে জানান প্রদীপ দত্তরায়। তা হলে জেলা প্রশাসন এবং মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের নীরবতার ফলে জনমনে ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে যে তাঁরাও এই বিশাল দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত!

প্রদীপ দত্তরায় যাবতীয় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্য সরবরাহকারী মনোজ বৈদ ও তার ফার্মের বিরুদ্ধে শীঘ্রই তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। একই সঙ্গে অবিলম্বে মনোজ বৈদ ফার্মের মালিককে গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন তিনি। এছাড়া সরকারি যাবতীয় সাপ্লাই বরাকের বাঙালি ব্যবসায়ীদের বঞ্চিত করে শুধুমাত্র মাড়োয়ারি সম্প্রদায়কে প্রদান করা হচ্ছে কীভাবে? বাঙালি ব্যবসায়ীদের বঞ্চিত করে জেলা প্রশাসন বাঙালি বিরোধী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছে। জেলা প্রশাসন দু-একদিনের মধ্যে যদি মনোজ বৈদকে এ সব সরবরাহ থেকে সরিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা এবং মনোজ বৈদকে গ্রেফতার করা না হয়, তা হলে বরাক উপত্যকার জনগণ এই দুর্নীতির প্রত্যুত্তরে কৌশলী প্রক্রিয়ায় আন্দোলনে নামতে বাধ্য হবেন।

তিনি আরও বলেন, মনোজ বৈদ ফার্মের মূল মালিক হচ্ছেন শাসকদলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ শহরের প্রতিষ্ঠাতা ব্যবসায়ী মূলচাঁদ বৈদ। শাসক দলের কতিপয় নেতার বিভিন্ন ব্যবসার সঙ্গেও জড়িত রয়েছেন মনোজ বৈদ। তাদের মদতেই চলছে মেডিক্যালের খাদ্য সরবরাহের বিশাল কেলেঙ্কারি বলে উদ্বেগ ব্যক্ত করেছেন প্রদীপ দত্তরায়।

করিমগঞ্জে পিএমএওয়াই, খাদ্য সুরক্ষার চাল বণ্টনে দেদার দুর্নীতি, জেলাশাসকের দ্বারস্থ সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ইকবাল

করিমগঞ্জ (অসম), ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন ”সকলের জন্য বাসস্থান, সকলের জন্য খাদ্যের সংস্থান”-এর স্লোগান দিচ্ছেন, তখন করিমগঞ্জ জেলায় চলছে এর ঠিক উল্টো। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (পিএমএওয়াই)-র ঘর বন্টন সহ খাদ্য সুরক্ষার চাল বন্টনে করিমগঞ্জ জেলায় চলছে দেদার দুর্নীতি ও স্বজনপোষণ। এ বিষয়ে কড়া পদক্ষেপ নিতে জেলাশাসকের দ্বারস্থ হয়েছেন জেলা সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ইকবাল হুসেন। জেলাশাসক আনবামুথান মুথুস্বামী পালানিস্বামীকে এ ব্যাপারে লিখিত নালিশ জানিয়েছেন ইকবাল।

তিনি প্রথমে এই বিষয়টি জেলা পরিষদের সভাধিপতি আশিস নাথ এবং পরবর্তীতে জেলা প্রকল্প অধিকর্তারও নজরে এনেছিলেন। করিমগঞ্জ জেলার ৯৫টি গ্রাম পঞ্চায়েত (জিপি)-এর মধ্যে প্রায় সবকটি জিপিতেই প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা নিয়ে স্বজনপোষন নীতি চলছে। বিশেষ করে জেলার পাঁচটি বিধানসভা এলাকার মধ্যে দক্ষিণ করিমগঞ্জে চলছে পিএমএওয়াই নিয়ে সীমাহীন দুর্নীতি। জিপি সভাপতি ওয়ার্ড সদস্যরা নিজেদের ইচ্ছেমতো তালিকা তৈরি করছেন। আর এ সবই চলছে জিপি সচিবদের যোগসাজশে। যাদের সরকারি চাকরি আছে কিংবা যারা আর্থিকভাবে স্বচ্ছল তাদের নামে পিএমএওয়াই মঞ্জুর হচ্ছে। আর যারা প্রকৃত সুবিধাভোগী তাঁদেরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।

জেলা সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ইকবাল হুসেন এমন অভিযোগ তুলে আরও বলেন, দক্ষিণ করিমগঞ্জে এমন কিছু এলাকা রয়েছে যেখানে অসহায় জনগণ পলিথিনের নীচে বসবাস করেন। কিন্তু গ্রুপ সদস্য থেকে সভাপতি ও সচিবের সঙ্গে বোঝাপড়া হয়নি বলে তারা পিএমএওয়াই-এর সুবিধা পাচ্ছেন না। ২০১৯-২০ সালে পিএমএওয়াই-এর যে তালিকা তৈরি করা হয়েছে, সেই তালিকার তদন্ত হলে, স্বজনপোষনের প্রমাণ হাতেনাতে ধরা পড়বে বলে দৃঢ়তার সঙ্গে দাবি করেছে ইকবাল।

তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, কেন্দ্রীয় সরকার ঘর তৈরি করতে ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা করে দিচ্ছে। সরকার তো কোনও কার্পণ্য করছে না? কিন্তু কিছু সংখ্যক দুর্নীতিগ্রস্ত পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের হীন মানসিকতার দরুন সাধারণ মানুষ অযথা সরকারকে দোষারোপ করছেন। তাই প্রধানমন্ত্রী আবাস নিয়ে জেলায় যে সব দুর্নীতি চলছে তার সঠিক তদন্ত দাবি করেছেন সংখ্যালঘু বোর্ডের চেয়ারম্যান।

তাঁর দাবি, ওয়েটিং লিস্ট তদন্ত করে অযোগ্য প্রাপকদের নাম কর্তন করে প্রকৃত সুবিধাভোগীদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা এবং যাদের মদতে এ সব দুর্নীতি সংঘটিত হয়েছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র আমরাই প্রতিষ্ঠা করব : চ্যালেঞ্জ দিলীপের

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর (হি স): রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন জেলায় শুক্রবার বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা নেমেছে পথে। "গণতন্ত্র বাঁচাও" এই দাবি তুলে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করছে বঙ্গ বিজেপি। এরই মাঝে "পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র আমরাই প্রতিষ্ঠা করব" মেয়ো রোডে বিজেপির "গণতন্ত্র বাঁচাও" বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে হুংকার রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের।

এদিন বিক্ষোভ মঞ্চ থেকে রাজ্য বিজেপি সভাপতি বলেন, "বিভিন্ন জায়গায় মেয়েদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। প্রতিদিন ধর্ষণ হচ্ছে। কিন্তু কোনও শাস্তি হচ্ছে না। গণতন্ত্র বাঁচানোর জন্য কথা বলতে গিয়ে বহু বিজেপি কর্মী প্রাণ হারাচ্ছেন। বিজেপি কর্মীদের বেধড়ক মারধর করে মেরে ফেলা হচ্ছে। তৃণমূলে একটা কর্মীরও চার্জশিট হয় না কোন শাস্তি হয় না। মানুষ এখন পরিবর্তন চাইছে"।

এরপরই হুংকার দিয়ে রাজ্য বিজেপি সভাপতি বলেন ," আমরা প্রাণ দিয়ে রক্ত দিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করব। গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা আমরাই করব। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র বাঁচানোর জন্য ধর্না দিতে হচ্ছে। বহু জায়গায় ধর্না মঞ্চ ভেঙে দেওয়া হচ্ছে"।

এরপরেই নির্বাচন প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একহাত দিলীপের। এই প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, "হেরে যাওয়ার ভয়ে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যে ইভিএমে ভোট হওয়ার পর দিদিমণি নির্বাচনে জিতেছেন এখন সেই ইভিএম এর বিরুদ্ধে তিনি লড়ছেন"।

উল্লেখ্য, আজ শুক্রবার ৪ সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্য জুড়ে পালন হচ্ছে বিজেপির "গণতন্ত্র বাঁচাও" কর্মসূচি। রাজ্য জুড়ে ৮১ টি বিডিও অফিসের সামনে ধর্নায় বসেছে বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। মূলত রাজ্যে গণতন্ত্র নেই, গণতন্ত্র লুট হচ্ছে এই অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে বিজেপি। মেয়ো রোডে বিজেপির "গণতন্ত্র বাঁচাও" বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত রয়েছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ, বিজেপি নেতা মুকুল রায়, রাহুল সিনহা সহ আরও অনেক বিজেপি কর্মী সমর্থকরা।

হিন্দুস্থান সমাচার/ পায়েল /কাকলি

সুস্থ থাকতে ফিট থাকা আবশ্যিক, দৌড়ের আয়োজন চেস বক্সিং অর্গানাইজেশনের

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সুস্থ থাকা আমাদের সকলের ক্ষেত্রেই অতি আবশ্যিক। বিশেষ করে কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে, যখন সবাই গৃহবন্দী, কাজ চলছে বাড়ি থেকেই। ফিটনেস মানেই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি। এই লক্ষ্যে "ফিট ইন্ডিয়া ফ্রিডম রান"-এর আয়োজন করল চেস বক্সিং অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়া।

চেস বক্সিং অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, দেশজুড়ে সমস্ত চেস বক্সার্স, অন্ততপক্ষে ১০০০ জন চেস বক্সার্স "ফিট ইন্ডিয়া ফ্রিডম রান"-এ অংশ নেবেন। গত ২৯ আগস্ট, জাতীয় ক্রীড়া দিবসের দিন কেন্দ্রীয় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের পক্ষ থেকে ফিন ইন্ডিয়া মুভমেন্টের ঘোষণা করা হয়।

হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৮৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ফাঁসিদেওয়ায় নির্মাণ শেষের আগেই ধসে পড়েছে ঝুলন্ত সেতু

ফাঁসিদেওয়া ৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : দার্জিলিংয়ের ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গিরমিত লাইনে টুনা নদীর ওপর তৈরির আগে ধসে পড়েছে নির্মীয়মাণ ঝুলন্ত সেতু। সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছিল কয়েকমাস আগে। ইতিমধ্যেই, সেতুর দুধারে পিলার তৈরি হয়েছে। কিন্তু, সেতু তৈরির আগেই ভিত সহ পিলার ধসে পড়েছে। বিষয়টি নিয়ে গ্রামবাসীদের মধ্যে ক্ষোভ জমেছে। বাসিন্দাদের অভিযোগ, ঠিকাদার সংস্থা নিম্নমানের কাজ করেছে বলেই সেটি ভেঙে পড়েছে। এমনকি নদীর তলায় পিলারের রডও বেরিয়ে এসেছে। অবিলম্বে পুরোনো সেতু ভেঙে পুনর্নির্মাণের দাবি তুলেছেন গ্রামবাসীরা। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি তাপস সরকার জানিয়েছেন, নদীর পাড়ে থাকা সেতুর একটি পিলার জলের তোড়ে ভেঙে পড়েছে। এবারে নদী থেকে দূরে সেটি তৈরি করে দেওয়া হবে। নির্মাণকাজ এখনও সম্পন্ন হয়নি। প্রসঙ্গত, চলতি বছর ২১ জানুয়ারি শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি সেতুর নির্মাণকাজের শিলান্যাস করেন। হিন্দুস্থান সমাচার/সোনালি

বীরপাড়া হাসপাতালের চিকিৎসককে মারধরের অভিয়োগ, প্রতিবাদে বন্ধ আউটডোর পরিষেবা

বীরপাড়া, ৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে এক চিকিৎসককে মারধরের অভিযোগ উঠল রোগীর আত্মীয়দের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার রাতে এই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার সকাল থেকে হাসপাতালের আউটডোর পরিষেবা বন্ধ রেখেছেন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা।

জয়বীরপাড়া চা বাগান এলাকার এক ব্যক্তি দুর্ঘটনায় আহত হলে তাঁকে বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু তাঁর চিকিৎসা শুরু করতে অনেকটা দেরি হয়ে যায় বলে অভিযোগ। এরপরই আহত ব্যক্তির আত্মীয়পরিজনরা কর্তব্যরত চিকিৎসকের ওপর চড়াও হন। বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালের সুপার বিদ্যুৎ ঘোষ বলেন, 'করোনা পরিস্থিতিতে রাতদিন পরিশ্রম করতে হচ্ছে। আটজন করোনা সংক্রামিত এখনও বীরপাড়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ধূপগুড়ি ব্লক থেকেও রোগী আসছেন। কোভিড হাসপাতালেও চিকিৎসক পাঠানো হচ্ছে। মানুষ আর আমাদের কাছে কী চাইছেন?' এই বিষয়ে বীরপাড়া থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তদের শনাক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বীরপাড়া থানার ওসি পালজার ভুটিয়া বলেন, 'অভিযুক্তদের ধরতে বান্দাপানি, জয়বীরপাড়া সহ কয়েকটি চা বাগানে পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছে।' হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

বেতন না মেলায় মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ হুগলি নদী জলপথ পরিবহণ সমবায় সমিতির কর্মীরা

হুগলি, ৪ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : করোনার জেরে যাত্রী সংখ্যা কমায় বেতন হচ্ছে না হুগলি নদী জলপথ পরিবহণ সমবায় সমিতির কর্মীরদের। অবস্থা যা তাতে যে কোনও দিন বন্ধ হয়ে যেতে পারে ৭-৮টি রুটের লঞ্চ পরিষেবা। তাই মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে তাঁরই দ্বারস্থ হলেন হুগলি নদী জলপথ পরিবহণ সমবায় সমিতির কর্মীরা। উৎসবেরে মুখে বেতনহীন ৩ শতাধিক কর্মী। তার ওপর সরকারি সাহায্য না মিললে ভবিষ্যত একদমই অন্ধকার। লকডাউনে বন্ধ হয়ে যায় হুগলি নদী জলপথ পরিবহণ সমবায় সমিতির রুটগুলির লঞ্চ চলাচল। তার জেরে বন্ধ হয়ে যায় সমিতির রোজগারও। সেই সময় কর্মীদের বেতন দিতে ভাঙাতে হয় সমিতির গচ্ছিত সঞ্চয়ও। আনলক পর্বে এই লঞ্চ রুট আবারও চালু হলেও যাত্রীদের অভাবে কার্যত ধুঁকছে। কারণ একদিকে যেমন লোকাল ট্রেন পরিষেবা বন্ধ। ঠিক তেমনি বন্ধ স্কুল-কলেজ, অফিসকাছারি। তাই এখন লাভের মুখ তো দূরের কথা খরচের টাকাই উঠছে না। তার জেরেই সমিতির প্রায় ৩৫০জন কর্মী জুলাই মাসের কাজের জন্য আগস্ট মাসে কোনও বেতনই পাননি। সেপ্টেম্বর মাসে যে পাবেন তেমন নিশ্চয়তাও নেই। তাই শেষমেষ, মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ সমিতির কর্মীরা। একই সঙ্গে চিঠি দেওয়া হয়েছে রাজ্য সমবায় দফতরকেও। পরিস্থিতি না বদলালে এই রুটে লঞ্চ পরিষেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছে সমিতির কর্মীরা। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

করোনা আক্রান্ত পুলিশকর্মীকে ভর্তি না নেওয়ায় মেডিকেল কলেজে বিক্ষোভ পুলিশ কর্মীদের

কলকাতা, ৪ সেপ্টেম্বর(হি. স.): ফের চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে এবার হাসপাতালের সামনে নজিরবিহীনভাবে বিক্ষোভ দেখাল কলকাতা পুলিশ। করোনা আক্রান্ত এক পুলিশকর্মীকে হাসপাতাল ভর্তি নিতে অস্বীকার করাতেই এ বিক্ষোভ দেখান পুলিশকর্মীরা।

শুক্রবার সকালে পুলিশকর্মীদের অভিযোগ, গত কয়েকদিনে এই মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ভিতরে বউবাজার থানার যে পুলিশ ফাঁড়ি রয়েছে সেখানকার বেশ কয়েকজন পুলিশ ক র্মী করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। এদিন তেমনই এক পুলিশকর্মীকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে নিয়ে গেলে চূড়ান্ত হেনস্থা এবং হয়রানির শিকার হতে হয় ওই কর্মীর পরিবার ও অন্য পুলিশকর্মীদের। দু"ঘণ্টার বেশি সময় ধরে তাঁকে ভর্তি না নিয়ে অপেক্ষা করানো হয়। তারপরেও তাঁকে ভর্তি করানো যায়নি। এই ঘটনার পরেই তাঁর সহকর্মীরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। হাসপাতালের সামনে ও প্রশাসনিক দফতরের সামনে লাগাতার বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তারা। পুলিশকর্মীদের অভিযোগ, এটাই প্রথম নয়। এর আগে একাধিক সহকর্মীদের ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটেছে। করোনা আক্রান্ত পুলিশকর্মীদের ভর্তি করতে গেলেও একই অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সেই সব নিয়েই এদিন ক্ষোভে ফেটে পড়ে পুলিশকর্মীরা।করোনা হাসপাতাল হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার পর থেকে পুলিশকর্মীরা প্রাণপাত পরিশ্রম করছেন মেডিকেল কলেজের ভিতরে ও চারপাশের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে। কিন্তু সেখানে পুলিশ কর্মীদের ভর্তি করতেই এহেন অসহযোগিতার মুখে পড়ে কার্যত নিন্দায় সরব হয়েছেন তারা। যদিও মেডিকেল কলেজের সুপার ইন্দ্রনীল বিশ্বাস জানিয়েছেন, কেন এই ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। হিন্দুস্থান সমাচার/মৌসুমী / কাকলি

আগামীকাল থেকে আর প্রতি শনিবার বন্ধ নয় ব্যাঙ্ক জানাল রাজ্য

কলকাতা,৪ সেপ্টেম্বর (হি স):করোনা পরিস্থিতিতে প্রতি শনিবার ও রবিবার ব্যাঙ্ক বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলেও আনলক ফোরে পাল্টালো নিয়ম। আগামীকাল শনিবার থেকে আর প্রতি শনিবার বন্ধ থাকবে না ব্যাঙ্ক। শুক্রবার নির্দেশিকা জারি রাজ্যের অর্থমন্ত্রকের।

নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, আগামীকাল থেকে প্রতি শনিবার বন্ধ নয় ব্যাঙ্ক। কাল থেকেই আবার চালু হচ্ছে ব্যাঙ্কের নিজস্ব নিয়মে ছুটি। আগের মতোই শুধুমাত্র দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার বন্ধ থাকবে সব ব্যাঙ্ক। বাকি শনিবার ব্যাঙ্কের পরিষেবা চলবে। যদি কোনও শনিবার হলিডে হয় তাহলে সেদিন বন্ধ থাকবে ব্যাঙ্ক। নির্দেশিকা আরও বলা হয়েছে, গত ২০ জুলাই একটি নির্দেশিকায় রাজ্য সরকার জানায় মাসের প্রতি শনি ও রবিবার রাজ্যের সব ব্যাঙ্ক পরিষেবা বন্ধ থাকবে। কিন্তু বর্তমানে সংক্রমণের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে একাধিক পরিষেবায় ছাড় দেওয়া হয়েছে।

হিন্দুস্থান সমাচার/ পায়েল /কাকলি

বাড়ছে চুরি

● প্রথম পাতার পর

শুরু করেছে। চোরেরা পালিয়ে যাওয়ার সময় সেখানে একটি শাবল ফেলে গেছে। পুলিশ চোরদের ফেলে যাওয়া শাবল উদ্ধার করে ফরেনসিক পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছে।তবে চুরি যাওয়া টাকা এবং ল্যাপটপ সহ অন্যান্য জিনিসপত্র উদ্ধারের কোনো সংবাদ নেই।ব্যাপ্টিস্ট চার্চ এর প্রধান কার্যালয়ে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার জনমনে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে পরিচিত লোকজনই এই চুরির ঘটনায় জড়িত রয়েছে। চোরদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকার জনগণ।

বিশালগড় মহাকুমা বেশ কয়েকদিন ধরে চোরের উপদ্রব বৃদ্ধি পেয়েছে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন কারণ এখন চলছে নাইট কারফিউ কিন্তু কারফিউ এর মধ্যে কি করে এইভাবে প্রায় প্রতিদিন চুরি সংঘটিত করতে পারছে চোরের দল গত ২ দিন আগে বিশালগড় থানার অন্তর্গত গকুলনগর এলাকার ২ বাড়ি থেকে সর্বত্র চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল এর রেশ কাটতে না কাটতেই একেই এলাকাতে আবার গতকাল রাতে দুই বাড়িতে হানা দেয় চোরের দল ১ বাড়িতে চুরি করতে ব্যর্থ হলেও দিনমজুর কাউসার মিয়ার বাড়িতে চুরি করতে সক্ষম বাড়ি মালিক কাউসার মিয়া জানান যে ঘরের পেছনের জানালা ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে আলমারি থেকে নগদ ৫২ হাজার টাকা সহ কিছু স্বর্ণালঙ্কার লুট করে নিয়ে যায় চোরের দল সকালে ঘুম থেকে উঠলে চুরির ঘটনাটি নজরে আসে অন্যদিকে একই এলাকার আরেকটি বাড়িতে ঘরের দরজা ভাঙতে গেলে মালিক টের পেয়ে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে ততক্ষণে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় চোরের দল বর্তমানে চুরের উপদ্রব বৃদ্ধি পাওয়ায় গকুলনগর এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। টাকা এবং ল্যাপটপ সহ অন্যান্য জিনিসপত্র উদ্ধারের কোনো সংবাদ নেই।ব্যাপ্টিস্ট চার্চ এর প্রধান কার্যালয়ে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার জনমনে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে পরিচিত লোকজনই এই চুরির ঘটনায় জড়িত রয়েছে। চোরদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকার জনগণ।

বিশালগড় মহাকুমা বেশ কয়েকদিন ধরে চোরের উপদ্রব বৃদ্ধি পেয়েছে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন কারণ এখন চলছে নাইট কারফিউ কিন্তু কারফিউ এর মধ্যে কি করে এইভাবে প্রায় প্রতিদিন চুরি সংঘটিত করতে পারছে চোরের দল গত ২ দিন আগে বিশালগড় থানার অন্তর্গত গকুলনগর এলাকার ২ বাড়ি থেকে সর্বত্র চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল এর রেশ কাটতে না কাটতেই একেই এলাকাতে আবার গতকাল রাতে দুই বাড়িতে হানা দেয় চোরের দল ১ বাড়িতে চুরি করতে ব্যর্থ হলেও দিনমজুর কাউসার মিয়ার বাড়িতে চুরি করতে সক্ষম বাড়ি মালিক কাউসার মিয়া জানান যে ঘরের পেছনের জানালা ভেঙ্গে ঘরে প্রবেশ করে আলমারি থেকে নগদ ৫২ হাজার টাকা সহ কিছু স্বর্ণালঙ্কার লুট করে নিয়ে যায় চোরের দল সকালে ঘুম থেকে উঠলে চুরির ঘটনাটি নজরে আসে অন্যদিকে একই এলাকার আরেকটি বাড়িতে ঘরের দরজা ভাঙতে গেলে মালিক টের পেয়ে চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে ততক্ষণে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় চোরের দল বর্তমানে চুরের উপদ্রব বৃদ্ধি পাওয়ায় গকুলনগর এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

আত্মঘাতী যুবক

● প্রথম পাতার পর

বৃহস্পতিবার রাত এগারোটা নাগাদ নিজ বাড়িতেই সে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করে বলে জানা গেছে। ঘটনাটি পরিবারের পক্ষ থেকে ধর্মনগর থানার পুলিশকে জানানো হয়।খবর পেয়ে ধর্মনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ধর্মনগর হাসপাতালে নিয়ে আসে। ময়নাতদন্তের পর মৃত দেহটি পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।মিন্টু ধর নামে ওই যুবককে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে সে সম্পর্কে অবশ্য বিস্তারিত কোনো তথ্য জানা যায়নি। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে পারিবারিক কলহের জেরে সে হয়তো আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে। পুলিশ প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এর পেছনে অন্য কোন রহস্য আত্মগোপন করে রয়েছে কিনা তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

অনুপ্রবেশকালে

● প্রথম পাতার পর

হয়ে পড়ায় বাংলাদেশ থেকে ওই ব্যক্তি বাড়িতে আসছিল। সীমান্ত অতিক্রম করে রাজ্যে অনুপ্রবেশের সময় ঘাটে বিএসএফ জওয়ানরা তাকে আটক করে। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।প্রাথমিকভাবে জানা গেছে তার কাছ থেকে আপত্তিকর কোনো জিনিসপত্র পাওয়া যায়নি।

পাচার

● প্রথম পাতার পর

সেই মত ভেদের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বক্সনগর থানায় এ ব্যাপারে দুটি পৃথক পৃথক মামলা গৃহীত হয়েছে। পুলিশ উভয় মামলার তদন্ত শুরু করেছে।তবে এখনো পর্যন্ত এ ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার এর সংবাদ নেই।

গুরুতর দুই

● প্রথম পাতার পর

নার নাম কনিকা বিশ্বাস (৫০)। তিনি জোলাইবাড়ী পোষ্ট অফিসে কর্মরত বলে জানাযায়।

উত্তর ত্রিপুরা পানিসাগরের পদ্মবিল নতুনবাজারে পথ দুর্ঘটনায় এক বৃদ্ধ গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। দমকল বাহিনীর জওয়ানরা আহত বৃদ্ধকে উদ্ধার করে প্রথমে পানিসাগর হাসপাতালে নিয়ে যায়।বৃদ্ধার অবস্থা সঙ্কটজনক হয় সেখান থেকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় একটি পোলট্রি ওই বৃদ্ধাকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। ঘটনা বিকেল পাঁচটা নাগাদ। স্থানীয় জনগণ অলটো গাড়ি আটক করতে সক্ষম হয়েছেন। অলটো গাড়ির চালকের অসাবধানতা কারণেই এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গেছে। পানিসাগর থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

সুদীপ বর্মনের

● প্রথম পাতার পর

খবর সঠিক ভাবে না পোছায় তার জন্য চেষ্টা করছে তারা। এ ধরনের প্রবণতা ঠিক নয়। তা রাজ্যবাসী বরদাস্ত করবে না। বিষয়টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী খবর নিয়ে যাচাই করা জরুরি বলে অভিমত ব্যক্ত করেন শ্রী বর্মন।আর যেটা হচ্ছে রাজ্যে সেটা উদ্বেগের বিষয়। মৃত্যুহার রুখতে পরিষেবা সঠিক পথে পরিচালনা করতে হবে। আর স্বাস্থ্যমন্ত্রী কোনরকম সাড়া না পেয়ে শাসক দলের বিধায়ক হয়েও এ ধরনের সাংবাদিক সম্মেলন করতে হয়েছে বলে জানান তিনি।অভিজ্ঞতার সাথে রাজ্যের ১৪ মাসের প্রাক্তন স্বাস্থ্যমন্ত্রী গোষ্ঠী সংক্রমণ নিয়ে ইঙ্গিত অনেকটা ভয়াবহ বিষয়টি তুলে ধরেন এদিন। পাশাপাশি তিনি এদিন সকলকে শারীরিক দূরত্ব এবং মাস্ক পরিধানের বিষয়ে অবগত করেন।

বাংলাদেশ

● প্রথম পাতার পর

টার্মিনাল, গুদামঘর, কনটেইনার ডিপো, পাম্প হাউস, স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্র ইত্যাদি সুযোগ সুবিধাগুলি থাকবে।

সভায় আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্টের সম্পসারণ ও উন্নয়ন বিষয়ে ল্যাণ্ড পোর্ট অথরিটি অব ইণ্ডিয়ার চেয়ারম্যান শ্রী মিশ্র জানান, বর্তমানে আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্টের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও ত্রিপুরার মধ্যে যাতায়াত সহ বাণিজ্য কার্যকলাপ বদ্ধি পাওয়ায় এই চেকপোস্টটি সম্পসারণ ও উন্নয়নের প্রয়োজন রয়েছে। এরজন্য জন্য প্রয়োজনীয় জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়েও তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে অবহিত করেন। সভায় এই দুটি চেকপোস্টের প্রস্তাবিত নকশাও মুখ্যমীর সামনে তুলে ধরা হয়। আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্টের সম্পসারণ ও উন্নয়ন এবং সাব্রুমে ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট স্থাপনের কাজটি দ্রত শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ করে তা ল্যাণ্ড পোর্ট অথরিটি অব ইণ্ডিয়ার কাছে হস্তান্তর করার জন্য শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যেকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সভায় এছাড়াও মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অধিকর্তা প্রশান্ত কুমার গোয়েল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আক্রান্ত ৬৯১

● প্রথম পাতার পর

ঊনকোটি জেলায় ১৮, ধলাই জেলায় ৬১, খোয়াই জেলায় ৫৩,, পশ্চিম জেলায় ৩০৪, সিপাহিজলায় ৬৪, গোমতী জেলায় ৪৯ এবং দক্ষিণ জেলায় ৫৬ জন।

তাছাড়া এদিন মৃত্যু হয়েছে সাত জনের। তার মধ্যে পশ্চিম জেলার চারজন। সিপাহীজলা, দক্ষিণ জেলা এবং ধলাই জেলায় একজন করে মারা গিয়েছেন। সেই সাথে রাজ্যের বিভিন্ন কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন ২৭১ জন রোগী।

না করার সিদ্ধান্ত

● প্রথম পাতার পর

পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ মাশুল বাড়ানো উচিৎ নয় বলে কমিশন মনে করে। উপরন্তু ভোক্তাদের রিলিফ দেবার জন্য একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই ২০২০'র ৪ এপ্রিলের কমিশনের এক আদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থা, লাইসেন্সধারীগণ এবং রাজ্যের ভোক্তাদের কিছু ছাড় দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিষয়টির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনের খরচ কিভাবে কমানো যায় সেদিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হচ্ছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরা বিদ্যৎ উৎপাদনে উদ্বৃত্ত। এর সুবিধা কিভাবে আরও ভালভাবে কাজে লাগানো যায় তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কমিশন আজ ভোক্তাদের যে সমস্ত ছাড় দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে তা ১লা সেপ্টেম্বর, ২০২০ থেকে কার্যকর হবে। সাংবাদিক সম্মেলনে ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরী কমিশনের সদস্য জীবন কৃষ্ণ সেনও উপস্থিত ছিলেন।

হুমকি

● প্রথম পাতার পর

পঞ্চায়েত সদস্য আব্দুস সাত্তারকে প্রাণে মারার হুমকি ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।কিন্তু প্রশাসন এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আব্দুল সত্তার সহ নেতৃবৃন্দ। শেষ পর্যন্ত আব্দুল ছাত্তার এ বিষয়ে জেলা পুলিশ সুপারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান।জেলা পুলিশ সুপার বিষয়ে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার আশ্বাস দিয়েছেন বলে তিনি জানিয়েছেন। একশন পঞ্চায়েত সদস্যকে প্রাণে মারার হুমকি ঘটনাকে রীতিমতো উদ্বেগজনক বলে মনে করছেন স্থানীয় জনগণ। এর পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য জড়িত রয়েছে বলে বিভিন্ন মহলের অভিমত। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই এ ধরনের কার্যকলাপ সংঘটিত করা হচ্ছে বলে অনেকেই মনে করছেন।ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে পুলিশকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে এলাকাবাসীর তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

৩৪ জন ডাক্তার

● প্রথম পাতার পর

এরমধ্যে পশ্চিম জেলায় ৩৪ জন। সিপাহীজলায় ৩ জন, খোয়াইয়ে ১ জন, গোমতীতে ২ জন, ধলাইয়ে ৩ জন, ঊনকোটিতে ৩ জন এবং উত্তর জেলায় ৪ জন মারা গেছেন। তিনি জানান, বর্তমানে করোনায় দেশে মৃত্যুর হার ১.৭৫ শতাংশ। সেখানে রাজ্যে মৃত্যুহার ০.৯৫ শতাংশ। দেশে প্রতি ১০ লক্ষ জনসংখ্যায় পরীক্ষা হচ্ছে ৩৩,৯৭৮ জনের, রাজ্যে পরীক্ষা হচ্ছে ৭০,৭৪৩ জনের। দেশে পজিটিভিটি হার ৮.৪৭ শতাংশ। রাজ্যে পজিটিভিটির হার ৪.৭২ শতাংশ। তিনি জানান, রাজ্যে বর্তমানে ত্রিপল লেয়ার মাস্ক, এন-৯৫ মাস্ক, পিপিই কিট, গগলস, অ্যান্টিজেন ডিটেকশন কিট, আর টিপিসি আর, ট্রু-বোট প্রভৃতির মজত সন্তোষজনক রয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন সকলের সহযোগিতায় কোভিড-১৯ এর পরিস্থিতি রাজ্যে ভাল অবস্থায় আসবে।

সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ জাতীয় শিক্ষা নীতি-২০২০ সম্পর্কে বলেন, এই শিক্ষা নীতি সর্বাঙ্গীন। জাতীয় শিক্ষা নীতিতে 'আরলি চাইল্ড কেয়ার এডুকেশন'কে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজ্যে আগেই সরকার ৬৭টি বিদ্যালয়ে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করেছে। দিব্যাঙ্গজনদের শিক্ষার জন্য 'সক্ষম ত্রিপুরা' নামে একটি প্রকল্প চালু করেছে। ২৪ টি বিদ্যালয়ে বৃত্তিমূলক কোর্স চালু করেছে। শিক্ষামী বলেন, রাজ্যে জাতীয় শিক্ষা নীতি কার্যকর করার জন্য ইতিমধ্যেই দু'টি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষা দপ্তরে টাস্ক ফোর্সে ৩২ জন এবং বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের টাস্ক ফোর্সে ৩৮ জন সদস্য রয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রীবলেন, রাজ্যে জাতীয় শিক্ষা নীতি সম্পর্কে টকশো করার জন্য ইতিমধ্যেই টিম তৈরি করা হয়েছে। ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জাতীয় শিক্ষা নীতি নিয়ে সেমিনার শুরু হবে।

কেন্দ্রের

● প্রথম পাতার পর

১,০৯৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৮৩,৩৪১ জন। শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৬৮,৪৭২ জন এবং মোট সংক্রমিত ৩৯,৩৬,৭৪৮ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩০, ৩৭,১৫২ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৮ লক্ষ ৩১ হাজার ১২৪।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ৬৮,৪৭২ জনের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৪৮ জনের মৃত্যু হয়েছে, অন্ধ্রপ্রদেশে ৪,২০০ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ৭ জন, অসমে ৩৩০ জন, বিহারে ৬৭২ জনের, চন্ডীগড়ে ৬৩ জন, ছত্তিশগড়ে ৩১৫ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু"জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৪,৫০০ জনের, গোয়া ২১২ জন, গুজরাটে ৩,০৬২ জনের, হরিয়ানায় ৭৪০ জনের, হিমাচল প্রদেশে ৪৮ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ৭৪৩ জনের, ঝাড়খণ্ডে ৪৪৪ জনের, কর্ণাটকে ৬,০৫৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৩১৫ জন, লাদাখে ৩৫ জন, মধ্যপ্রদেশে ১,৪৮৩ জন, মহারাষ্ট্রে ২৫,৫৮৬ জনের মৃত্যু হয়েছে, মণিপুরে ৩২ জন, মেঘালয়ে ১৩ জন, নাগাল্যান্ডে ৯ জন, ওড়িশায় ৫২২ জনের, পুদুচেরিতে ২৬০ জন, পঞ্জাবে ১,৬৯০ জন, রাজস্থানে ১,০৯৫ জনের, সিকিমে ৪ জন, তামিলনাড়ুতে ৭,৬০৮ জন, তেলেঙ্গানায় ৮৬৬ জন, ত্রিপুরায় ১২৯ জন, উত্তরাখণ্ডে ৩০০ জন, উত্তর প্রদেশে ৩,৬৯১ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৩,৩৯৪ জন প্রাণ হারিয়েছেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ভারতে এই মুহূর্তে মৃত্যু হয়েছে ১.৭৪ শতাংশ মানুষের, সুস্থ হয়েছেন ৭৭.১৫ শতাংশ মানুষ এবং চিকিৎসাধীন ২১.১১ শতাংশ মানুষ।

ইম্মোবিলে, সোনার বুট ও বিতর্কিত ইতিহাস

নিশ্চিত হয়ে গেল ১৩ বছর পর কোনো ইতালিয়ান পাচ্ছেন ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শু বা সোনার জুতো। সিরি 'আ'র ৩৭ তম রাউন্ডে ৩৫ তম গোল করে বায়ার্ন মিউনিখের রবার্ট লেভানডফস্কিকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন লাৎসিওর চিরো ইম্মোবিলে। ইতালিয়ান স্ট্রাইকারকে টপকানোর গাণিতিক সম্ভাবনা ছিল শুধু জুভেন্টাসের ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর। কিন্তু চার গোলে পিছিয়ে থাকা পর্তুগিজ মহাতারকাকে আজ রোমার বিপক্ষে লিগে নিজেদের শেষ ম্যাচে না খেলানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুই ম্যাচ হাতে রেখে লিগ জেতা জুভ। কোচ মরিসিও সারি ২৪ জনের দলেই রাখেননি সিআর সেভেনকে।ইম্মোবিলের আগে সর্বশেষ ইতালিয়ান হিসেবে গোল্ডেন শু জিতেছিলেন ফ্রান্সেসকো টট্টি। ২০০৬-০৭ মৌসুমে ২৬ গোল করেছিলেন রোমার 'সম্রাট'। ঠিক আগের মৌসুমেও ইতালিয়ানদের হাতে ওঠে গোল্ডেন শু। ফিওরেন্তিনার লুকা টনি ৩১ গোল করে পান তা। ১৯৬৭-৬৮ মৌসুমে চালু হওয়া গোল্ডেন শু জেতা ইতালিয়ান এই তিনজনই। টট্টি জেতার পরে সর্বশেষ ১৩ মৌসুমে লিওনেল মেসি (৬) ও ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোরা (৪) মিলেই জিতেছেন ১০ বার।এখন ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শু দেওয়া হয় লিগের মান ভিত্তিতে দেওয়া পয়েন্টের হিসেবে। ইউরোপের শীর্ষ লিগগুলোতে প্রতিটি গোলের জন্য ২ পয়েন্ট, অন্য লিগগুলোতে কোনোটির গোলপ্রতি পয়েন্ট ১.৫, কোনোটির ১।এক সময় অবশ্য পয়েন্টের কোনো হিসাবনিকাশ ছিল না। পুরো ইউরোপে সবচেয়ে বেশি গোল করার হাতেই উঠত গোল্ডেন শু। বেশ কিছু বিতর্কের পর পরিবর্তন আসে নিয়মে, আসে পয়েন্ট পদ্ধতি। এই পরিবর্তনে বড় দায় রোমানিয়া ও সাইপ্রাসের।লিগ জেতার জন্য কিংবা অবনমন বাঁচাতে বিশ্বের নানা প্রান্তে অনেক দলই পাতানো ম্যাচের আশ্রয় নেয়। কিন্তু সর্বোচ্চ গোলদাতা হতেও যে পাতানো ম্যাচের আয়োজন করা যায় সেটির প্রমাণ দিয়েছিল ইউরোপিয়ান দেশ রোমানিয়া। ১৯৮৭ সালে নিজেদের লিগের এক খেলোয়াড়কে ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শু পাইয়ে দিতে রীতিমতো ঘটা করে পাতানো ম্যাচের আয়োজন করেছিল রোমানিয়ান ফুটবল কর্তারা।চার বছর পর আরেক কাণ্ড করে সাইপ্রাসের ফুটবল ফেডারেশন। তাঁরা দাবি করে তাঁদের এক খেলোয়াড় ৪০ গোল করেছে। তাই গোল্ডেন শুটা সেই খেলোয়াড়কেই দেওয়া উচিত। কিন্তু সাইপ্রাস লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতাদের আনুষ্ঠানিক তালিকায় আবার দেখায় ওই মৌসুমে লিগে কোনো খেলোয়াড় ১৯ গোলের বেশি করেননি। এই ঝামেলা মেটাতে না পেরে স্থগিতই করে দেওয়া হয়েছিল সেই মৌসুমের গোল্ডেন শু। ১৫ বছর পর মেটে ওই ঝামেলা। অনেক গবেষণার পর রেড স্টার বেলগ্রেডের দারকো পানচেভকে দেওয়া হয় ১৯৯০-৯১ মৌসুমের ইউরোপের সর্বোচ্চ গোলদাতার স্বীকৃতি। ৩৪ গোল করেছিলেন সাবেক যুগোস্লাভিয়া ও মেসিডোনিয়ার হয়ে আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলা পানচেভ।সাইপ্রিয়টদের ওই কাণ্ডের পর একরকম বাধ্য হয়েই টানা ছয় মৌসুম কাউকে গোল্ডেন শু দেয়নি আয়োজক ফরাসি পত্রিকা লে'কিপ। লে'কিপ এরপর সরেই দাঁড়ায় আয়োজন থেকে। নিয়মকানুন পরিবর্তন করে ইউরোপিয়ান গোল্ডেন শু দেওয়ার দায়িত্ব নেয় ইউরোপিয়ান স্পোর্টস মিডিয়া।১৯৮৬-৮৭ মৌসুমের অস্ট্রিয়ান বুন্দেসলিগাটা যখন শেষ হলো ৩৮ গোল করে ইউরোপের সর্বোচ্চ গোলদাতা ছিলেন অস্ট্রিয়া ভিয়েন ক্লাবের তারকা টনি পোলস্টার। পোলস্টার লিগে শেষ ম্যাচটা খেলার সময় রোমানিয়ান ক্লাব দিনামো বুখারেস্টের স্ট্রাইকার রোদিওন কামাতারুর গোল ছিল ২৬ টি, তবে হাতে ম্যাচ ছিল ৬ টি।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

অ্যানফিল্ড বিপর্যয়ের পর বার্সেলোনার বিবর্ণ বছর

সব বড় সাফল্যের পিঠেই থাকে একটা ব্যর্থতার গল্প। লিভারপুল নিজেদের মাঠে লিখেছিল চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসের অন্যতম সেরা প্রত্যাবর্তনের গল্প। বার্সেলোনার জন্য যা ইউরোপ সেরার লড়াইয়ের আরেকটি বেদনাগাথা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গত কয়েক মৌসুমে সময়টা ভালো কাটেনি বার্সেলোনার। টানা তিন আসরে কোয়ার্টার-ফাইনাল থেকে ছিটকে পড়ে স্প্যানিশ দলটি। আগের মৌসুমে রোমার মাঠে বিব্রতকর হারের স্মৃতি তখনও তাজা।গত মৌসুমে অনেকটাই নিজেদের ফিরে পেয়েছিল বার্সেলোনা। শেষ আটের গেরো কাটিয়ে জায়গা করে নিয়েছিল শেষ চারে। নিজেদের মাঠে লিভারপুলকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে জাগিয়েছিল ফাইনালে খেলার আশা। কে জানতো, আবারও তাদের পুড়তে হবে আশাভঙ্গের বেদনায়। ফিরতি পর্বে বাজে ফুটবল খেলে ছিটকে পড়ে তারা।

বার্সেলোনার সাফল্যে ভরা ইতিহাসে 'অ্যানফিল্ডের সেই বিপর্যয়' অনেকের কাছে কালো এক অধ্যায়। সেই কষ্ট হয়তো আজও কাতালান ক্লাবটির অনেককে তাড়া করে ফেরে। হতাশার সেই অধ্যায়ের বৃহস্পতিবার পূর্ণ হলো এক বছর।কাম্প নউয়ে শেষ আটের প্রথম পর্বে একপেশে লড়াইয়ে ৩-০ গোলে জিতে ফাইনাল এক পা দিয়েই রেখেছিল বার্সেলোনা। কিন্তু ফিরতি পর্বে পুরোপুরি খেই হারিয়ে ফেলে তারা।সপ্তম মিনিটে দিভোক ওরিগির গোলে শুরু। ৫৪তম মিনিটে জর্জিনিয়ো ভিনালডাম ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। দুই মিনিট পর ডাচ এই মিডফিল্ডারের দ্বিতীয় গোলে দুই লেগ মিলে স্কোরলাইন হয়ে যায় ৩-৩। তখনও লা লিগা চ্যাম্পিয়নদের আশা বেঁচে ছিল, একটি গোল করতে পারলেই তো ম্যাচ তাদের হাতে চলে আসত। পারেনি সফরকারীরা। ৭৯তম মিনিটে ওরিগির গোলে পূর্ণতা পায় লিভারপুলের ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই। ওই হারের পর আবারও আগের আসরের 'রোমা অধ্যায়' নতুন করে আলোচনায় উঠে আসে। সেবার প্রথম লেগে ঘরের মাঠে ৪-১ গোলে জেতার পর ফিরতি পর্বে ৩-০ গোলে হেরে বিদায় নিয়েছিল বার্সেলোনা।লিভারপুলে হেরে ছিটকে যাওয়ার পর ওঠে সমালোনার ঝড়; যেন প্রমাণ হয়ে যায়, আগের বছরের সেই তেতো অভিজ্ঞতা থেকে কিছুই শেখেনি তারা।অ্যানফিল্ডে হারের খানিক পরই বার্সেলোনা গোলরক্ষক মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেন বলেছিলেন, "এই হারের কারণ জানতে মনের গভীরে গিয়ে মনস্তাত্বিক দিকগুলো বুঝতে হবে।"ভেঙে পড়া লিওনেল মেসির কাছে পুরো বিষয়টি ছিল দুর্ভাগ্যজনক। ডিফেন্ডার জেরার্দ পিকের কাছে দুঃস্বপ্ন।"এটি দুঃস্বপ্ন, যা আমাদের অনেক দিন তাড়া করবে।"সেবার বার্সেলোনা লা লিগা জিতলেও অ্যানফিল্ডের সেই হার খেলোয়াড় যেন ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। লুইস সুয়ারেসের কথায় তা ফুটে ওঠে।

"আমরা অনেক দিন, সপ্তাহ ভুগেছি। আমি বাসা থেকে বের হতে চাইতাম না। অনেক সতীর্থের মত সময়টা আমার জন্য খুব কঠিন ছিল।"ক্লাবটির ওপর সেই রাতের বিরূপ প্রভাব বেশ ভালোভাবেই পড়েছিল। ওই হারের পর তখনকার কোচ এরনেস্তো ভালভেরদেকে ছাঁটাই করা উচিত ছিল বলে অনেকের মত। কিন্তু বার্সেলোনা তা করেনি। অবশ্য তাতে ভালো কিছুও হয়নি; মৌসুমের মাঝামাঝি গত জানুয়ারিতে তাকে বিদায় করে কর্তৃপক্ষ। ক্লাবটির ইতিহাসে গত ১৫ বছরে কোচ ছাঁটাইয়ের যা প্রথম ঘটনা।ভালভেরদে যাওয়ার কিছুদিন পর দলটির অন্যতম পরিচালক এরিক আবিদাল মন্তব্য করে বসেন, ভালভেরদের সময় ফুটবলারদের অনেকে মাঠে শতভাগ দেননি।

তার এমন কথায় ক্ষেপে যান মেসি। ছয়বারের ব্যালন ডি'অর জয়ী তারকা সাবেক সতীর্থের মন্তব্যের কড়া সমালোচনা করেন, "ফুটবলারদের নিয়ে এ ধরনের কথা বললে তাদের নাম উল্লেখ করা উচিত। তা না হলে, অনেক কিছু ছড়ায় যা সত্যি নয়।" আবিদালের পেশাদারিত্ব ও ক্লাবের প্রতি দায়বদ্ধতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। পরে ক্লাব সভাপতি জোজেপ মারিয়া বার্তোমেউ দুজনের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি সুরাহা করেন।সেখানেই শেষ নয়। গত ফেব্রুয়ারিতে ক্লাবটির বিরুদ্ধে অনেক বড় অভিযোগের খবর বের হয়। বিভিন্ন গণমাধ্যম তাদের প্রতিবেদনে দাবি করে, বার্তোমেউয়ের ভাবমূর্তি বাড়াতে ও যারা তার মতের বিপক্ষে তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট করতে বার্সেলোনা 'আইথ্রি' নামের একটি প্রতিষ্ঠান ভাড়া করেছে।

তুমুল সমালোচনার মুখে 'এসব খবর পুরোপুরি ভিত্তিহীন' বলে বিবৃতিতে জানায় ক্লাব কর্তৃপক্ষ।এরপর তো মার্চে করোনাভাইরাসের আঘাতে স্থগিত হয়ে যায় সব ধরনের খেলাধুলা। তবে বিতর্ক পিছু ছাড়েনি দলটিকে। গত ১০ এপ্রিল ক্লাবটির একসঙ্গে ছয় জন পরিচালক পদত্যাগ করেন।পদত্যাগের কারণ হিসেবে সঙ্কটকালীন সময়ে ক্লাবের দুর্বল ব্যবস্থাপনা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নিয়ে তৈরি হওয়া ইস্যু এবং করোনাভাইরাসে সৃষ্টি হওয়া জরুরি অবস্থা পরবর্তী ক্লাবের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা বলা হয় তাদের যৌথ বিবৃতিতে।

PRESS NOTICE INVITING QUOTATION

With reference to the Notice Inviting Quotation, the sealed Quotation on prescribed quotation format invited by the undersigned on behalf of the Governor of Tripura from the bona fide supplier of different types of Register , forms , file cover and cartridge in connection with MGNREGA as per specification to this office for the FY 2020-21.

The quotation will be received (in tender box) from 11.00AM to 04.00 PM w.e.f. 7th September 2020 to 14th September 2020 in the office of the undersigned. The detailed tender notice along with prescribed format/ specification may be collected from office of the undersigned on or before 14th September , 2020 on any working days during office hours.

ICA-C/1538/20

(Abhijit Das)
Block Development Officer
Kakraban R.D.Block.

No. F.6(1)-Agri./EE/W/2018-19 / P/V/1404-20 Dated, Agartala, the 1st September,2020.

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION NO:- 12/AGRI/EE(WEST)/2020-21

On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer (west), Department of Agriculture & larmers' Welfare, Government of Tripura, Agartala, West Tripura invites separate item wise rate of quotation ?tender from the Dealer / Supplier for Supply and Installation of various items for the following works upto 3.00PM on 25/09/2020.

Sl. No	DNIT NO.	Earnest Money	Time for Completion	Quotation Fee	Last date of receipt of application for quotation/ tender form	Date of dropping of Quotation.	Time and Date of opening of Quotation.
1	DNIT NO.- 26/AGRI/EE(WEST) / 2020-21	Rs.2,500.00	30 Days	Rs.1,000.00	19/09/2020	25 /09/2020 upto 3.00PM	25/09/2020 At 3.30PM (If Possible)
2	DNIT NO. - 27/AGRI/EE(WEST) / 2020-21	Rs.2,500.00	30 Days	Rs.1,000.00	19/09/2020	25 /09/2020 upto 3.00PM	25/09/2020 At 3.30PM (If Possible)
3	DNIT NO. -28/AGRI/EE(WEST) / 2020-21	Rs.2,500.00	30 Days	Rs.1,000.00	19/09/2020	25 /09/2020 upto 3.00PM	25/09/2020 At 3.30PM (If Possible)
4	DNIT NO. - 29/AGRI/EE(WEST) / 2020-21	Rs.2,500.00	30 Days	Rs.1,000.00	19/09/2020	25 /09/2020 upto 3.00PM	25/09/2020 At 3.30PM (If Possible)

Interested bidders can view the details of quotation / tender documents in the 0/0 the Executive Engineer (West) , Department of Agriculture & Farmers Welfare,Agartala on any working days.

FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA.

(Er. S. K. Malakar)
Executive Engineer(West)
Department of Agriculture &FW
Tripura. Agartala.

No. F.2(30)/CDPO/ICDS/BLG/2017/561(8) Dated: 03/09/2020

WALK-IN-INTERVIEW

WASK-IN-INTEGIEW will be held for filling up of vacant post of Aanganwach Workers and Anganwadi Helpers in various iv Aanganvdi,centre as.per list specified below on purely temporary 'No Work-No-Honorarium"" basis under the office of the Child Development Project Officer, Bishalgarh ICDS Project, SepaNala. I npula. The interested candidates who fulfill the eligibility criteria may apply along with filled up bio-data in prescribed format (available in the office of the undersigned) and all necessary documents (self attested Xerox copy of age proof, Proof of Marriage, certificate of educational qualification, PRTC/Citizenship certificate, proof of Ordinary residence (ROR), two copies of recent passport size photographs etc.) to the office of the COPO, Bishalgarh ICDS Project. Application will be received from 07/09/2020 to 21/09/2020 within 11.00 a.m. to 4.00 p.m. except holidays.

List of Vacant AWCs:

Sl NO	Name of GP/VC/MC & Ward No	Name of Block/Municdipal Council	Name of Block/Municipal Council	No.of Post Anganwadi Worker	No. of Post Anganwadi Helper
1	2	3	4	5	6
1	Batadepa awc	Madhya Laxmibil Gp. Ward No.1	Bishalgarh R.D block	01	0
2	Sarkar Tila AWC	Madhya Laxmibil Gp. Ward No.4	Bishalgarh R.D block	01	0
3	Chandranagaar No. 1 AWE	CHandrapur Gp. Ward No 4	Bishalgarh R.D block	01	0
4	Tebaria AWC	Raghunathpur GP.Ward No 4	Bishalgarh R.D block	01	0
5	East laxmibill No-3 AWC	Laxmibill Gp. Ward No.3	Bishalgarh R.D block	01	0
6	k.k Nagar(Govt) AWC	Laxmibill Gp. Ward No.6	Bishalgarh R.D block	01	0
7	South kaiyadhepa AWc	Kaiyadhepa gp. Ward No-4	Bishalgarh R.D block	01	0
8	Nayabari RSV AWC	Dakshin Madhupur GP. Ward No-2	Bishalgarh R.D block	01	0
9	Gakulnagar RSV AWC	Purba Gakulnnagar GP Ward No.4	Bishalgarh R.D block	0	01
11	East laxmibill No.2 AWC	Laxmibill GP, Ward No.2	Bishalgarh R.D Block	0	01
12	Khoaria AWC	Nabinagar GP, Ward No.2	Bishalgarh R.D Block	0	01
13	Bangshibari No.2 AWC	Bangshinbari VC, Ward No.1	Charilam R.D Block	01	0
14	North Brajapur AWC	Madhya Brajapur GP, Ward No.5	Charilam R.D Block	01	0
15	North Charilam	North Charilam GP, Ward No.3	Charilam R.D Block	01	0
16	Brajapur No.2 AWC	Brajapur GP, Ward No.6	Charilam R.D Block	0	01
17	Naljala No. 1 AWC	Brajapur GP, Ward No.7	Charilam R.D Block	0	01
18	Shikharia Convt. AWC	Lansingmura GP, No.1	Charilam R.D Block	0	01
19	East Nabinagar AWC	Nabinagar GP. Ward No.3	Charilam R.D Block	0	01
20	Netaji Convt. AWC	North Charilam GP, Ward No.2	Charilam R.D Block	0	01
21	Barjala S.C para AWC	Barjala GP, Ward No.2	Charilam R.D Block	0	01
22	Chanbari AWC	Bishalgarh MC, Ward No.7	Bishalgarh MC	01	0
23	Murabari AWC	Bishalgarh MC, Ward No.15	Bishalgarh MC	01	0
24	Ambagan AWC	Bishalgarh MC, Ward No.11	Bishalgarh MC	0	01

For more details please contact to the Office of the CDPO, Bishalgarh ICDS Project, Bishalgarh Sepahijala.

Child Developmerfit Prbject Officer
Bishalgarh ICDS Project
Sepahijala, Tripura.

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

আগরতলায় ক্যান্সার হাসপাতাল চত্বরে জলের এটিএম উদ্বোধন করেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি ঃ নিজস্ব।

রিজিওনাল ক্যান্সার হাসপাতাল চত্বরে ওয়াটার এটিএম'র উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর।। হাসপাতালে আসা রোগী, রোগীর পরিজন ও জনসাধারণকে প্রতি লিটারে ১ টাকার বিনিময়ে পরিশ্রুত পানীয়জল প্রদানের লক্ষ্যে মল ইণ্ডাস্ট্রিস ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া'র (সিডবি) আগরতলা শাখার উদ্যোগে আজ অটল বিহারী বাজপেয়ী রিজিওনাল ক্যান্সার হাসপাতাল চত্বরে ওয়াটার এটিএম বসানো হয়েছে। এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ওয়াটার এটিএম-টি চালু হয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা এই ওয়াটার এটিএম'র উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বলেন, সিডবি এর উদ্যোগে এখানে ওয়াটার এটিএম বসানোর ফলে জনসাধারণ ১ টাকার বিনিময়ে (প্রতি লিটার) পরিশ্রুত পানীয়জল পাবেন। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে সিডবি'র এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। তিনি আশা ব্যক্ত করে আগামীদিনগুলিতে সিডবি এই ধরণের আরও উদ্যোগ গ্রহণ করবে। অনুষ্ঠানে সিডবি আগরতলা শাখার ম্যানেজার গোপী নন্মী ও হাসপাতালের এম এস ডা. গৌতম মজমদার উপস্থিত ছিলেন। এই ওয়াটার এটিএম'র পরিচালনায় থাকবে সোসাইটি অব অ্যাকসন ফর অলটারনেটিভ থিঙ্কিং এণ্ড অ্যাকশন নামক একটি সামাজিক সংস্থা।

দেবীপুরে সরকারী গোপ্রজনন খামারের পাশেই গাঁজ বাগিচা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর।। সিপাহীজলা জেলার বিশালগড়ের মধুপুর থানা এলাকার দেবীপুর সরকারি গো প্রজনন খামার এর আশপাশে ব্যাপকহারে গাঁজা চাষ করা হচ্ছে।সরকারি জমিতে ব্যাপকহারে গাঁজা চাষ করার পেছনে কে বা কারা জড়িত রয়েছে সে সম্পর্কে অবশ্য বিস্তারিত কোনো তথ্য জানা যায়নি।দেবীপুর সরকারি গো প্রজনন খামার সংলগ্ন এলাকায় ব্যাপক হারে গাঁজা চাষ হচ্ছে বলে সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে মধুপুর থানার পুলিশ সেখানে হানা দেয়। দেবীপুর সরকারি গো প্রজনন খামার সংলগ্ন এলাকায় ব্যাপক হারে গাঁজা চাষ হওয়ার খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে প্রায় এক লক্ষ৩৫ হাজার গাজার নার্সারি ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। এই সফল অভিযানের নেতৃত্ব দেন মধুপুর থানার এসআই তাপস দাস। সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে পুলিশ এবং টিএসআর বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে তিনি অভিযান চালান।এর আগেও এসআই তাপস দাস এর নেতৃত্বে মধুপুর থানা এলাকার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে প্রচুর গাজার নার্সারি ধ্বংস করা হয়েছে। এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে পুলিশের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে মধুপুর থানা এলাকার সীমান্তবর্তী এলাকা সহ বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক হারে গাঁজা চাষ শুরু হয়েছে।লকডাউনের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে গাজা চাষিরা আরবদশ উদ্দীপনা সঙ্গে গাঁজা চাষ শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে। গাঁজা চাষ আইনগতভাবে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও অধিক মুনাফা লাভের উদ্দেশ্যেই এ ধরনের গাঁজা চাষ করা হচ্ছে বলে জানা যায়। গাঁজা চাষ বন্ধ করার জন্য পুলিশ তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। পুলিশের তৎপরতা সত্ত্বেও গাজা চাষীরা তাদের প্রয়াস জারি রেখেছে বলে জানা গেছে।

তপশীলি জাতি মোর্চার উদ্দ্যোগে এক রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৪ সেপ্টেম্বর।। তপশীলি জাতি মোর্চার উদ্দ্যোগে এক রক্তদান শিবিরের আয়োজনকরাহয়। ভারতীয় জনতাপার্টি তপশীলি জাতি মোর্চার উদ্দ্যোগে শান্তির বাজার কমিউনিটিহলঘরে এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে রক্তদান শিবির ও সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিতহয়। করুনা ভাইরাসের প্রভাবে বড় আকারে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা সম্ভবহচ্ছেনা। অপরদিক এই ভাইরাসের প্রভাবে অধিকাংশ লোকজন হাসপাতালে যেতে সংকোচবোধকরে। তাই রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতলে প্রতিনিয়ত রক্ত সংকট দেখাদিচ্ছে। এই রক্তের সংকট মেটাতে এগিয়ে আসলো ৩৬ শান্তির বাজার মন্ডলের তপশীলি জাতি মোর্চার সদস্যরা। তপশীলি জাতি মোর্চা কতৃক আয়োজিত আজকের অনুষ্ঠানে প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যদিয়ে শুভ সূচনা করেন তপশীলি জাতি মোর্চার দক্ষিন জেলার সভাপতি তথা শান্তির বাজার পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ দাস, বিজেপির রাজ্য কমিটির সহ সভাপতি তথা প্রাক্তন ডেপুটি স্পীকার গৌরিশঙ্কর রিয়াং, বিজেপির দক্ষিন জেলার প্রাক্তন সভাপতি তথা দক্ষিন জেলার জেলা সহসভাধিপতি বিভিষন চন্দ্র দাস, ৩৬ শান্তির বাজার বিজেপির মন্ডল সভাপতি শ্যামলাল দেবনাথ সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দরা। আজকের এই রক্তদান শিবিরে লোকজন ব্যাপক উৎসাহের সহিত অংশগ্রহন করেন।

অমরপুরে গ্রামীণ ব্যাংকের দুই কর্মী করোনা পজেটিভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর।। অমরপুর গ্রামীণ ব্যাংকের শাখার দুই কর্মী করোনা পজেটিভ। গ্রামীণ ব্যাংকের অমরপুর শাখার দুই কর্মী করোনা পজেটিভ প্রমাণিত হওয়ার পর গ্রামীণ ব্যাংকের কাজকর্ম আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংকের শাখা স্যানিটাইজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।গ্রামীণ ব্যাংকের সমস্ত গ্রাহকদের এ বিষয়ে অবগত করে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন আপাতত ব্যাংকের পরিষেবা বন্ধ রাখা হচ্ছে।পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর পুনরায় ব্যাংকের কাজকর্ম শুরু করা হবে বলে ব্যাংকের ম্যানেজার জানিয়েছেন। ব্যাংকের শাখার অন্যান্য কর্মীদের করোনা টেস্ট করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। একই সঙ্গে কাজ করেছেন এমন অন্যান্য কর্মীদের করোনা পজিটিভ হওয়ার আশঙ্কা করছেন অনেকেই।গ্রামীণ ব্যাংকের শাখার দুই কর্মীর করোনা পজিটিভ হওয়ার সংবাদে অনেক গ্রাহক দুশ্চিন্তায় পড়েছেন।কেননা গত কয়েকদিনে বেশ কিছু সংখ্যকগ্রাহক গ্রামীণ ব্যাংকের শাখায় লেনদেন করতে আসা যাওয়া করেছেন। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে বলা হয়েছে যারা এই সময়ের মধ্যে গ্রামীণ ব্যাংকে লেনদেন করতে আসা যাওয়া করেছেন তারা প্রত্যেকে যেন করোনা টেস্ট করিয়ে দেন। জনস্বাস্থ্যের তাগিদেই এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে আহ্বান জানানো হয়েছে।

প্রমোদনগরে বিজেপিতে যোগদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৪ সেপ্টেম্বর।। আসন্ন এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখে পাহাড়ে চলছে দলবদল এর পালা। শুক্রবার গোলাঘাটি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রমোদনগর এডিসি ভিলেজের ৪৭ নং বুথে বিজেপির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন গোলাঘাটি কেন্দ্রের বিধায়ক তথা জম্পুইজলা ব্লক অ্যাডভাইজারি কমিটির চেয়ারম্যান বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, বিজেপি নেতা সুখরঞ্জন দেববর্মা, যতীন্দ্র দেববর্মা, অশোক দেববর্মা, সঙ্গীরাম দেববর্মা, মফিজ মিয়া, কাঞ্চন মিয়া প্রমুখ। আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপির কার্যকর্তাদের বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন তিনি বীরেন্দ্র বাবু। সভায় ১৫ পরিবারের ৭৫ জন ভোটার সিপিএম দল ত্যাগ করে বিজেপিতে যোগদান করেন। যোগদানকারীদের পতাকা দিয়ে বরণ করে নেন তিনি বিধায়ক। সংখ্যালঘু অংশের মানুষ বিধায়ককে সামনে পেয়ে এলাকার বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। এতে রয়েছে মসজিদ মাদ্রাসার বিভিন্ন সমস্যার কথা। তাদের সমস্যার কথা শুনে কম সময়ের মধ্যে সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন বলে আশ্বস্ত করেছেন। এদিন বিধায়ককে কাছে পেয়ে খুশি এলাকার সাধারণ মানুষ।

হেজামারা বড় কাঁঠাল রাস্তা নির্মাণ কাজ শুরু, গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ সেপ্টেম্বর।। হেজামারা বড় কাঁঠাল রাস্তা নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। রাস্তার পিচ ঢালাই চলেছে। কিন্তু রাস্তার গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ওই এলাকায় বসবাসকারী মানুষজন। এলাকাবাসীর অভিযোগ রাস্তা নির্মাণ কাজে যে ধরনের গুণগত সম্পন্ন জিনিসপত্র ব্যবহার করার কথা রয়েছে সেইসব জিনিসপত্র ব্যবহার করা হচ্ছে না। অত্যন্ত নিম্নমানের জিনিসপত্র দিয়ে রাস্তা তৈরি করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে তীব্র আপত্তি তুলেছেন এলাকার জনগণ।অবিলম্বে রাস্তা নির্মাণ কাজে গুণগত মানসম্পন্ন জিনিসপত্র ব্যবহার করার জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।অবিলম্বে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে তারা রাস্তা নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এ বিষয়ে তারা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।স্থানীয় জনগণ জানিয়েছেন হেজামারা বড়খাল রাস্তাটি তৈরি করার জন্য এলাকাবাসীর দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়ে আসছিলেন। নতুন সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এলাকার জনগণের দাবি অনুযায়ী রাস্তা নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন এলাকার জনগণ। হেজামারা বড় কাঁঠাল রাস্তা নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে এলাকার বৃহৎ অংশের জনগণ দারুণভাবে উপকৃত হবেন।

এলাকার কৃষক সহ সব মানুষের যাতায়াতের একমাত্র রাস্তা হল এটি।দীর্ঘদিন ধরে এ রাস্তাটির বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে মারাত্মক সমস্যা হচ্ছিল। রাস্তাটির নির্মাণকাজ শুরু হওয়ায় এলাকার জনগণ সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।তবে রাস্তার গুণগতমন বজায় রেখে রাস্তার কাজ সম্পন্ন করার জন্য এলাকাবাসীর তরফ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ভারতীয় মজদুর সংঘের শান্তিরবাজার মহকুমা কমিটি গঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৪ সেপ্টেম্বর।। ভারতীয় মজদুর সংঘের উদ্দ্যোগে এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে শান্তির বাজারে নতুনকরে মহকুমা কমিটি গঠনকরাহয়। আজ বিকেলবেলা শান্তির বাজার কমিউনিটি হলঘরে এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে ভারতীয় মজদুর সংঘের মহকুমার নতুনকমিটি গঠন হয়। আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভায়তীয় মজদুর সংঘের সভাপতি সুভাষ দাস, ভারতীয় মজদুর সংঘের দক্ষিন জেলার সম্পাদক রাজেশ চক্রবর্তী, ৩৬ শান্তির বাজার বিজেপির মন্ডল প্রেসিডেন্ট শ্যামলাল দেবনাথ, বিজেপির দক্ষিন জেলার তপশীলি মোর্চার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ। আজকের অনুষ্ঠানের মধ্যে পুরাতন কমিটি ভেঙ্গে নতুন কমিটি গঠনকরাহয়। এই নতুন কমিটিতে সভাপতি হিসাবে নিযুক্ত করা হয় জিতেন্দ্র দেবনাথকে। সহ সভাপতির দায়িত্ব পান প্রদীপ মজুমদার, অজয় বিশ্বাস, সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়াহয় বাপ্পী দেবনাথকে, সহ সম্পাদক বীজন কৃষ্ণ দেবনাথ, প্রদীপ বসু, কোষাধ্যক্ষ্যের দায়িত্ব দেওয়াহয়েছে রামু মজুমদারকে এবং অফিস সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়াহয়েছে শংকর দত্তকে। আজকের এই অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত প্রতিনিধিদের সকলেউৎসাহের সহিত বরন করেনেন।

মাদকচক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে রিয়ার ভাই সহ সাতজনকে গ্রেফতার করল এনসিবি

মুম্বই, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মাদকচক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে রিয়া চক্রবর্তীর ভাই শৌভিক চক্রবর্তীকে গ্রেফতার করল নারকোটিক্স কন্টোল ব্যুরো (এনসিবি)। শৌভিকের পাশাপাশি গ্রেফতার হবেন সুশান্তের হাউজ ম্যানেজার স্যামুয়েল মিরান্ডা ও আরও পাঁচজন। দিদি রিয়া চক্রবর্তীই আমায় মাদক আনতে বলেছিল। তিনি মাদক আনার পর রিয়া এবং সুশান্তের বাড়ির ম্যানেজার স্যামুয়েল মিরান্ডা তা একসঙ্গে বসে সেবন করতেন। এমনকী আরও বেশ কিছু মাদক ব্যবসায়ীর সঙ্গে তাঁকে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছিল"। শুক্রবার সকাল থেকে নার্কোটিকস কন্টোল ব্যুরোর জেরার চাপে এমনই তথ্য স্বীকার করলেন রিয়ার ভাই শৌভিক। শৌভিকের কথায়, দিদির জন্যই বিভিন্ন মাদক ব্যবসায়ীর সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করেছিলেন। স্যামুয়েলও ছিলেন মাদকাসক্ত। এরপরই এদিন সন্ধেতে শৌভিককে গ্রেফতার করল এনসিবি। শৌভিকের সূত্র ধরেই আরও পাঁচজনের হদিশ পেয়েছে পুলিশ, যারা ড্রাগ পাচার করত। এদেরও গ্রেফতার করা হয় বলে জানা গিয়েছে। মিরান্ডার বিরুদ্ধেও একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতে থাকবে শৌভিক। চলবে জেরা। শুক্রবার সকালেই শৌভিককে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে নেন এনসিবি-এর কর্তারা।

সুশান্তের মৃত্যুতে মাদক যোগের ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে ইডিও। ২০১৭ থেকেই নিয়মিত মাদক নেন রিয়া। তাঁর হোয়্যাটসঅ্যাপ চ্যাট সূত্রেই সে সব তথ্য এসেছে পুলিশের হাতে। এক হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট থেকেই নিষিদ্ধ মাদক পাচার চক্রের হদিশ পায় ইডি। সেই সমস্ত চ্যাটে মারিজুয়ানা, এমডিএমএ, সিবিডি ওয়ালের মতো বিভিন্ন নিষিদ্ধ মাদকের নাম উল্লেখ ছিল। আর সেই চ্যাট গুলি বিনিময় হয়েছিল রিয়া চক্রবর্তী, সুশান্তের হাউজ ম্যানেজার স্যামুয়েল মিরান্ডা, জয়া সাহা, ও গোয়ার হোটেল ব্যবসায়ী গৌরব আচার্যর মধ্যে। এক মেসেজে ,' ডোবি' 'ব্ল্যাকবেরি কুশ' প্রভৃতি জিনিস নিয়ে কথা বলেন রিয়া ও শৌভিক। রিয়া ও শৌভিকের সঙ্গে তৃতীয় এক ব্যক্তির নিষিদ্ধ মাদকের ছবি চালাচালি হয় এবছরের এপ্রিল-মে নাগাদ। ওই হোয়্যাটসঅ্যাপ চ্যাটেই বলা হয় সুশান্তের কফির মধ্যে কীভাবে মাদক মেশাতে হবে। ইডি এই সব নথি তুলে দিয়েছে এনসিবি-এর হাতে।

এর প্রেক্ষিতেই রিয়া চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করেছে নারকোটিক্স কন্টোল ব্যুরো। ইতিমধ্যেই এনসিবি-র তরফে নোটিশ পাঠানো হয়েছে রিয়াকে। খুব শীঘ্রই তাঁকে তলব করা হয়েছে জানানো হয়েছে ।-হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

রেলের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ সেপ্টেম্বর।। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা আনুমানিক সাতটা থেকে সাড়ে সাতটার মধ্যে রেলের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তি। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন ত্রিশাবাড়ি তেলিয়ামুড়া রেলওয়ে স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় খোয়াই নদীর ব্রিজের সামনে। সংবাদে জানা যায় আগরতলা থেকে ধর্মনগর যাওয়ার সময় দ্রুত গতিতে আসা এই মালবাহী বোঝাই ট্রেনটি বয়স ২৭ এর তাপস বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তিকে ধাক্কা দেয়। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে তেলিয়ামুড়া রেলওয়ে স্টেশনের পুলিশ বাবুরা। সাথে সাথে ছুটে আসে মৃত সেই ব্যক্তির আত্মীয় পরিজনরাও। পরে আত্মিয় পরিজনের কাছ থেকে জানা যায় যে দিন মজুর ছিল তাপস বিশ্বাস। কাজ থেকে বাড়ি ফেরার পথেই এই দূর্ঘটনা হয় বলে খবর।সেই তাপস বিশ্বাসের বাড়ি ডি.এম কলোনি এলাকাতে। এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, একটি মালবাহী ট্রেন সামগ্রী খালি করে আগরতলা থেকে ধর্মনগর যাবার পথে ত্রিশাবাড়ি সংলগ্ন রেলব্রীজ এলাকায় এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে। রেলওয়ে পুলিশ অফিসার জ্জ্জ -মিনাল ক্লান্তি ভৌমিক এই বিষয়ে জানান।

সাহস থাকলে আটকে দেখিয়ে দিন, চ্যালেঞ্জ কঙ্গনার

মুম্বই, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ''কারোর বাবার সাহস থাকলে আটকে দেখিয়ে দিন।'' এমনই চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত। মুম্বইকে পাক অধিককৃত কাশ্মীরের সঙ্গে তুলনা করে টুইট করেছিলেন অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত। মুম্বই শহরে সুরক্ষিত বোধ করবেন না জানিয়েও টুইটে কঙ্গনা বলেন, ''কখনই মুম্বই পুলিশের দ্বারস্থ হব না।'' এরপরই ''কুইন'' অভিনেত্রীকে নিশানা করে পালটা টুইট শুরু হয়েছে। শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত তো প্রকাশ্যেই মুম্বইয়ে না ফেরার হুমকি দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আগামী ৯ তারিখ মানালি থেকে মুম্বইয়ে ফিরছেন বলে শুক্রবার জানিয়ে দিলেন কঙ্গনা রানাওয়াত।

শুক্রবার টুইটে কঙ্গনা বলেন, ''আমি দেখতে পাচ্ছি, আমায় মুম্বইয়ে না আসার জন্য হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তাই এই সপ্তাহেই ৯ সেপ্টেম্বর আমি মুম্বই যাচ্ছি। আমি মুম্বই এয়ারপোর্টে পৌঁছনোর সময় জানিয়ে দেব। কারোর বাবার সাহস থাকলে আটকে দেখান।'' সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর পর থেকে বলিউডের অনেক বড় বড় নামের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন কঙ্গনা রানাওয়াত। অভিনেত্রীর কথায় তারপর থেকেই নানা হুমকি পাচ্ছেন তিনি। এক সাক্ষাৎকারে তিনি মন্তব্য করেন, মুম্বই শহরে মোটেই সুরক্ষিত বোধ করছেন না। দুষ্কৃতীদের থেকে মুম্বই পুলিশকে বেশি ভয় পাচ্ছেন তিনি। সুরক্ষা চাইলে কেন্দ্র বা হিমাচল প্রদেশ সরকারের কাছে চাইবেন। তবে মুম্বই পুলিশের কাছে নয়।—হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

এলএসি বরাবর পরিস্থিতি চিন্তাজনক, চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত জওয়ানরা : সেনাপ্রধান

লেহ, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): লাদাখে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় উত্তেজনার পারদ ক্রমশই চড়ছে। লাদাখের সামগ্রিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে দু'দিনের সফরে সেখানে গিয়েছেন সেনাপ্রধান মনোজ মুকুন্দ নরবনে। প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার বরাবর বর্তমান পরিস্থিতিকে 'চিন্তাজনক' আখ্যা দিলেন সেনাপ্রধান নরবনে। তবে, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সেনাপ্রধান জানিয়েছেন, জওয়ানদের মনোবল চাঙ্গা। সমস্ত ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন জওয়ানরা।

শুক্রবার সেনাপ্রধান জানান, লেহ পৌঁছনোর পর বিভিন্ন স্থানে ঘুরেছি আমি। অফিসার, জেসিও-র সঙ্গে কথা বলেছি। জওয়ানদের মনোবল চাঙ্গা রয়েছে। উদ্বেগ প্রকাশ করে সেনাপ্রধান বলেন, এলএসি বরাবর পরিস্থিতি কিছুটা চিন্তাজনক। বিগত ২-৩ মাস ধরে পরিস্থিতি কিছুটা চিন্তাজনক। কিন্তু, মিলিটারি এবং কূটনৈতিক পর্যায়ে চিনের সঙ্গে লাগাতার আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছি আমরা।

ভারতে ৪.৬৬ কোটির উর্ধে করোনা-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ৪ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দৈনিক কোভিড-১৯ পরীক্ষায় ফের রেকর্ড গড়ল ভারত। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ১১,৬৯,৭৬৫টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। একইসঙ্গে বাড়তে বাড়তে ভারতে ৪.৬৬ কোটির উর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষা। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, এযাবৎ দেশে ৪,৬৬,৭৯,১৪৫টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। শুক্রবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ১১,৬৯, ৭৬৫টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ৩ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতে ৪,৬৬,৭৯,১৪৫টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

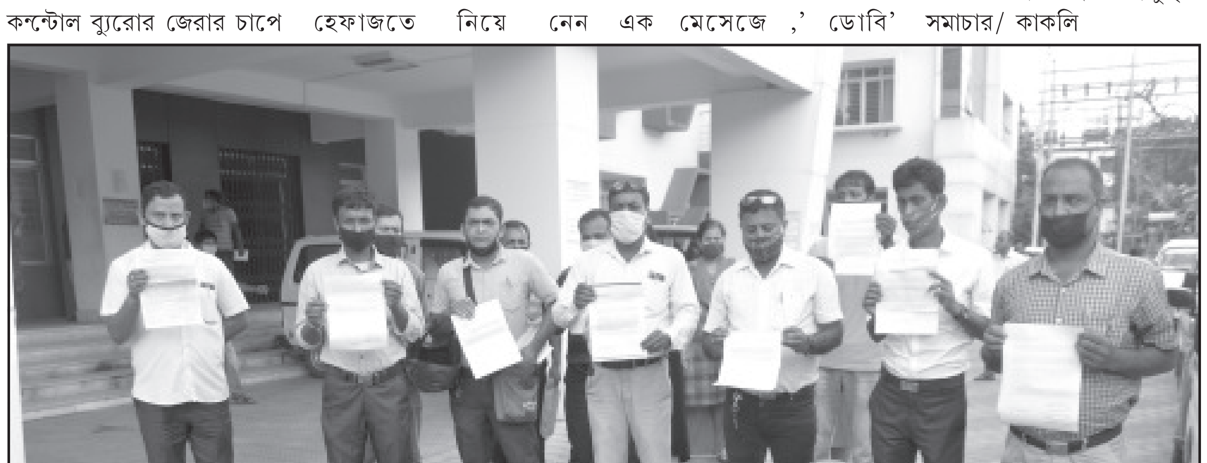

শুক্রবার ১০৩২৩ শিক্ষক অ্যাসোসিয়েশন অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।